ডিক্রীজারি

কর্ম্মভোগ, মানরক্ষা, ভবঘুরে প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

দাম ১৷৷০ দেড় টাকা

ডিক্রীজারি

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাঁচুগঞ্জের পতিতপাবন দত্ত বেণেপুকুরের আপীলের মামলায় পরাজিত হইয়া সেই পরাজয়ের বেদনাটা ভুলিবার জন্য যখন সর্ব্ব-সন্তাপহারী শ্রীহরির চরণে দৃঢ় মনঃসংযোগের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন বিজয়ী পক্ষ নরহরি চৌধুরী ঢাক ঢোলের শব্দে গ্রামখানাকে কাঁপাইয়া তুলিতে তুলিতে তাঁহার বাড়ীর সম্মুখের পথ দিয়া সিদ্ধেশ্বরীর পূজা দিতে গিয়া তদীয় পরাজয়জনিত বেদনাকে এমন নির্দ্দয়ভাবে উদ্দীপিত করিয়া দিলেন যে, পতিত-পাবনের মনে হইল, সিদ্ধেশ্বরীর সম্মুখে নিহত ছাগশিশুর সহিত তাঁহার মস্তকটাও যেন ছিন্ন হইয়া রুধির-কর্দ্দমিত যূপকাষ্ঠতলে লুটাইয়া পড়িল এবং ছিন্নশির ছাগশাবক ক্ষণমাত্র যন্ত্রণাসূচক পদ সঞ্চালন করিয়াই স্থির হইলেও পতিতপাবন সারাদিনেও সে যাতনার নিদারুণ জ্বালা হইতে অব্যাহতি পাইলেন না।

পতিতপাবন জীবনে মোকদ্দমা অনেক করিয়াছেন; এমন কি, হিসাব করিয়া দেখিলে তাহার সংখ্যা তদীয় বয়সের সংখ্যা-কেও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। জমিদারের সহিত কত দেওয়ানি, কত ফৌজদারী মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, জমিজমা

লইয়া গ্রামের কত বর্দ্ধিষ্ণু লোকের সঙ্গে মামলা লাঠিবাজী চলিয়াছে; কত মোকদ্দমায় তিনি জিতিয়াছেন, কত মোকদ্দমায় হারিয়া আসিয়াছেন; কত ফৌজদারী মামলায় তাঁহাকে অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছে, জেলখানার দরজায় পর্য্যন্ত পা দিতে হইয়াছে। কিন্তু আজ এই বেণেপুকুরের সামান্য মামলাটায় হারিয়া তিনি আপনার পরাজয়ের বেদনাটা যত তীব্রভাবে অনুভব করিলেন, বড় বড় মামলা—যাহা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গিয়া মীমাংসিত হইয়াছিল, তেমন বড় মামলায় হারিয়াও পতিতপাবন লজ্জা বা অপমানের তাড়না এমন কঠোরভাবে ভোগ করেন নাই। মোকদ্দমায় হার জিত দুই আছে; কিন্তু নরহরি চৌধুরীর মত নিঃসহায় আইনজ্ঞানে অপারদর্শী লোকের সহিত মোকদ্দমায় হারিয়া আসা—পতিতপাবনের কাছে যেন মৃত্যুর মত যন্ত্রণাদায়ক হইল। তাঁহার 'মামলাবাজ' বলিয়া এত দিনের সুনাম বা দুর্নাম জন্য অহঙ্কার ক্ষুদ্র ছাগশিশুটীর ছিন্ন মস্তকের সঙ্গেই যেন সর্ব্বসমক্ষে পথের ধূলার উপর লুটাইয়া পড়িল।

কিছুতেই হরিনামে মনঃস্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে পতিতপাবন মোকদ্দমার নথীপত্রের দপ্তর পাড়িয়া দুঃসহ অপমানে জর্জ্জরিত মনটাকে তাহার জীর্ণ কাগজগুলার মধ্যে নিমগ্ন করিতে চেষ্টিত হইলেন।

কত হাকিমের রায়ের নকল, কত সাক্ষীর জেরা জবানবন্দী, কত কীটাকুলিত জীর্ণ দলিল, কত পুরাতন অব্যবহৃত ষ্ট্যাম্প কাগজ বাহির হইল, পতিতপাবন এক একখানার উপর

সোৎসুক দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহাকে সরাইয়া রাখিলেন, এবং যেন নিতান্ত আগ্রহের সহিত সেই সকল কাগজপত্রের মধ্যে কি একখানা দরকারী কাগজের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে তাঁহার কাগজের উপর নিবদ্ধ দৃষ্টিটাকে সহসা বিস্ময়ে চমকিত করিয়া দিয়া নরহরি চৌধুরী সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং মাদুরের উপর বিক্ষিপ্ত কাগজগুলার দিকে সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এই যে ভায়া, এমন সময় আবার কাগজপত্র নিয়ে ব'সেছ ?"

পতিতপাবন গম্ভীর মুখে একটু হাসি আনিবার চেষ্টা করিয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ, কাগজপত্র, মামলা মোকদ্দমা, হার জিত এই তো আমার নিত্য কর্ম্ম।"

"সেটা ঠিক" বলিয়া নরহরি হাসিতে হাসিতে মাদুরের এক পাশে বসিয়া পড়িলেন। পতিতপাবন পার্শ্ববর্ত্তী গোশালার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক ভৃত্য গদাধরকে তামাক দিয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। নরহরি বলিলেন, "থাক্ থাক্, তামাক দিতে হবে না, এখনি আমাকে উঠতে হবে।"

এখনই উঠিবার প্রয়োজন সত্বেও কি উদ্দেশ্যে তিনি উপস্থিত হইয়াছেন তাহা জানিবার জন্য পতিতপাবন চশমার ভিতর দিয়া চৌধুরী মহাশয়ের মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি সঞ্চালিত করিলেন। তাঁহার সে দৃষ্টির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "মামলাটার তরে মায়ের কাছে মানত ক'রেছিলাম। আজ সেই মানসিক শোধ ক'রেছি কি না। তা মায়ের প্রসাদ নিজেরা

ঘরে খাব কেন, পাঁচজনের পায়ের ধুলা যদি এই উপলক্ষ্যে নিতে পারি। সেটা তো আর সহজে হ'য়ে ওঠে না।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক পতিতপাবন তাঁহার কথায় সায় দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তা তো বটেই।"

নরহরি তখন হাতে হাত ঘষিয়া বিনয়নম্র স্বরে বলিলেন, "তা হ'লে ভায়া, আজ যদি দয়া ক'রে—"

বাধা দিয়া পতিতপাবন বলিয়া উঠিলেন, "বিলক্ষণ, আপনি খাওয়াবেন, আমি খেয়ে আসবো, এর আবার দয়া কিসের? যদি বলেন তো এরকম দয়া রোজ দু'বেলা কত্তে পারি।"

বলিয়া তিনি একটু কাষ্ঠহাসি হাসিলেন। নরহরি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তেমন ভাগ্য ক'রে কি এসেছি। কালে কল্যাণে পাঁচজনের পায়ের ধুলো—তাও হ'য়ে ওঠে না। যাক্, তা হ'লে ভায়া—"

পতিতপাবন বলিলেন, "অবশ্য, আর আপনাকে বলতে হবে না। তবে বেশী রাত হবে না তো?"

নরহরি বলিলেন, "না না, রাত হবে কেন, বড় জোর সাড়ে ন'টা দশটা। বেশী তো কিছু নয়, লুচী আর মায়ের প্রসাদ। বাড়ার ভাগ একটা মাছের তরকারী। বেণেপুকুরে আজ মাছ ধরিয়েছিলাম কি না। তা কৈ, লোকে বলতো, দশ মণ মাছ আছে, বিশ মণ মাছ আছে। কিন্তু মাছ কোথায়? দু'বার জাল টেনে মোটে মণ দেড়েক মাছ উঠলো। তা নফর্‌, জেলের কোথায় মাছের বায়না আছে, সে এক মণ নিয়ে গেল। বিশিও

হ'লো সের দশেক। বাকী আট দশ সের যা আছে তাই দিয়ে যা হয় হবে। নাঃ, পুকুরটায় মাছ তেমন নাই। বড় জোর আর মণেক দু'মণ থাকতে পারে।"

বলিয়া তিনি পতিতপাবনের মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা একবার সঞ্চালিত করিয়াই উঠিয়া পড়িলেন, এবং পায়ের ধুলা দিবার জন্য তাঁহাকে আর একবার অনুরোধ করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। পতিতপাবন দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কঠোর দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নরহরি দৃষ্টিপথের অন্তর্হিত হইলে পতিতপাবন মুখ ফিরাইয়া উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন, "গদা, ওরে গদা!"

গোশালার মধ্য হইতে গদাধর উত্তর দিল, "কেনে কত্তা?"

দাঁত মুখ খিঁচাইয়া পতিতপাবন বলিয়া উঠিলেন, "বেটাকে কখন্ তামাক দিতে বলেছি, এতক্ষণ পরে কেনে কত্তা!"

খইল ও গোময়ে অপরিষ্কৃত হাতটা কাটা বিচালীর সাহায্যে কতকটা পরিষ্কৃত করিয়া লইয়া গদাধর তামাক সাজিতে বসিল এবং কলিকায় তামাক ভরিতে ভরিতে জিজ্ঞাসা করিল, "চৌধুরী বুড়ো কেনে এয়েছিল কত্তা?"

কাগজের উপর দৃষ্টি রাখিয়া পতিতপাবন উত্তর করিলেন, "নেমন্তন্ন কত্তে।"

"কিসের নেমন্তন্ন? বুড়োর ছরাদ হবে নাকি?"

"বুড়োর ছরাদ নয়—আমার ছরাদ। আজ সিদ্ধেশ্বরীতলায় পূজো দিয়েছে জানিস্ না?"

"জানি না আবার কত্তা? ঢাকের আওয়াজে কাণে তালা লেগে গেল।"

"মামলায় জিতে আমোদ হ'য়েছে কি না। তাই পাঁঠা কেটে লোক খাওয়াবে।"

তাচ্ছীল্যসূচক মুখভঙ্গী করিয়া গদাধর বলিল, "সেই বেরাল-ছানা কেটে ক'জন লোক খাওয়াবে?"

তিরস্কারের স্বরে পতিতপাবন বলিলেন, "দূর হতভাগা, দেবতার ভোগ, বেরালছানা বলতে আছে?"

গদাধর নিরুত্তরে মুখটা বিকৃত করিয়া কয়লা ধরাইতে লাগিল। পতিতপাবন হাতের কাগজখানা ফেলিয়া অন্য একখানা কাগজ লইতে লইতে বলিলেন, "আজ বেণেপুকুরে মাছ ধরিয়েছিল না?"

গদাধর অগ্নিসংযুক্ত কয়লাটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "হুঁ, ধরিয়েছিল বৈকি।"

"তুই দেখেছিস্?"

"দেখেছি বৈকি—আমি তখন পাড়ের ঈশেন কোণে শিমুল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে মুড়ী খাচ্চি। বিস্তর মাছ ছিল। তোমাকে বলবো কি কত্তা, এক একটা মাছ বিশে মোড়লের কেলো দামড়াটার মতন লাফাতে লাগলো।"

ধমক দিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "মর্ বেটা, মাছ হ'লো দামড়া গরু! কা'কে কি বলতে হয়, বেটা রাগীর ছেলের সে জ্ঞান এখনো হ'লো না।"

ঘাড় নাড়িয়া গদাধর বলিল, "তা এমন কি মন্দ করেছি কত্তা? মুখে বললেই কি মাছটা সত্যি সত্যি দামড়া গরু হ'লো?"

"তোর মাথা হ'লো।" বলিয়া পতিতপাবন চক্ষু হইতে চশমা খুলিয়া কাপড়ের খুঁট দিয়া মুছিতে লাগিলেন। গদাধর ফুঁ দিয়া কলিকা ধরাইয়া হস্তসংযোগে তাহাতে একটা টান দিল, এবং হুঁকার মাথায় কলিকা বসাইয়া কর্ত্তার হাতে হুঁকা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নেমন্তন্ন খেতে যাবে নাকি কত্তা?"

তাচ্ছীল্যসূচক স্বরে "দেখা যাক্" বলিয়া পতিতপাবন হুঁকায় টান দিলেন। গদাধর স্বকার্য্যে প্রস্থান করিল। পতিতপাবন তামাক টানিতে টানিতে একখানার পর একখানা কাগজের উপর চোখ বুলাইয়া যাইতে লাগিলেন।

হঠাৎ একখানা কাগজ হাতে পড়িতেই পতিতপাবনের চিন্তাগম্ভীর মুখখানা যেন একটা অব্যক্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে কাগজখানা একটা বন্ধকী কোবালা। কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের সময় নরহরি চৌধুরী এই বন্ধকী কোবালা লিখিয়া দিয়া কেনারাম সমাদ্দারের নিকট সাড়ে তিনশত টাকা লইয়াছিলেন। ছয় বৎসরে সেই সাড়ে তিনশত টাকা পাঁচশত টাকায় পরিণত হইলে মহাজন নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিতে উদ্যত হইলেন। তখন পতিতপাবনই মধ্যস্থ হইয়া মহাজনকে নালিশ হইতে বিরত করেন, এবং নরহরির তিন বিঘা নিষ্কর জমি বিক্রয় করাইয়া সেই ঋণ শোধের উপায় করিয়া দেন।

পতিতপাবন নিজ হাতে টাকাটা কেনারামকে প্রদান করিয়াছিলেন; সুতরাং বন্ধকী কাগজখানা তাঁহারই হাতে আসিয়াছিল, এবং তাহা তাঁহার কাগজপত্রের দপ্তরের মধ্যেই এত কাল অপ্রয়োজনীয় কাগজ রূপে পড়িয়াছিল। ঋণ শোধ করিয়াই নরহরি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, অপ্রয়োজনীয় বোধে কাগজখানা ফেরৎ লওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই।

এক্ষণে সেই অপ্রয়োজনীয় কাগজখানার উপর দৃষ্টিপাত করিতেই পতিতপাবনের মনে হইল, হাজার টাকা খরচ করিলেও এখন এমন একখানা প্রয়োজনীয় কাগজ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। হর্ষসমুজ্জ্বল দৃষ্টিটাকে বিস্ফারিত করিয়া পতিতপাবন কাগজটা উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। বন্ধকী কোবালার মেয়াদ বারো বৎসর। তিনি সন মাস তারিখ হিসাব করিয়া দেখিলেন, এখনো বারো বৎসর অতীত হয় নাই, তামাদি হইতে সাত মাস তেরো দিন বাকী। আরও একটা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, টাকা দেওয়া হইয়াছে, অথচ কাগজের পিঠে তাহার ওয়াশীল পড়ে নাই। এটা ভ্রমবশতঃই হইয়াছে, কিন্তু পতিতপাবন নিজেই যে কিরূপে এমন মারাত্মক ভুলটা করিয়াছিলেন, তাহাই ভাবিয়া এক্ষণে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কিন্তু ঈশ্বর যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। এমন ভুলটা হইয়াছিল বলিয়াই আজ ইহা দ্বারা পতিতপাবনের একটা মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে।

মঙ্গলময় ঈশ্বরের উদ্দেশে মনে মনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া

কাগজখানা উত্তমরূপে ভাঁজ করিতে করিতে পতিতপাবন ডাকিলেন, "গদা !"

গদাধর তখন গোশালার কার্য্য শেষ করিয়া ধূম পানের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। প্রভুর আহ্বানে সে তাঁহার সম্মুখে আসিতেই পতিতপাবন হুঁকাটা তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "সকাল সকাল কাজ সেরে নে। আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

একটু আগ্রহের সহিত গদাধর জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যেতে হবে কর্ত্তা ?"

তাহার এই অজ্ঞতায় যেন বিরক্ত হইয়া পতিতপাবন বলিলেন, "চুলোয় ! এই একটু আগে চৌধুরী বুড়ো নেমন্তন্ন ক'রে গেল না ?"

গদাধর তাহা জানিত, কিন্তু অপমান স্বীকার করিয়া কর্ত্তা সেখানে যাইবেন কি না তাহাই জানিত না। এক্ষণে প্রভুর কথায় তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া সে নিজেই যেন একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "তুমি তা হ'লে খেতে যাবে ?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "যাব না ? না গেলে লোকে মনে করবে কি ? বলবে ফলনা দত্ত মামলায় হেরেছে ব'লে সেই লজ্জায় খেতে এলো না। কেমন ঠিক কি না ?"

বলিয়া তিনি অনুকূল উত্তরের প্রত্যাশায় গদাধরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। গদাধর মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "তা বৈকি কর্ত্তা। তবে—তবে কি না—"

কথাটা শেষ না করিয়াই সে সঙ্কুচিত ভাবে মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে লাগিল।

বিরক্তিতে মুখখানা বিকৃত করিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "তবে কি আবার কি রে বেটা? মামলায় আমার হার হ'য়েছে এই তো!"

গদাধর হাঁ না কিছুই বলিল না। পতিতপাবন ওষ্ঠাধর সংযোগে তাচ্ছীল্যসূচক শব্দ করিয়া বলিলেন, "ওঃ, ভারী তো মামলা, তার আবার হার জিত! বলে—কত দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ মামলা চলে গেল, তার কাছে এই বেণেপুকুরের মামলা! হাতীর কাছে ছুঁচোর কেত্তন। মামলা বলি তো সেই গাছ-কাটার মামলাকে। সে দাঙ্গা তোর মনে আছে গদা?"

ঘাড় নাড়িয়া গদাধর উৎসাহিত কণ্ঠে বলিল, "মনে আবার নাই কত্তা? এই তো সেদিনকার কথা। লাঠির চোটে মানুষের মাথাগুলো পাকা কদ্‌বেলের মত ফটাফট্ ফাটতে লাগলো। আমি তো নিজের হাতেই কেবলা দুলের আর রেমো বাগ্দীর মাথা দু'ফাঁক ক'রে দিলুম। তারপর পুলিশের ধরপাকড়। তিন তিন মাস বোনের বাড়ী গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে রইলুম। মাঝে মাঝে তোমার সলা নিতে এসেচি, তাও রেতে রেতে। একদিন ঘুটঘুটে আঁধার, কুমকুমীর মাঠ পেরিয়ে আসচি, তোমাকে বলবো কি কত্তা, রামদীঘীর পাড়ে ঠিক ঈশেন কোণে সাঁই গাছটার পাশে—বললে না বিশ্বাস করবে, ঠিক তাল গাছের মত লম্বা, মাথাটা তিন-মণী জালার মত, দাঁতগুলো মাণিক-পাটের মুলোর মত লম্বা লম্বা—"

তাহার বর্ণনায় বাধা দিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "হাঁ, মামলা বলি, সেই সব মামলাকে। সে সব মামলা ক'রে সুখ, জিতে সুখ, হেরেও সুখ। এ সব তো ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করা। কি বলিস্?"

প্রভুর উক্তিতে সায় দিলেও গদাধর কিন্তু একটু 'কিন্তু' রাখিয়া বলিল, "তা বটে কত্তা, কিন্তু তবু এই হারের মামলায় নেমন্তন্ন খেতে যাওয়া—"

পতিতপাবন হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "দূর বেটা আহাম্মক, আমি কি শুধু নেমন্তন্ন খেয়েই আসবো? বুড়োকেও যে আবার এমনিতর খাবার নেমন্তন্ন করবো রে বোকা।"

ভিতরের ব্যাপারটা ভাল রকম না বুঝিলেও গদাধর আঁচে যেটুকু বুঝিল, তাহাতেই সে সন্তুষ্ট হইল, এবং অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল-মুখে বলিল, "তা হ'লে কিছু দোষ নাই কত্তা।"

বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে তামাক আনিতে গেল। পতিতপাবন কাগজের দপ্তর বাঁধিয়া তুলিয়া হরিনামের মালার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং হরিনামের সঙ্গে সঙ্গে দৈবপ্রাপ্ত বন্ধকী কোবালাখানা দ্বারা অচিরে যে নরহরি চৌধুরীর সর্ব্বনাশ সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন, তাহাই ভাবিয়া উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এমন একদিন ছিল, যখন সর্ব্বনাশের কথা চিন্তা করা দূরে থাক, নরহরি চৌধুরীর পায়ে কাঁটা ফুটিলে পতিতপাবন দত্ত তাহা নিজের দাঁত দিয়া তুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। তখন দুইজনে এক প্রাণ—এক আত্মা ছিলেন; লোকে বলিত, নরহরি চৌধুরীর গলায় জল ঢালিলে তাহা পতিতপাবন দত্তের গলায় গিয়া পড়ে। তখন চৌধুরীদের বৈঠকখানাই পতিতপাবনের বিশ্রামাগার, খেলার আড্ডা, আমোদ-প্রমোদের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ ছিল। সেখানে দাবা খেলিয়া, গল্প করিয়া, গান বাজনায় মাতিয়া শুধু দিনমান নয়, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কাটিয়া যাইত। রাত্রে মদ খাইয়া, ফুর্ত্তি করিয়া দুইজনে যখন গলা জড়াজড়ি করিয়া নিঃসংজ্ঞ ভাবে পড়িয়া থাকিতেন, তখন চৌধুরীদের চাকর নিধিরাম বারুই তাঁহাদের সেই অবস্থা দেখিয়া আপন মনে বলিত, "এই দু'বেটা যখন মরবে, তখনো দু'জনে গলা জড়াজড়ি ক'রে থাকবে; ম'রে ভূত হ'য়েও বোধ হয় কেউ কাউকে ছাড়বে না।"

নিধিরামের আশঙ্কা কিন্তু সত্যে পরিণত হইল না। হঠাৎ গ্রাম্য দলাদলি একটা দমকা বাতাসের মত আসিয়া পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ বন্ধুদ্বয়কে উড়াইয়া উভয়কে বিচ্ছিন্নভাবে এত

দূরে দূরে ফেলিয়া দিল যে, বন্ধুত্বের সুদৃঢ় আকর্ষণ আর তাহাদের নাগাল পাইল না; কতকগুলা ক্ষুদ্র বৃহৎ বিরোধ একে একে আসিয়া মধ্যে সরিৎসাগর ভূধরের ন্যায় ব্যবধান রূপে দণ্ডায়মান হইল।

রূপচাঁদ তাঁতীর স্ত্রী শশী স্বামীর মৃত্যুতে অনাথা হইয়াও যখন রূপ-যৌবনের অতুল সম্পদ্ লইয়া গ্রাম্য যুবকগণের লুব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল, তখন সর্ব্বাগ্রে মামলা মোকদ্দমায় ব্যস্ত পতিতপাবনের চঞ্চল দৃষ্টিটা তাহার উপর গিয়া পড়িল, এবং চঞ্চলা তটিনী যেমন সাগরবক্ষে পতিত হইয়া আপনার স্বাভাবিক চাঞ্চল্য পরিহারপূর্ব্বক স্থির ভাব অবলম্বন করে, চঞ্চল মধুকর যেমন প্রস্ফুটিত কমলে স্থান পাইলে আর সহজে উড়িয়া বেড়াইতে চায় না, পতিতপাবনের স্বভাব চঞ্চল চিত্তপতঙ্গটাও তদ্রূপ শশীর রূপ-যৌবনের ফাঁদে পা দিয়া একেবারে যেন স্থির হইয়া বসিল। তন্তুবায়-রমণীর রূপতৃষ্ণায় কাতর অন্যান্য যুবকবৃন্দ ঈর্ষান্বিত নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া শশীমুখীর সম্মুখীন হইতে কাহারও সাহসে কুলাইল না। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মুখ হইতে শিকার কাড়িয়া লওয়া বরং সহজ, কিন্তু মামলাবাজ এবং লোকের সর্ব্বনাশ সাধনে সুপটু পতিতপাবন দত্তের নিকট হইতে শশীকে ছিনাইয়া লওয়া শুধু কঠিন নয়—এক প্রকার দুঃসাধ্য কার্য্য। সে দুঃসাধ্য সাধনে কেহই অগ্রসর হইল না, কিন্তু তাহারা মনের ভিতর একটা প্রতিশোধ-স্পৃহা পোষণ করিতে লাগিল।

গ্রাম্যপল্লী বেশ্যাপল্লী নহে, এবং সেখানে বেশ্যাপল্লীর ন্যায় অবাধ ব্যভিচার কেহই সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই কথায় বার্তায় লোকের এই অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। পতিতপাবন কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। পরিশেষে নরহরি একদিন তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। উন্মত্তপ্রায় পতিতপাবন তদীয় অনুরোধ হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তখন নরহরি ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "ভায়া, বয়স তো চারের কোটা পার হ'তে যায়, এখন কি ও সব আর ভাল লাগে?"

পতিতপাবন উত্তর দিলেন, "যার ভাল না লাগে তার পক্ষে ভাল না হ'তে পারে, আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগে।"

নরহরি বলিলেন, "ভাল লাগে তো বিয়ে কর, বুড়ো বয়সে একটা তাঁতীর মেয়ে নিয়ে ঢলাঢলি করো না।"

পতিতপাবন বলিলেন, "তোমার চাইতে আমি এখনো ঢের যুবো আছি দাদা।"

নরহরি রাগতভাবে বলিলেন, "তাই ব'লে গাঁয়ের বুকের ওপর ব'সে এমন স্বেচ্ছাচার করলে চলবে না।"

পতিতপাবন সদর্পে বলিলেন, "করলে বাধা দেয় কোন বেটা?"

উষ্ণভাবে নরহরি বলিলেন, "আর কেউ না পারে, আমি বাধা দেব।"

পতিতপাবন উপহাসের হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "পতিতপাবন দত্ত বেঁচে থাকতে নয়।"

নরহরি বলিলেন, "আচ্ছা, শশীকে গাঁ হইতে যদি তাড়াতে না পারি, তবে আমার নাম নরহরি চৌধুরী নয়।"

বন্ধুত্বের নির্ম্মল আকাশে একটু কালো মেঘ উঠিল, এবং দিনে দিনে সেই মেঘটা জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল।

পরিশেষে একদিন গভীর রাত্রে শশীর ঘরের দরজায় চাবী লাগাইয়া কে ঘরে আগুন ধরাইয়া দিল। ঘরখানা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া অন্ধকার পল্লীকে আলোকিত ও চমকিত করিল। পতিতপাবন তখন শশীর ঘরে বা নিজের ঘরে ছিলেন না। পর-দিবস একটা মোকদ্দমার দিন ছিল; তিনি খানিক রাত্রে শশীর ঘর হইতে উঠিয়া আসিয়া গদাকে সঙ্গে লইয়া মহকুমায় চলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং প্রজ্বলিত গৃহ হইতে বাহিরে আসিবার উপায় না পাইয়া শশী একাই ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, অগ্নির গভীর গর্জ্জনকে পরাভূত করিয়া তাহার সকরুণ আর্ত্তনাদ জাগ্রত পল্লীর পথে ঘাটে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু দুশ্চরিত্রার সে আর্ত্ত চীৎকার কাহারও মর্ম্ম স্পর্শ করিল না, সকলেই দূরে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতে লাগিল। তাহাদের এই নিশ্চেষ্টতায় অগ্নি যেন দ্বিগুণ উৎসাহে নৃত্য করিয়া গৃহের সহিত শশীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।

এমন সময় কে একজন শশীকে সেই বহ্নিরাশির কবল হইতে উদ্ধারের জন্য ছুটিয়া আসিল এবং লাথী মারিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া

আসন্ন মৃত্যু হইতে শশীকে রক্ষা করিল। আর কেহ তাহাকে না চিনিলেও শশী কিন্তু চিনিল, সেই রক্ষাকর্ত্তা নরহরি চৌধুরী।

পরদিন মহকুমা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পতিতপাবন যখন এই সংবাদ শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি রোষে ক্ষোভে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নরহরি নিজের হাতে না করুক, তাহার পরামর্শেই যে এমন ভয়ানক কাজ হইয়াছে সে বিষয়ে পতিতপাবনের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। ঐ লোকটা ছাড়া আর কাহার এত সাহস আছে যে, জলে বাস করিয়া কুম্ভীরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে? সেই দিন হইতে পতিতপাবন শশীকে নিজের গৃহেই স্থান দিলেন এবং নরহরির বিরুদ্ধে একটা তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করিতে থাকিলেন।

এক সামাজিক বাধা ছাড়া শশীকে গৃহে স্থান দিবার পক্ষে আর কোন বাধাই ছিল না। স্ত্রী বহুদিন পূর্ব্বেই গৃহ শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। মামলা মোকদ্দমায় ব্যস্ত থাকায় পতিতপাবন গৃহের সে শূন্যতাকে পূর্ণ করিবার অবসর পান নাই। নরহরি দুই একবার তাড়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজ শূন্য গৃহের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া পতিতপাবন তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন, এবং বিধবা ভাগিনেয়ী ভবরাণীর উপর সংসারের ভার অর্পণপূর্ব্বক মামলা মোকদ্দমার কাগজপত্র দ্বারা মনের শূন্যতাকে পূর্ণ করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং শশী বিনা বাধায় তাঁহার গৃহে স্থান লাভ করিল। ভবরাণী আপনার অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া নীরব রহিল।

পাঁচজনে কিন্তু তাহার মত চুপ করিয়া থাকিল না, এবং বিবাদ বিসংবাদের ভয়ে সমাজের বুকের উপর এমন একটা অত্যাচার সহিয়া থাকিতে প্রস্তুত হইল না। শশীকে স্বগৃহে স্থান দিবার মাস দুই পরেই রতন ঘোষের পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত হইল, এবং সেই শ্রাদ্ধে পতিতপাবনকে বাদ দিয়া সকলে কার্য্য সম্পন্ন করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন। সে সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাত হইয়াও পতিতপাবন স্বীয় সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না; বরং তাঁহার জেদ আরও বাড়িয়া গেল। নরহরি উপযাচক হইয়া আসিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, এবং ভ্রষ্টা রমণীকে পরিত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পতিতপাবন কিন্তু তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। নরহরি তখন পরামর্শ দিলেন, "যদি ওটাকে একান্ত ত্যাগ কত্তেই না পার, তবে নিজের বাড়ীতে না রেখে ওকে একটা আলাদা ঘর বেঁধে দাও।"

পতিতপাবন তাহাতেও সম্মত হইলেন না, অধিকন্তু তিনি সমাজের উদ্দেশে কতকগুলা কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া নরহরিকে জানাইয়া দিলেন, তিনি কিছুতেই শশীকে ত্যাগ করিবেন না, তাহাতে সমাজ যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, তাহাতে পতিতপাবন দত্ত কিছুমাত্র ক্ষতিবোধ করে না। রতন ঘোষের বাড়ীতে পাত পাড়িবার জন্য তাঁহার একটুও আগ্রহ নাই, এবং যাহারা আসিয়া তাঁহাকে সেরূপ অনুরোধ করে, তিনি তাহাদের মুখে— ইত্যাদি।

বন্ধুবের অনুরোধে নরহরি এতদিন সকল সহ্য করিয়া

আসিতেছিলেন, কিন্তু এবার তাঁহার সহিষ্ণুতা সীমা অতিক্রম করিল। তিনি এবার পতিতপাবনকে সমাজচ্যুত করিবার পক্ষে অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইলেন এবং গ্রামে তাঁহার ধোপা নাপিত হুঁকা পর্য্যন্ত বন্ধ করিবার উপক্রম করিলেন। পতিতপাবনও নিতান্ত নিঃসহায় ছিলেন না, তাঁহার পক্ষেও অনেক লোক ছিল। তাহাদিগকে লইয়া তিনি একটা দল বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং নরহরি চৌধুরী, অদ্বৈত ঘোষ, দামোদর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কয়েকজনকে আসামী করিয়া মানহানির নালিশ রুজু করিলেন। মামলা যদিও শেষ পর্য্যন্ত টিকিল না, তথাপি আসামী শ্রেণীভুক্ত ভদ্রলোকদিগকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। তাহার ফলে কেহ কেহ ন্যায় অন্যায়ের বিচার ছাড়িয়া পতিতপাবনের শরণাপন্ন হইল। নরহরি কিন্তু এত বড় একটা অন্যায়ের নিকট কিছুতেই মাথা নীচু করিলেন না। সুতরাং উভয় বন্ধুর মধ্যে মনোমালিন্য ক্রমেই প্রবল হইয়া নিত্য নূতন বিবাদ বিসংবাদ ও মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি করিতে লাগিল।

এদিকে যাহার জন্য এত কাণ্ড, সেই শশীমুখীকে এক দিন রাস্তায় গুপী মণ্ডলের সহিত হাস্যালাপ করিতে দেখিয়া পতিতপাবন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ পদাঘাত করিয়া তাহাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। শশীমুখী তাঁহার ও তদীয় পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে গালি বর্ষণ করিতে করিতে গুপী মণ্ডলের সহিত কলিকাতা যাত্রা করিল। মাসকতক পরে জীর্ণ শীর্ণ দেহ লইয়া গুপী ঘরে

ফিরিয়া আসিল; শশী কিন্তু আর কখনও পাঁচুগঞ্জে পদার্পণ করে নাই।

কালে মানুষ পুত্রশোক বিস্মৃত হয়, পতিতপাবনের অপরাধ কোন্ ছার। শশীর অন্তর্ধানের সঙ্গে লোকে পতিতপাবনের দোষ একটু একটু করিয়া বিস্মৃত হইতে লাগিল, এবং বছর খানেকের মধ্যেই সব ভুলিয়া পুনরায় তাঁহাকে নির্ব্বিবাদে সমাজে গ্রহণ করিল। সব মিটিয়া গেল, মিটিল না শুধু বন্ধুযুগলের মনোমালিন্য। ধূমকেতুটা ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর কক্ষপথের সম্মুখে সহসা আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীতে একটা বিপ্লব ঘটাইয়া দিন কতক পরেই অদৃশ্য হইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার আবির্ভাবে প্রাকৃতিক বিপ্লবে পৃথিবীর যে ক্ষতি হয়, বহু শত বৎসরেও সে ক্ষতির পূরণ হয় না। তেমনই অকস্মাৎ শশীর আবির্ভাবে যে সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইল, তাহার তিরোভাবে সে বিপ্লব শান্ত হইয়া গেল বটে, কিন্তু তাহাতে নরহরি ও পতিতপাবনের যে ক্ষতি হইল, পাঁচ বৎসরেও সে ক্ষতির আর পূরণ হইল না। সামাজিক হিসাবে না হইলেও ব্যক্তিগত ভাবে উভয়ের মধ্যে রীতিমত যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

পতিতপাবনের একটা বড় জমির পাশে নরহরির একটা ছোট নিষ্কর জমি ছিল। পতিতপাবন সেটাকে আপনার বড় জমির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া, ক্ষুদ্র বস্তু যে বৃহৎ বস্তুর সম্মুখীন হইলে বৃহতের প্রবল আকর্ষণে আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে না এই বিজ্ঞানসম্মত নীতির উদাহরণ প্রদর্শন করিতে যত্নবান্

হইলেন। নরহরি কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুক্তির অনুসরণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলেন না ; তিনি, ক্ষুদ্র চিরকাল ক্ষুদ্রই থাকিবে, বৃহতের সহিত কোন দিনই তাহার সর্ব্বাঙ্গীন সম্মিলন সংঘটিত হইবে না এই অবৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক পরিবর্ত্তনশীল জগতে রক্ষণশীলতার মাহাত্ম্যরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। সুতরাং সেই ছোট জমিটুকু লইয়া যে গোল বাধিল, তাহাতে মারামারি ও রক্তপাত হইল, ফৌজদারী ও দেওয়ানী দুই রকমের দুইটা মোকদ্দমা বাধিল। ফৌজদারীতে পতিতপাবনের জয় হইল, দেওয়ানীতে নরহরি জয়ী হইলেন। উভয় পক্ষেরই সেই জমিটুকুর যাহা মূল্য তাহার দশ গুণ অর্থ ব্যয়িত হইয়া গেল।

কিন্তু এই অপব্যয়েও কাহারও চৈতন্য হইল না বা এই খানেই বিবাদের অভিনয়ে যবনিকা পড়িল না। পতিতপাবন এই অপ্রীতিকর অভিনয়ে যবনিকাপাত করিয়া অন্য একটা প্রীতিপ্রদ অভিনয় করিতে একবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নরহরি এবার বাঁকিয়া বসিলেন। সুতরাং পতিতপাবনকে পুনরায় নবোদ্যমে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পতিতপাবন সেদিন আহারান্তে খাজনা সাধিবার জন্ত বেণাপুরে দামু মালিকের ঘরে গিয়াছিলেন। তিনি যখন উপস্থিত হইলেন, তখনও দামু মাঠ হইতে ফিরে নাই। দামুর স্ত্রী মাথায় কাপড় টানিয়া ছোট চালাটীতে একখানা চাটাই পাতিয়া দিল। পতিতপাবন তাহাতে বসিয়া দামুর জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই দামু ক্লান্তদেহে ঘর্ম্মাক্তশরীরে মাঠ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল এবং দত্তমশায়কে দেখিয়া ব্যস্তসমস্তভাবে কলাপাতার নল প্রস্তুত করিয়া তামাক সাজিয়া দিল। এইরূপে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া দামু বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। পতিত-পাবন কলাপাতার নলে মুখ রাখিয়া তামাক টানিতে টানিতে দামুর দুঃখের সংসারের সরস পার্হস্থ্য চিত্র সকৌতুক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

দামু উপস্থিত হইতেই তাহার স্ত্রী ব্যস্ততার সহিত আসিয়া একটা মাদুর পাতিয়া দিল এবং জলের ঘটী ও গামছা আগাইয়া দিয়া পাখা লইয়া ঘর্ম্মাক্ত স্বামীকে বাতাস করিতে লাগিল। দামু তাহার হাত হইতে পাখাখানা লইবার জন্ত হস্তপ্রসারণ করিতেই বৌটা একটু হাসিয়া পাখা সরাইয়া লইল, এবং একটু

সরিয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে খুব জোরে জোরে বাতাস করিতে থাকিল। তাহার সেই কালো মুখের হাসিটুকুর মধ্যে দামু এমন কি সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইল বলা যায় না, কিন্তু সে তৃষিত নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া নিজেও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

এমন সময় দুই তিনটা কালো কালো ছেলে সর্ব্বাঙ্গে ধূলা কাদা মাখিয়া সেখানে ছুটিয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে একজন দামুর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, একজন দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া পিঠের দিকে ঝুলিতে লাগিল। তৃতীয়টী—সেইটীই সর্ব্বাপেক্ষা বড়—পাশে দাঁড়াইয়া দামুর একখানা হাত ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। পরিশ্রান্ত স্বামীকে এইরূপে বিরক্ত করায় দামুর স্ত্রী ছেলেগুলাকে ধমক দিয়া সরিয়া যাইতে বলিল, দামু কিন্তু একটুও বিরক্তি প্রকাশ করিল না; সে হাসিতে হাসিতে স্ত্রীকে শান্ত হইতে বলিয়া কোলের ছেলেটাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল। মাতার গর্জ্জনে ছেলেগুলা একটু দমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাপের আদর পাইয়া তাহারা মাতার দিকে উপহাসপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপপূর্ব্বক দ্বিগুণ উৎসাহে পিতার ক্রোড়দেশ অধিকারের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের সেই উল্লাসপূর্ণ চীৎকারে হাস্যে মধ্যাহ্ন-কিরণদগ্ধ ক্ষুদ্র কুটীরটা যেন স্নিগ্ধ শান্তির ছায়ায় মনোরম হইয়া উঠিল। পতিতপাবন সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে স্নেহ ও ভালবাসার এই মধুর অভিনয় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। খাজনার কথা, দেনা

পাওনার কথা, মামলা মোকদ্দমার কথা, সব কথাই যেন কিছুক্ষণের জন্য তিনি বিস্মৃত হইলেন।

আহা, কি সুখী এই দামু মালিক! ইহার অর্থ নাই, সম্মান নাই, খ্যাতি নাই, দুই বেলা পেট পুরিয়া খাইবার সংস্থানও নাই; কত শত অভাব আসিয়া ইহার ঐ ক্ষুদ্র কুটীরখানাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, এক মুঠা ভাতের জন্য রৌদ্রবৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া উহাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হয়। কিন্তু এত অভাব, এত কষ্টের মধ্যেও নিত্য অভাবে জর্জ্জরিত এই ক্ষুদ্র ভগ্ন কুটীরটীর মধ্যে উহার জন্য কি অপার্থিব সুখ—কি অনাবিল শান্তিই সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে! আমরা তুচ্ছ ধনের অভিমান—উচ্চপদের অহঙ্কার লইয়া দামু মালিককে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতে পারি, কিন্তু এই দারিদ্র্যের অন্তরালে উহার ধূলা-কাদামাখা বুকখানা যে শান্তি-সুখে ভরিয়া রহিয়াছে, তাহা আমাদের শুধু লোভনীয় নহে—দুষ্প্রাপ্য। এত অভাব, এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও দামুর জীবনটা কি সুখময়—কি শান্তিময়!

দামু সেদিন খাজনা দিতে পারিল না, কয়েকদিন পরে দিবার করার করিল। পতিতপাবনও কড়া তাগাদা না করিয়া চিন্তিত মনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই দামু মালিকের জীবনের পাশে নিজের জীবনটাকে দাঁড় করাইলে উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ দেখা যায়। যেন উদ্যানের পাশে ঊষর ভূমি, আলোকের পাশে অন্ধকার, সুখের পাশে দুঃখ, সজীবের পাশে নির্জ্জীবতা। উঃ, সত্যই তিনি আপনার

জীবনটাকে কি নিৰ্জ্জীবতার রাজ্যে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন, স্নেহ মমতা, প্রেম প্রীতি—এ সকল কোমল পথ ত্যাগ করিয়া কি ভীষণ মরুভূমির উপর দিয়া তিনি চলিয়াছেন। স্নেহ তাঁহাকে দেখিলে দূরে পলায়ন করে, ভালবাসা তাঁহাকে দেখিলে ভয় পায়, সংসারে শান্তি বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে, সেটা এখন যেন স্বপ্নেরও অগোচর। কেন তিনি অশান্তির কঙ্করময় পথে আসিয়া জীবনটাকে মরুভূমির মত ভীষণ করিলেন? এ সকল কথা আর কয় বছর আগে বুঝিলেন না কেন? এখন কুম্ভকর্ণের এই অকাল-জাগরণ শুধু মৃত্যুর জন্য।

আক্ষেপে অনুতাপে পতিতপাবনের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিল। তিনি তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া চারিদিকে সশঙ্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। না না, এই মাঠটাও তাঁহারই জীবনের মত জনশূন্য; এখানে তাঁহার চোখের জল দেখিতে কেহই নাই। ক্ষিপ্রপদে মাঠ পার হইয়া পতিতপাবন গ্রামে প্রবেশ করিলেন।

নরহরির বাড়ীর পাশ দিয়াই রাস্তা। যাইতে যাইতে হঠাৎ রাস্তা হইতে অল্প দূরে একটা হেলিয়া পড়া জামগাছের কাছে, গাছের গায়ে কনুয়ের ভর দিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া একটী বালিকাকে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে দেখিলেন। কে এ বালিকা? নরহরির নাতনি গৌরী নয়? গৌরী এত বড় হইয়াছে? হইবে বৈ কি, প্রায় চার পাঁচ বৎসর তো উহাকে দেখেন নাই। যখন দেখিয়াছিলেন, তখন গৌরী আট নয় বৎসরের বালিকা ছিল

মাত্র। তখন সে তাঁহার কোলে পিঠে উঠিয়া কত আবদার অভিমান করিত, নিজের খেলা ঘরে বসাইয়া কত ইট মাটী শাক পাতার অন্নব্যঞ্জন রাঁধিয়া তাঁহাকে খাইতে দিত, খাইবার ভাণ না করিলে কত ধমক দিত, অভিমান করিত, দাদামশায়ের কাছে গিয়া অনুযোগ করিতে থাকিত। নরহরি তাহার সহিত পতিতপাবনের বিবাহ দিবেন বলিয়া কত কৌতুক করিতেন, এবং ভাবী গৃহিণীর প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন না খাওয়ার জন্য পতিতপাবনকে তিরস্কার করিতে থাকিতেন। রাগে মাথা নাড়িয়া গৌরী বলিত, "আমি কক্ষণো বিয়ে করবো না, ও আমার ভাত খায় না।" আজ না খাইলেও পাঁচ দিন পরে পতিতপাবন যে তাহা অমৃতবোধে উদরসাৎ করিবে, হাসিতে হাসিতে নরহরি তাহাকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া তাহার ক্রোধ-ভঞ্জন করিতেন। পতিতপাবন নিজেও নরহরির সমক্ষেই নানাবিধ অনুনয় বিনয় দ্বারা ভাবী গৃহিণীর মানভঞ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। গৌরীও কল্পিত স্বামীর অনুনয়ে বিনয়ে বাধ্য হইয়া ক্রোধ পরিহারপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে পক্ক কেশের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইত।

আজ সেই গৌরীকে কৈশোরের দ্বারে সমুপস্থিত দেখিয়া পতিতপাবন থমকিয়া দাঁড়াইলেন, এবং এক পা এক পা করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। গৌরীও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, দেখিয়া যেন একটু সঙ্কুচিতভাবে মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া স্থির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পতিতপাবন তাহা বুঝিতে পারিয়া ধীর গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, "গৌরি!"

গৌরী তাঁহার মুখের উপর সলজ্জ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল। পতিতপাবন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমাকে চিন্‌তে পারিস্ গৌরী ?"

গৌরী মৃদু হাসিল, এবং ঘাড় দোলাইয়া সে যে তাঁহাকে বেশ চিনিতে পারিয়াছে ইহাই জ্ঞাপন করিল। পতিতপাবন তাহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদ্‌ছিলি না ?"

লজ্জিতভাবে গৌরী তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া মুখখানা মুছিয়া ফেলিল। পতিতপাবন সহাস্যে বলিলেন, "মুখ মুছলেও কান্নাটা তো মুছতে পারবি না; তোর চোখের ভিতর এখনও জল টল্ টল্ কচ্চে।"

গৌরী ঠোঁট ফুলাইয়া তাঁহার দিকে সরোষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। পতিতপাবন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কাঁদছিলি কেন ? মা মেরেছে বুঝি ?"

নতমস্তকে লজ্জাজড়িত কণ্ঠে গৌরী উত্তর করিল, "না,—বকেছে।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "তা তো বকবেই, চিরকাল বাপের বাড়ীতে থাকলে কি আদর থাকে ? তা বকুনি খেয়ে গাছতলায় এসে কাঁদছিস্ কেন, আমার ঘরে চলে গেলেই তো পারতিস্ ?"

বলিয়া তিনি গৌরীর মুখের উপর হাস্যস্ফুরিত দৃষ্টি স্থাপন করিলেন। গৌরী একটু চঞ্চলভাবে গায়ের কাপড়টা ঠিক করিয়া

লইতে লাগিল। পতিতপাবন বলিলেন, "ওঃ, পুরাণো বরকে দেখে এখন আবার তোর লজ্জা হয়?"

পতিতপাবন হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। লজ্জারক্ত মুখে তর্জ্জন করিয়া গৌরী বলিল, "যাও!"

পতিতপাবন স্বরে যেন একটু অভিমানের গাঢ়তা আনিয়া বলিলেন, "এই তো আজ পাঁচ বচ্ছর চ'লে গিয়েছিলাম গৌরী, আবার যাব?"

নতমুখেই গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, "এতদিন এস না কেন?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "এতদিন—এতদিন আসবার উপায় থাকে নি।"

গৌরী নীরবে দাঁড়াইয়া নখ দিয়া গাছটা খুঁটিতে লাগিল। পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনো তুই ইটের চচ্চড়ি, কাঁদার পায়েস রান্না করিস্?"

লজ্জার হাসি হাসিয়া গৌরী বলিল, "এখন আর আমি ধুলো খেলা করি না।"

উচ্চ হাসি হাসিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "ওঃ, তুই যে এখন বড় হ'য়েছিস্। ভালই হ'য়েছে; এখন চল্ তুই আমার ঘরে,—আমাকে সত্যিকার ভাত, সত্যিকার চচ্চড়ি রেঁধে দিবি। যাবি?"

তাহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই পতিতপাবন যেন তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া যাইবার জন্য তাহার হাত ধরিতে উদ্যত হইল। গৌরী তাড়াতাড়ি হাতটা সরাইয়া লইয়া অভিমান গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "আমি যাব না।"

"তা আমার ঘরে না যাস্ দাদামশায়ের ঘরেই চল্" বলিয়া পতিতপাবন তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এ কি, যে কোলে পিঠে মানুষ হইয়াছে, তাহার হস্ত স্পর্শ করিতে হাতখানা কাঁপিয়া উঠে কেন? বুকের ভিতর এমন একটা অস্বাভাবিক শিহরণ অনুভব হয় কেন? কম্পিত হস্তে গৌরীর হাত ধরিয়া পতিতপাবন অগ্রসর হইলেন, গৌরী নতবদনে তাঁহার অনুসরণ করিল।

বাড়ীর কাছাকাছি গিয়া পতিতপাবন গৌরীর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "তুই এবার যা গৌরী।"

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আসবে না?"

"আজ আর নয়।"

"কবে আসবে?"

"কাল পরশুর মধ্যে একবার আসবো।"

স্থির প্রফুল্ল নেত্রে পতিতপাবনের মুখের দিকে চাহিয়া গৌরী একটু আগ্রহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "ঠিক আসবে তো?"

"আসবো" বলিয়াই পতিতপাবন অস্থির পদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। খানিক গিয়া একবার পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন; দেখিলেন, গৌরী তখনও তাঁহার উৎসুক নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাঁহাকে ফিরিয়া চাহিতে দেখিয়া গৌরী তাড়াতাড়ি ফিরিয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। পতিতপাবনও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে নিজের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পতিতপাবন দেখিলেন, কেনারাম সমাদ্দারের ছেলে রঘুরাম সমাদ্দার তাঁহার অপেক্ষায় বৈঠকখানায় বসিয়া রহিয়াছে। পতিতপাবনকে দেখিয়াই রঘুরাম বলিয়া উঠিল, "এই যে দত্তমশায়! আমি বুঝেছেন কি না, ঘণ্টা দুই ব'সে আছি, তবু বুঝেছেন কি না আপনার ফেরবার নামটী নাই। আসচে সাতুই,—বুঝেচেন কি না, বোদে কয়ালের মামলার দিন পড়েছে, তা বুঝেছেন কি না—"

বুঝিবার জন্য এতগুলা অনুরোধের ভিতর দিয়া তাহার বক্তব্যটা বুঝিতে পারিলেও পতিতপাবন তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না; যেন কিছুই শুনিতে পান নাই এমন ভাবে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। রঘুরাম বসিয়া তাঁহার বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতে করিতে স্বীয় প্রয়োজনটা দত্তমশায়কে কিরূপে বুঝাইয়া দিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

পতিতপাবন বাড়ী ঢুকিয়াই ডাকিলেন, "ভবি!"

উত্তর না পাইয়া পুনরায় উচ্চ ক্রোধবিকৃত কণ্ঠে ডাকিলেন, "ভবি, ও আবাগের বেটি!"

তথাপি কোন উত্তর আসিল না দেখিয়া তিনি চঞ্চল নেত্রে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কয়টা ঘরেই চাবী। দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আহারান্তে ভুক্ত অন্নব্যঞ্জনরাশি পরিপাক করিবার উদ্দেশ্যে আবাগের বেটী হয় চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীতে, নয়, নবে মিত্তিরের বাড়ীতে মেয়ে মজলিসে যোগ দিতে গিয়াছে। রোষপূর্ণ ভ্রূকুটীতে পতিতপাবনের মুখ-

খানা বিকৃত হইয়া আসিল ;—তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাড়ীতে আসিয়াও একটু জল পাইবার উপায় নাই দেখিয়া তাঁহার ক্রোধ ও বিরক্তির সীমা রহিল না। ওঃ, ইহাকেই বলে—গৃহিণীশূন্য গৃহ আর জলশূন্য নদী। পতিতপাবন রোষে ক্ষোভে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ঘরের দাবার উপর বসিয়া পড়িলেন।

রান্নাঘরের দরজায় চাবী ছিল না, শুধু শিকলটা তুলিয়া দেওয়া ছিল। রান্নাঘরেও তো জল থাকিতে পারে? তৃষ্ণার তাড়নায় অধীর হইয়া পতিতপাবন উঠিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু আধখানা উঠান পার হইয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। এমন তৃষ্ণার সময় নিজের ঘরে আপনাকে জল খুঁজিয়া খাইতে হইবে! যাহার পিপাসায় একটু জল দিবার লোক নাই, তাহার আবার এত পিপাসা কেন? পিপাসা অসহ্য বোধ হয়, পুকুর তো আছে! এমন ঘরের জল অপেক্ষা পুকুর ঘাটের জল যে অনেক ভাল! পতিতপাবন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং দাঁতে দাঁত চাপিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

তাহাকে দেখিয়া রঘুরাম বলিয়া উঠিল, "উকীল বুঝেছেন কি না খুব ভালই দিয়েছি—বিপিন মুখুজ্যে বুঝেছেন কি না ওখানকার সেরা উকীল। এখন সাক্ষী জনকতক বুঝেছেন কি না চাই তো? তা আপনি বুঝেছেন কি না—"

দাঁত মুখ খিঁচাইয়া পতিতপাবন বলিলেন, "আমি ও সব কিছু জানি না।"

মোকদ্দমার কথা বা সাক্ষীসাবুদের কথা পতিতপাবন দত্ত জানে না। এমন কথাটা স্বয়ং সিদ্ধেশ্বরী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে আসিয়া বলিলেও রঘুরাম তাহাতে বিশ্বাস করিত কি না সন্দেহ, সুতরাং দত্তমশায়ের কথায় সে যেন অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া হতবুদ্ধির মত তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। পতিতপাবন তখন অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "এখন যাও, আর এক সময় এস।"

রক্ষা কর মা সিদ্ধেশ্বরী! তাহা হইলে দত্তমশায় এখনকার মত কিছু জানেন না, পরে সব জানিবেন! আশ্বস্তভাবে রঘুরাম উঠিয়া আর এক সময়ে আসিয়া সমস্ত বুঝাইয়া দিবে বলিয়া প্রস্থান করিল। পতিতপাবন কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে বৈঠকখানায় এ-মাথা ও-মাথা পদচারণা করিয়া জুতা চাদর ফেলিয়া বসিয়া পড়িলেন। অদূরে বেগুন গাছের গোড়া কোপাইতে কোপাইতে গদা আপন মনে অনুচ্চ কণ্ঠে গাহিতেছিল—

ওরে পাগল মন!
হেলায় তুমি হারিয়ে দিলে অমূল্য রতন।

নাঃ, আর ভাল লাগে না। এতদিন হেলায় হারাইয়াছে বটে, কিন্তু যাহা হারাইয়াছে, এখন কি আর তাহা খুঁজিয়া লইতে পারিবে না? চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি? পতিতপাবন ডাকিলেন, "গদা!"

গদাধর আসিয়া তামাক সাজিতে বসিল। পতিতপাবন বলিলেন, "আচ্ছা গদা, আমি যদি বিয়ে করি?"

সহর্ষে গদাধর বলিয়া উঠিল, "তা হ'লে বেশ হয় কত্তা, ছেলে পিলে নিয়ে সংসারী হও।"

ঈষৎ হাসিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "এখন কি সংসারী নই, বনে আছি ?"

গদাধর বিষণ্ণভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল, "ধত্তে গেলে বল এক রকম বৈকি কত্তা। আমার যখন প্রথম পক্ষের বৌটা মারা গেল, তখন মনে হ'লো ঘরের সাঁজের পিদ্দীমটা নিবে গিয়েছে। এক দণ্ড ঘরের তলায় তিষ্ঠুতে পাত্তাম না। তারপর —"

পতিতপাবন বলিলেন, "কিন্তু আমার কি আর সময় আছে রে গদা ?"

"ঢের সময় আছে কত্তা, ঢের সময় আছে। কত লোক তোমার চাইতে পাঁচ সাত গণ্ডা বেশী বয়েসে বিয়ে কচ্চে, তাদের কাছে তুমি তো ছেলেমানুষ কত্তা।"

হুঁকাটা আগাইয়া দিয়া গম্ভীর ভাবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। পতিতপাবন হুঁকা লইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কচি খোঁকা !"

বলিয়া তিনি হুঁকায় মৃদুমন্দ টান দিতে লাগিলেন।

পরদিন অপরাহ্নে তিনি ধীরে ধীরে যখন নরহরি চৌধুরীর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন, নরহরি তখন কম্বল পাতিয়া সম্মুখে চৈতন্যচরিতামৃত রাখিয়া তাহা পাঠ করিতেছিলেন। সহসা পতিতপাবনকে উপস্থিত দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত তাহার

মুখের দিকে চাহিলেন। পতিতপাবন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "অনেক দিনের পরে আজ এসেছি দাদা।"

"এস ভায়া" বলিয়া নরহরি গুটান কম্বলটা পাতিয়া দিলেন। পতিতপাবন তাহাতে উপবেশন করিয়া নরহরির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পড়া হচ্চে?"

নরহরি পুঁথি হইতে মুখ না তুলিয়াই উত্তর করিলেন, "চৈতন্যচরিতামৃত।"

ঈষৎ হাসিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "একেবারে বৈষ্ণব হ'য়ে পড়লে যে।"

চিহ্ন দিয়া পুঁথি মুড়িয়া নরহরি বলিলেন "পুঁথি পড়লেই যদি বৈষ্ণব হ'তো, তা হ'লে পয়সায় দশটা বৈষ্ণব পাওয়া যেতো।"

বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন। পতিতপাবন বলিলেন, "আসল বৈষ্ণব না হোক, নকলও তো হ'তে পারে।"

নরহরি বলিলেন, "নকলের বয়স আর নাই ভায়া, এখন আসল ঠিকানায় যাবার সময় এগিয়ে আসছে; এ সময়ে আর নকলনবিশী চলবে না।"

পতিত। তুমি দেখছি শীগ্‌গীর কণ্ঠি নেবে।

নর। সেটা বোধ হয় কাজে কর্ত্তব্যেই নিতে হবে।

পতিত। স্বচ্ছন্দে নাও, আমি কিন্তু এই বয়সে আবার বিয়ে কর্‌বো মনে কচ্চি।

তাঁহার মুখের উপর বিস্ময়-চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নরহরি বলিলেন, "বিয়ে! মন্দ কি?"

ঈষৎ হাসিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "মন্দ না হ'লেও খুব ভালও বল্‌তে পারা যায় না।"

বলিয়া তিনি নরহরির মুখের দিকে আবার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে হর্ষ বা বিষণ্ণতার কোন চিহ্নই দেখিতে না পাইয়া একটু বিমর্ষ ভাবে বলিলেন, "বাস্তবিক, এ বয়সে বিয়ে করা কি খুব প্রশংসার কাজ ?"

মৃদু হাস্যসহকারে নরহরি বলিলেন, "নিন্দার কাজই বা এমন কি ? বিয়েই বল আর যাই বল ভায়া, সকলই প্রবৃত্তি নিয়ে কথা। তোমার যখন বিবাহে প্রবৃত্তি হ'য়েছে, তখন তোমার পক্ষে বিয়ে করাই ভাল।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "তা হ'লে দেখছি তোমার এতে মত আছে।"

গম্ভীরমুখে নরহরি বলিলেন, "অমতের তো কিছু দেখতে পাই না।"

পতিতপাবন নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ের সব ঠিক হ'য়েছে ?"

পতিত। ঠিক এক রকম বৈকি।

নর। মেয়ে ?

পতিত। মেয়ে দেখাই আছে।

নর। তবে বিলম্ব কিসের ?

পতিত। শুধু মেয়ের অভিভাবকের মত পেতেই যা দেরী।

নর। মত এখনও নাওনি কেন ?

পতিত। তাই নিতেই আজ এসেছি।

নরহরি চমকিত ভাবে পতিতপাবনের মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করিলেন। সে দৃষ্টিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া পতিতপাবন সহাস্যে বলিলেন, "এখন তোমার মত পাওয়া গেলেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়।"

পতিতপাবনের কথায় বার্ত্তায় বা ভাব ভঙ্গীতে কৌতুকের কোন কিছুই দেখিতে না পাইয়া নরহরি শুধু বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন না, তীব্র ক্রোধে ক্ষোভে অন্তরে যেন ফুলিয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহার এই বিস্ময়বিমূঢ় ভাব দেখিয়া পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করিলেন, "অবাক্ হ'য়ে চেয়ে দেখচো কি?"

রোষগম্ভীর কণ্ঠে নরহরি বলিলেন, "দেখছি, তুমি পাগল হ'য়েছ কি না।"

পতিত। পাগলের লক্ষণ কিছু দেখছো কি?

নর। অনেকটা।

পতিত। কিসে দেখলে?

নর। তোমার দুরাশায়।

পতিত। আমার দুরাশা কোন্‌টা? বিয়ের আশা?

নর। না, গৌরীকে পাবার আশা।

পতিত। আমার সঙ্গে কি গৌরীর বিয়ে হ'তে পারে না?

নর। কক্ষণো না।

পতিত। কিন্তু এই একটু আগেই তুমি বলেছ, আমার বিয়ে করা মন্দ কাজ নয়।

নর। তাই ব'লে গৌরীকে তোমার মত বুড়োর হাতে দিতে পারি না।

পতিত। তুমি যদি নিজের নাতনীকে দিতে না পার, তবে অপরে এই বুড়োর হাতে মেয়ে দেবে কেন?

বিরক্তিসূচক ভ্রূভঙ্গী করিয়া নরহরি বলিলেন, "অপরের কথা অপরে জানে, আমি আমার নিজের কথাই জানি।"

ম্লান হাসি হাসিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "কিন্তু নিজের কথা ঠিক জান না। নিজের অবস্থা নিজে জানলে কখন এমন কথা বলতে পারতে না।"

রোষগম্ভীর স্বরে নরহরি বলিলেন, "হুঁ।"

শ্লেষতীব্রকণ্ঠে পতিতপাবন বলিলেন, "তুমি কি মনে কর, তোমার এমন অবস্থা যে, নাতনীকে কোন রাজপুত্রের হাতে দিতে পারবে?"

কঠোর ভ্রূকুটী করিয়া নরহরি বলিলেন, "রাজপুত্রের হাতে দিতে না পারলেও তোমার মত বুড়োর হাতে নিশ্চয় দেব না।"

লজ্জায় ক্ষোভে পতিতপাবনের মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল। নরহরির কথার উত্তরে তিনি যে কি বলিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া উগ্রকণ্ঠে নরহরি বলিলেন, "গৌরীর লোভেই বুঝি তোমার হঠাৎ বিয়ে করবার সাধ হ'য়েছিল?"

পতিতপাবন এবার মুখ তুলিয়া শ্লেষতীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল,

"যোল বছরের আইবড় মেয়ে দেখলে অনেকেরই তার ওপর নজর পড়ে।"

নরহরির চোখ দুইটা যেন জলিয়া উঠিল; তিনি ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "ভদ্রলোকে কখন ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েছেলের বয়সের দিকে নজর দেয় না।"

অতঃপর উত্তরে প্রত্যুত্তরে উভয়ের মধ্যে আর যে সকল কথাবার্ত্তা হইল, তাহাতে ভদ্রতার মর্য্যাদা তো কিছুমাত্র রক্ষিত হইল না এবং প্রাচীন বা আধুনিক যে কোন অভিধানেই সেরূপ কথোপকথনের ভাষা ব্যবহারের অনুমোদন করে না। এইরূপ অভিধানবিরুদ্ধ কথোপকথনের পর নৈরাশ্যজনিত একটা তীব্র ক্রোধ লইয়া পতিতপাবন ক্ষুব্ধচিত্তে উঠিয়া আসিলেন, এবং পথে আসিতে আসিতে কিরূপে এই অপমানের প্রতিশোধ লইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন অনবরত চিন্তার পর উপায় একটা স্থির হইল। বিপিন ঘোষের বিধবা স্ত্রী তদীয় নাবালক পুত্রের অছি হইয়া তিন শত টাকায় বেণেপুকুরটা নরহরি চৌধুরীকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই নাবালক শিবচন্দ্র সাবালক হইয়া নিজের নেশা-ভাঙের খরচের জন্য ঘটীবাটীতে পর্য্যন্ত হাত দিতে উদ্যত হইয়াছিল। পতিতপাবন তাহাকে নগদ পঁচিশ টাকা দিয়া তাহার দ্বারা বেণেপুকুরের স্বত্বটা লিখাইয়া লইলেন এবং তাঁহার মাতার লিখিত বিক্রয় কোবালা যে আইনসিদ্ধ হয় নাই ইহাই প্রমাণ করাইবার জন্য পুষ্করিণীতে দখল লইতে উদ্যোগী হইলেন।

ইহার ফলে প্রথমে ঝগড়া, তারপর মারামারি বাধিবার উপক্রম হইল। নরহরি কিন্তু মারামারি বা হাঙ্গামার দিকে না গিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং গৌরীর বিবাহের জন্য সঞ্চিত টাকা ভাঙ্গিয়া মোকদ্দমার খরচ চালাইতে লাগিলেন। অনেকগুলা দিন পড়িবার পর প্রায় বছরখানেক পরে নিম্ন আদালতের বিচারে নরহরি ডিক্রী পাইলেন বটে, কিন্তু মোকদ্দমার বেড়াজাল হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না; পতিতপাবন জেলা কোর্টে আপীল রুজু করিলেন। নরহরির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। ঘরে চোদ্দ বছরের নাতনি; মামলার তদ্বির করিবেন, না তাহার বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন? এদিকে মামলার খরচে সঞ্চিত অর্থও প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল, জমিজমায় হাত পড়িবার উপক্রম হইল। নরহরি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার অবস্থা দর্শনে গ্রামের অনেক ভদ্রলোক দয়াপরবশ হইয়া আপোষে মামলা মিটাইবার জন্য পতিতপাবনকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। পতিতপাবন কিন্তু তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। অনেক জেদাজেদির পর শেষে তিনি প্রস্তাব করিলেন, নরহরি যদি তাঁহাকে পুকুরের অর্দ্ধেক অংশ ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে তিনি আপোষে মিটাইয়া লইতে পারেন। নরহরি কিন্তু আপনার স্বাধ্য সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ ছাড়িয়া দিতে রাজি হইলেন না। কাজেই ভদ্রলোকদিগকে আপোষে মীমাংসার আশা ত্যাগ করিতে হইল। মোকদ্দমা

চলিতে লাগিল; তাহার শেষ ফল দেখিবার জন্ম গ্রামশুদ্ধ লোক উৎসুক হইয়া রহিল।

সাত আট মাস পরে আপীলের রায় প্রকাশিত হইল। সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও নরহরি মোকদ্দমায় জয়ী হইয়া বিজয়জন্য আনন্দপ্রকাশে পরাঙ্মুখ হইলেন না; সিদ্ধেশ্বরীর সম্মুখে পাঁঠা কাটিয়া, বিবাদী পুকুরে মাছ ধরাইয়া স্বজাতি কুটুম্বদিগকে প্রীতিভোজ দিবার উদ্যোগ করিলেন, এবং সেই প্রীতিভোজে বিজিত পতিতপাবনকে নিমন্ত্রণ করিতে ছাড়িলেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিমন্ত্রিত হইলেও পতিতপাবন যে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন এমন আশা নরহরি বা তদীয় বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেহই করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের অনুমানকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া দিয়া মোটা লাঠীটার ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতে করিতে পতিতপাবন ভৃত্য সমভিব্যাহারে বৈঠকখানার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যখন ডাকিলেন, "নরহরি দাদা কোথায় হে?" তখন নিমন্ত্রণরক্ষার্থ উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ সকলেই প্রগাঢ় বিস্ময় অনুভব করিয়া ক্ষণকালের জন্য নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। নরহরি আস্তে ব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়া "এস ভায়া এস" বলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। পতিতপাবন ধীর গম্ভীর পদে অগ্রসর হইয়া আসন গ্রহণ করিলে পশুরাজের সম্মুখে মৃগযুথের ন্যায় উপস্থিত সকলেই বেশ একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ উমাচরণ ঘোষ বিস্ময়ের আতিশয্যে এতক্ষণ হস্তধৃত হুঁকাটায় টান দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহাতে একটা টান দিয়া সম্মুখবর্ত্তী নয়ন বিশ্বাসকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "এই দেখ বাবাজি, আমি আগেই বলেছি, পতিতপাবন ভায়া নিশ্চয়ই আসবে। তোমরা কিন্তু সকলে বলেছিলে, না না, তিনি আসবেন না।"

অল্পক্ষণ পূর্ব্বে এই 'সকলের' মতের সঙ্গে তাঁহার মতের

কোন পার্থক্য না থাকিলেও এক্ষণে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া গৌরবপ্রদীপ্ত দৃষ্টিতে পতিতপাবনের দিকে চাহিলেন। পতিত-পাবন ভ্রূকুঞ্চন সহকারে আপনার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিটা সকলের মুখের উপর একবার সঞ্চালিত করিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আসবো না—তার মানে?"

তাঁহার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া ঘোষজা বলিয়া উঠিলেন, "সত্যিই তো, আসবে না তার মানে কি?"

অধ্যয়নার্থী ছাত্রের অর্থপুস্তক অন্বেষণের ন্যায় কথাটার মানে বুঝিবার আশায় ঘোষজা চঞ্চল দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু মানে বুঝিতে তাহাকে বেশী ব্যস্ত হইতে হইল না; বক্তা পতিতপাবন নিজেই স্বীয় উক্তির মানে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "মামলা মোকদ্দমা হইয়াছে—তাতে কি? ঘর কত্তে গেলে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে অমন ঢের হয়। তাই ব'লে নিমন্ত্রণ রক্ষা কত্তে আসবো না এ কেমন কথা? নিমন্ত্রণ নিয়ে তো মামলা নয়।"

আহ্লাদসূচক মস্তকসঞ্চালন করিয়া ঘোষজা বলিলেন; "এই তো কথা। মহাভারত পড়নি হে নয়ান, যুধিষ্ঠির বলে-ছিল—'শত পঞ্চ ভাই মোরা পরসহ রণে।' হাঁ, পুরুষ বাচ্চার মত কথা বটে। বাস্তবিক বাবাজি, গাঁয়ে যদি মানুষ কেউ থাকে, সে এই পতিত দত্ত। কেমন ঠিক কি না?"

অনুকূল উত্তরের আশায় একে একে অনেকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও যখন কেহই তাঁহার উক্তির সমর্থন করিলনা,

তখন তিনি নিজেই স্বীয় উক্তির সমর্থন জন্য বলিয়া উঠিলেন, "কেবল মানুষ হ'লেই তো হয় না, ছাতির জোর চাই। মামলায় হেরে সেই মামলার ভোগের নিমন্ত্রণে আসা—এ কি সহজ ছাতির জোর!"

তাঁহার এই ছাতির জোরটা অপরের পক্ষে আনন্দদায়ক কিনা ইহা জানিবার অভিপ্রায়ে পতিতপাবন একবার চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন, কিন্তু বিরক্তি বা উপহাসের কুটিল হাসি ছাড়া একজনের মুখেও উৎসাহ বা প্রফুল্লতার চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া তীব্র ভ্রূকুটী সহকারে দৃষ্টি প্রত্যাবৃত্ত করিয়া লইলেন।

আহারের সময় ভোক্তাদিগের পরিতৃপ্তিসূচক প্রশংসা সত্বেও নরহরি যখন আপনার আয়োজনকে বিদুরের খুদকুঁড়া অপেক্ষা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিনয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন পতিতপাবন বেশ গম্ভীর ভাবেই বলিলেন, "বেশী বিনয়ে অহঙ্কার প্রকাশ পায় দাদা। আমার মতে এই বাজে অহঙ্কারটুকুর জন্য এতগুলা পয়সা নষ্ট না ক'রে, নাতনীর বিয়ে দিয়ে যদি একটু অহঙ্কার প্রকাশ কত্তে, তা হ'লে সেটা কতক কাজের অহঙ্কার হ'তো।"

এই স্পষ্টোক্তিতে আমোদ অনুভব করিয়া অনেকেই তাঁহার দিকে কৌতূহলপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। নরহরি অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, "নাতনীর বিয়ে, নিজের শ্রাদ্ধ, এ সকল তো আছেই ভায়া, কিন্তু পাঁচজনের পায়ের ধূলো লওয়া—এটা তো সহজে ঘটে ওঠে না।"

মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট লুচীর গ্রাস চিবাইতে চিবাইতেই ঘোষজা অস্পষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয় নিশ্চয়, পাঁচ যেখানে, নারায়ণ সেখানে। এই নারায়ণের সেবা দেওয়া—সে কি সামান্য ভাগ্যের কথা। শুধু ক্ষমতা থাকলেই হয় না, মন থাকা চাই। নরহরি বাবাজীর মনটা কিন্তু চিরকালই ভাল। কি বলেন সরকার মশাই ?"

দন্তের অত্যন্তাভাবপ্রযুক্ত সরকার মহাশয় তখন কঠিন পদার্থ লুচীগুলাকে মাংসের ঝোলের রস সংযোগে তরল আকারে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন ; সে চেষ্টা হইতে বিরত না হইয়াই তিনি ঘোষজার উক্তিতে সায় দিয়া বলিলেন, "নিশ্চয় ! একে মায়ের প্রসাদ, তাতে পক্কান্ন। তবে ময়ানটা একটু কম হ'য়েছে বোধ হয়।"

তাঁহার পাতে খানকতক গরম লুচী দিবার জন্য নরহরি পরিবেশনকারীকে আদেশ করিলেন, এবং ঘোষজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আর লুচীর প্রয়োজন আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। ঘোষজা পাতের উপর ডান হাতটা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "না না, লুচীর আর দরকার নাই, তবে মায়ের প্রসাদ যদি থাকে, একটু দিতে বল। বড় চমৎকার হ'য়েছে বাবাজি, একে মায়ের প্রসাদ, তায় পরিপাটী রন্ধন। অনেক দিন এ জিনিষটা মুখে ওঠে নি, পূজোর সময় রায়েদের বাড়ীতে যা খেয়েছিলাম। তা সে 'চটকস্য মাংসং' বুঝলে কি না।"

বলিয়া তিনি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তখন ভোক্তা-

দের মধ্যে রায়েদের বাড়ীর খাওয়ার সমালোচনা উপস্থিত হইল, এবং সে সমালোচনার পরিসমাপ্তি না হইতেই পান আসিয়া তাঁহাদিগকে আহারের সমাপ্তি সংবাদ জ্ঞাপন করিল। ঘোষজা জলপানান্তে দীর্ঘ উদ্গার তুলিয়া প্রশংসমান কণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ, আহার হ'য়েছে বটে—চব্য চোষ্য লেহ্য প্রেয় যাকে বলে তাই। রাতও তেমন বেশী হয় নি। বড় জোর দশটা হবে। কি বল হে নয়ান?"

নয়ান উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মতিলাল বলিয়া উঠিল, "না, বেশী হবে, বোধ হয় এগারোটা।"

উপেক্ষাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া ঘোষজা বলিলেন, "ও দশটাও যা এগারোটাও তাই। কত আর তফাৎ? সেবার চৌধুরীদের বাড়ীতে রাত দু'টো বেজে গেল। সেই ভয়েই তো মেজো নাতি-টাকে নিয়ে এলাম না। নৈলে আসবার সময় সে কি ছাড়ে? কত বুঝিয়ে শুঝিয়ে রেখে এসেছি। যাবার সময় খান বার লুচী দিও হে নরহরি, নয় তো সকালে সে ছোঁড়া অনর্থ বাধিয়ে বসবে। ভারী ড্যাংপিটে ছোঁড়া।"

সরকার মহাশয় দধির সহিত মিশ্রিত লুচীর শেষ গ্রাসটা গলাধঃকরণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমারও খান চার চাই হে নরহরি, বাড়ীতে বুঝলে কি না, বাড়ীতে সব ছেলেপিলে আছে তো?"

মতিলাল সহাস্যে বলিয়া, "আপনার তো ছেলেপিলের মধ্যে এক গৃহিণী। তা তিনিও আসবার তরে কেঁদেছিলেন নাকি দাদামশায়?"

দন্তহীন মুখে হাসির লহর তুলিয়া সরকার মশায় বলিলেন, "ওহে, না কাঁদলেও গৃহিণী হচ্চে অল্ধঙ্গ। গৃহিণী যদি না খেলেন, তা হ'লে অল্ধ ভোজন হ'লো যে।"

একটা উচ্চ হাস্যরোল উত্থিত হইল। এবং সে হাস্যরোলের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে ছেলে মেয়ে নাতি প্রভৃতির দোহাই দিয়া দুই চারিখান লুচী প্রার্থনা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। নরহরি অপ্রসন্ন মুখে তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিলে সকলে উঠিয়া আচমন করিতে গেলেন।

পতিতপাবনের বিদায় গ্রহণের সময় নরহরি তাঁহার সম্মুখে গিয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পেট ভরেছে তো ভায়া?"

পতিতপাবন ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "পেট খুব ভরেছে, তবে মনটা একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়ে রইলো।"

কুণ্ঠিত ও ব্যগ্রভাবে নরহরি ইহার কারণ জানিতে চাহিলে পতিতপাবন সহাস্যে বলিলেন, "তোমার কোন ত্রুটীতে মন ক্ষুণ্ণ হয় নি দাদা, ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে আমার ত্রুটীতে। যে দিন এই রকমে তোমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াতে পারবো, সেই দিন মনের ক্ষোভ যাবে।"

নরহরি হাসিয়া বলিলেন, "বেশ তো, কবে যাব তা হ'লে?"

গম্ভীর মুখে পতিতপাবন বলিলেন, "এখন নয়; সময় হ'লে তোমাকে নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে যাব।"

আভাসে কতকটা বুঝিলেও নরহরি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আচ্ছা।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সকালে গাঁজার পুঁটুলীটী খুলিয়া তাহাতে এক ছিলিমের বেশী গাঁজা নাই দেখিয়া রঘুরাম সমাদ্দার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, আজিকার দিনটা চলিবার মত বাকী তিন ছিলিম গাঁজা সংগ্রহের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিবে। কিন্তু কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া বিধবা ভগ্নী সুভদ্রাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহার হাতে দুই পাঁচটা পয়সা আছে কি না। সুভদ্রা কিন্তু স্পষ্ট কথায় জানাইয়া দিল, তাহার হাতে একটীও পয়সা নাই; যে আড়াইটী পয়সা ছিল, তদ্দ্বারা সে কাল লুন তেল আনিয়া চালাইয়া দিয়াছে, আজ আবার শুধু লুন তেল নয়, চাউল পর্য্যন্ত না আনিলে চলিবে না। তাহার এই নৈরাশ্যজনক উত্তরে ক্রুদ্ধ হইয়া রঘুরাম তাহার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল, এবং তাহাকে রাক্ষসী অভিধানে অভিহিত করিয়া, সেই রাক্ষসীই যে তাহার পিতার সর্ব্বস্ব খাইয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে, আক্ষেপ-সহকারে ইহাই ব্যক্ত করিতে লাগিল। সুভদ্রা কিন্তু ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে, তাহার এক বেলা এক মুঠা খাওয়ায় পিতার এত বড় মহাজনী কারবারের কিছুই নষ্ট হয় নাই, রঘু-রামের গাঁজার আগুনেই সমস্ত ছাই হইয়া উড়িয়া গিয়াছে।

ইহার প্রত্যুত্তরে রঘুরাম ভগ্নীকে খুব কড়া রকমের কতকগুলা

কথা শুনাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিল, এমন সময় বাহির হইতে ডাক আসিল, "রঘুঠাকুর!"

রঘুরাম গাঁজা টিপিতে টিপিতেই বাহিরের দরজার দিকে মুখ বাড়াইয়া বলিল, "কে গা?"

উত্তর আসিল, "পতিতপাবন দত্ত।"

হাতের গাঁজা মাটীতে ফেলিয়া রঘুরাম তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল, এবং সাদরে অভ্যর্থনা দ্বারা দত্তমশায়কে আপ্যায়িত করিতে করিতে বাড়ীর ভিতর লইয়া গিয়া বসাইল। পতিতপাবন বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঠাকুর, কাজকর্ম্ম কিছু কচ্চো, না শুধু গাঁজা খেয়েই বেড়াচ্চো?"

উত্তরে রঘুরাম জানাইল যে, ব্রাহ্মণসন্তান সে, কাজকার্য্য আর কি করিবে? পাঁচজনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কোনরূপে দিন চালাইয়া দিতেছে। আর গাঁজা—গাঁজার পরিমাণ সে অনেক কম করিয়াছে। আগে আট গণ্ডা পয়সার গাঁজার কমে দিন যাইত না, এখন তাহা আট পয়সায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পরে তাহা চারি পয়সায় দাঁড়াইবে কি না তাহা সর্ব্বজ্ঞ ভগবানই জানেন।

তাহার এই সহজ উত্তরে প্রীত হইয়া পতিতপাবন হাসিয়া বলিলেন, "তবে তো তুমি মস্ত কাজের লোক হ'য়ে উঠেছ। এখন আমার একটু কাজ কর দেখি, এই দলিলখানার পিছনে গোটা-কতক কথা লিখে দাও।"

বলিয়া তিনি পকেট হইতে একখানা দলিল বাহির

করিলেন। লেখাপড়ার উপর রঘুরামের ঘোর বিতৃষ্ণা বাল্যকাল হইতেই জন্মিয়াছিল, এবং পাছে লেখাপড়ার হাঙ্গামে পড়িতে হয় এই আশঙ্কাতেই পিতার মৃত্যুর পর যে কয়দিন মহাজনী কারবার চালাইয়াছিল, তাহা বিনা লেখা পড়াতেই সম্পন্ন করিয়াছিল। সাবেক যে সকল তমসুক, হাতচিঠা প্রভৃতি ছিল, দিনকতক তাহা উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া, জমা খরচের হিসাবে মাথা গরম হইতে দেখিয়া নিজের মাথাটা আগে রক্ষা করিবার জন্য একটা দেশালাই কাঠীর সাহায্যে সেগুলাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল, এবং তাহারও একটু জ্বলন্ত ছাই কলিকার মাথায় দিয়া এক ছিলিম গাঁজা খাইয়া মাথাটাকে ঠাণ্ডা করিল। তারপর দিনকতক খাতকদের দরজায় আনাগোনা করিয়া, ধর্ম্মের উপর হিসাবের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে গাঁজা টানিতে থাকিল।

আজ আবার লেখাপড়ার কথা শুনিয়া রঘুরাম ভীত হইয়া পড়িল, এবং দলিল খানার দিকে শঙ্কিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের দলিল?"

পতিতপাবন বলিলেন, "এ একখানা বন্ধকী কওলা।"

রঘু। কার কওলা?

পতি। কার, কি বৃত্তান্ত, এত কথা জেনে তোমার লাভ কিছু নাই। শুধু গোটাকতক কথা লিখে দাও।"

রঘু। না জেনে শুনে কি লেখা যায়? শেষে যদি জেলে যাই?

পতিত। জেলে যাও, জেল খাটবে। পতিতপাবন দত্ত তোমার মত গোবেচারা বামুনকে জেলে দিতে এসেছে এই তোমার বিশ্বাস, না ?

তাঁহার কঠোর দৃষ্টিতে ও ক্রুদ্ধস্বরে ভীত হইয়া রঘুরাম মাথা চুলকাইতে লাগিল। পতিতপাবন বলিলেন, "শোন, নরহরি চৌধুরী এই কওলা লিখে দিয়ে তোমার বাপের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। সে টাকা সুদে আসলে সব তোমরা পেয়েছ, আমি নিজ হাতে দিয়েছি।"

রঘুরাম বলিল, "টাকা যখন পেয়েছি, তখন আবার ওতে লিখে দেবার আমার দরকার কি ?"

বিরক্তিসূচক ভ্রূভঙ্গী করিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "তোমার কিছুই দরকার নাই, কিন্তু আমার দরকার আছে।"

রঘুরাম নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। পতিতপাবন বলিলেন, "আর তোমারি বা দরকার নাই কেন, কওলাখানায় দরকার না থাক্, কিছু টাকার দরকার তো আছে ?"

উৎসুকভাবে রঘুরাম বলিয়া উঠিল, "টাকা! কত টাকা দেবেন ?"

পতিত। কত আবার, দশ টাকা দেব।

ওঃ, ইহাকেই বলে, ভগবান্ দেনেওয়ালা। এই মাত্র চারিটী পয়সার জন্য রঘুরাম আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল, এমন সময় ভগবান্ একেবারে দশটা টাকা পাওয়াইয়া দিলেন। আহ্লাদে রঘুরামের প্রাণটা যেন নাচিয়া উঠিল। কিন্তু এক কথায় নিজমুখে যখন দশটা টাকা স্বীকার করিয়াছে, তখন চাপ

দিলে আরও কিছু বাড়িবার সম্ভাবনা। এই ভাবিয়া রঘুরাম মনে আনন্দটা বাহিরে প্রকাশ না করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "দশ টাকায় লেখাপড়া হয় না।"

পতিত। তবে কত টাকা চাও?

রঘু। পঞ্চাশ টাকা।

পতিত। সে ক'গণ্ডা বল দেখি?

আপনার মুর্খতার উপর কটাক্ষ করা হইতেছে দেখিয়া রঘুরাম যেন একটু রাগিয়া উঠিল; মুখ ভারী করিয়া বলিল, "অত শত আমি জানি না, এখন পঞ্চাশ টাকা দেবেন কি না তাই বলুন।"

ঈষৎ হাসিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "তুমি যেমন বামুনের ঘরের গরু, আমিও তেমন কায়েতের ঘরে গরু হ'লে তাই দিতাম। কিন্তু আমি কায়েত ধূর্ত্ত।"

রঘুরাম ক্রোধগম্ভীর মুখে গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। পতিত-পাবন দলিলখানা পকেটে ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, "তা হ'লে তুমি লিখে দেবে না?"

অসম্মতিসূচক মস্তক আন্দোলন করিয়া রঘুরাম বলিল, "দশ টাকায় আমি দোয়াত কলম ছুঁই না।"

"সেটা দোয়াত কলমের সৌভাগ্য" বলিয়া পতিতপাবন উঠিবার উপক্রম করিলেন। এমন সময় সুভদ্রা ত্বরিতভাবে ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল, "ব'সো দত্তকাকা, ব'সো, কি হ'য়েছে আমাকে বল তো?"

পতিতপাবন পুনরায় জাঁকিয়া বসিয়া ব্যাপারটা সুভদ্রাকে

বুঝাইয়া দিলেন, এবং দুই কলম লিখিয়া দিলে তিনি যে এখনই নগদ দশ টাকা দিতে পারেন ইহা বুঝাইয়া বলিলেন। সুভদ্রা তখন ভ্রাতাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "তোর আক্কেলটা কি রকম রঘু? কাকার যদি উপকার হয়, তবে অমনিই লিখে দেওয়া উচিত। উনি কি আমাদের পর। না উনি এত অবুঝ যে, সন্তুষ্ট হ'লে বামুনের ছেলেকে দশ টাকার জায়গায় পনরো টাকা দিতে পারবেন না।"

অতঃপর সে পতিতপাবনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ও সব পঞ্চাশ মঞ্চাশ চুলোয় যাক্, তোমারো কথা থাক্ ওরও কথা থাক্, আর পাঁচটা টাকা তুমি দিও কাকা।"

পতিতপাবন আর এক টাকা স্বীকার করিলেন। সুভদ্রা পাঁচ হইতে চারিতে নামিল। এইরূপে কিছুক্ষণ দর কসাকসির পর শেষে তেরো টাকায় রফা হইয়া গেল। রঘুরাম বলিল, "কিন্তু নগদ চাই।"

পতিতপাবন বলিলেন, "আগে টাকা নিয়ে তার পর কলম্ হাতে করবে।"

রঘুরাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি লিখতে হবে?"

পতিতপাবন বলিলেন, "সে আমি ব'লে দেব। ঘরে দোয়াত কলম আছে?"

লেখাপড়ার প্রধান উপকরণ এই দুটোকে রঘুরাম আগেই দূরীভূত করিয়াছিল। সুতরাং সুভদ্রা বলিল, "আমি গোপাল কাকাদের বাড়ী থেকে এনে দিচ্চি।"

পতিতপাবন বলিলেন, "না না, চক্কোত্তিদের বাড়ী থেকে নিয়ে এস। কেউ জিগ্যেস্ করলে বলবে, তোমার শ্বশুরবাড়ীতে চিঠী দেবে। আর রামভদ্র চক্কোত্তিকে দেখতে পাও যদি, ডেকে আনবে।"

রঘুরাম জিজ্ঞাসা করিল, "তাকে আবার কেন?"

পতিতপাবন বলিলেন, "একটা সাক্ষী হবে।"

সুভদ্রা চলিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরেই দোয়াত কলম ও রামভদ্র চক্রবর্ত্তীকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল। তখন পতিত-পাবনের কথামত রঘুরাম বন্ধকী কোবালার পিঠে লিখিতে লাগিল—

"আমি ৺ কেনারাম সমাদ্দারের পুত্র ও একমাত্র ওয়ারিশান শ্রীরঘুরাম ভট্টাচার্য্য এই বন্ধকী কোবালায় লিখিত সাড়ে তিনশত টাকা ও তাহার সুদ দুইশত তের টাকা তিন আনা বুঝিয়া পাইয়া এই কোবালা অত্রগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত পতিতপাবন দত্ত মহাশয়কে বিক্রয় করিলাম। তিনি আমার ন্যায় এই কোবালার স্বত্বে স্বত্ববান্ হইয়া অদ্য হইতে অধমর্ণ শ্রীনরহরি চৌধুরীর নিকট কোবালার সমগ্র টাকা আদায়ের অধিকারী হইলেন।"

তারিখ দিবার সময় পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাপ কোন্ সালে মারা যান মনে আছে?"

রঘুরাম বলিল, "দশ সালের মাঘ মাসে।"

"তবে লেখ, সন ১৩১১ সাল, তারিখ ২৮শে আষাঢ়।"

তারিখ দিয়া রঘুরাম নিজের নাম দস্তখত করিল। পাশে

রামভদ্র সাক্ষীরূপে নাম সহি করিলেন। পতিতপাবন দলিল-খানি মুড়িয়া পকেটে ফেলিলেন, এবং রঘুরামকে তেরো টাকা ও রামভদ্রকে পান খাইবার জন্য একটী টাকা দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। রঘুরাম ও সুভদ্রা এই টাকার ভাগাভাগি লইয়া ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিল। অনেক ঝগড়া ঝাঁটির পর পরিশেষে রঘুরাম বিরক্তভাবে বারোটা টাকা ভগ্নীকে ফেলিয়া দিয়া নিজে একটী টাকা লইয়া গাঁজা কিনিতে বাহির হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"বৌমা, ওগো বৌমা!"

দুইটা হাতই সকড়ি ছিল বলিয়া বাঁ হাতের উল্‌টা পিঠ দিয়া মাথার কাপড়টা কপালের নীচে পর্য্যন্ত টানিয়া দিতে দিতে বধূ অন্নপূর্ণা উত্তর দিল, "কেন বাবা?"

চটী জুতাটা খুলিয়া কাঁধের চাদরটা আল্‌নার উপর রাখিতে রাখিতে নরহরি বলিলেন, "তোমার মেয়ের বর তো খুঁজে পাচ্চি না বাছা। বর খুঁজে খুঁজে আমার ন'সিকে দামের চটী জোড়াটা ছিঁড়ে গেল, তবু ওর একটা জোড়া-তাড়া ক'রে দিতে পারলাম না।"

মৃদু হাসিয়া অনুচ্চস্বরে অন্নপূর্ণা উত্তর করিল, "এর পর জামায়ের কাছ থেকে জুতোর দাম আদায় ক'রে নিও বাবা।"

ঈষৎ হাসিয়া নরহরি বলিলেন, "হুঁ, সে শালা আমাকে জুতোর দাম দেবে? তাকেই জুতো দিতে দিতে হাতে কড়া প'ড়ে যাবে।"

অন্নপূর্ণা বলিল, "তা হ'লেই বোধ হয় তোমার জুতোর দাম শোধ যাবে।"

নরহরি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অন্নপূর্ণা হাত ধুইয়া তাড়াতাড়ি তামাক সাজিতে বসিল। নরহরি দাবার উপর

বসিয়া মুখ মচ্‌কাইয়া বলিলেন, "নাঃ, সত্যি বৌমা, আমি যেন হয়রান্‌ হ'য়ে পড়েছি। যেখানে দেখছি, সেইখানেই বুড়ো। কেউ দ্বিতীয় পক্ষ, কেউ তৃতীয় পক্ষ, কারো দাঁতে ভাঙ্গন ধরেছে, কেউ চুলে কলপ ঘস্‌ছে। নাঃ, ওর অদৃষ্টে দেখছি বুড়ো বরই আছে।"

কলিকার আগুনে ফুঁ দিতে দিতে অন্নপূর্ণা বলিল, "তা ওর অদৃষ্টে যদি থাকে, তুমি তো তার লঙ্ঘন কত্তে পারবে না বাবা।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নরহরি বলিলেন, "লঙ্ঘন কত্তে পাচ্ছি কৈ বল। আচ্ছা বৌমা, ওর গৌরী নাম কে রাখলে বল তো?"

শ্বশুরের হাতে হুঁকা দিয়া অন্নপূর্ণা বলিল, "মা রেখেছিলেন।"

"কে, তোমার শাশুড়ী?"

"হাঁ।"

"ভারী কাজই ক'রেছিল! জগতে নাম আর খুঁজে পেলেন না, নাম রাখলেন কি না গৌরী—রাজার মেয়ে হ'লেও যে ভিখিরী বুড়োর হাতে পড়েছিল। ইঃ, আজ যদি মাগী বেঁচে থাকতো বৌমা, তা হ'লে তাকে বুঝিয়ে দিতাম, এ রকম বেয়াড়া নাম রাখার মজাটা কি রকম। এই বুড়োগুলোর সঙ্গে মাগীর নিকে দিয়ে দিতাম না!"

হাসিয়া কথাটা বলিলেও শেষে নরহরির মুখখানা বিষাদের ছায়ায় অন্ধকার হইয়া আসিল। মুখখানা বিকৃত করিয়া তিনি গম্ভীরভাবে তামাক টানিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা ধীরে ধীরে স্বকার্য্যে প্রস্থান করিল।

তামাক টানিতে টানিতে নরহরি বধূকে ডাকিয়া বলিলেন. "গৌরী কোথায় গেল বৌমা ?"

"দাশু ঠাকুরপোর বৌ এয়েচে, তাই দেখতে গিয়েছে। এত বারণ ক'রলাম, কিছুতেই শুন্‌লে না।"

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া নরহরি বলিলেন, "তা যাক্ গো। ক'দিন আর যাবে বৌমা, যে ক'টা দিন বিয়ে না হচ্চে, একটু বেড়িয়ে বেড়াক্। মেয়েছেলে, বিয়ে হ'লে তো ঘরের বাইরে পা দিতে পারবে না।"

ঈষৎ অনুযোগের সুরে অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ঐ তো বাবা, আদর দিয়ে তুমিই তো ওকে মাথায় তুলেছ!"

ম্লান হাসি হাসিয়া নরহরি বলিলেন, "আদর আর কৈ পেলে বৌমা? আদর করবার আছে কে? আজ যদি থাকতো বেট্টা ছোঁড়া! দীনবন্ধু হে, তোমারি ইচ্ছা!"

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসে শোকের তীব্র স্মৃতিটা যেন বাহিরের বাতাসে ছড়াইয়া দিয়া নরহরি হুঁকায় ঘন ঘন টান দিতে লাগিলেন। খানিক পরে হঠাৎ হুঁকা হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ দেখ বৌমা, দু'টী সম্বন্ধ এখন হাতে আছে। একটী হচ্চে— ছেলেটী এণ্ট্রেন্স ফেল, বাপ নাই, মা আছে; জায়গা জমিও কিছু আছে; দিতে হবে নগদ সাতশো। আর একটী বর দ্বিতীয় পক্ষ, বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, ঘরে আছে এক বিধবা বোন, জমি জায়গা মন্দ নয়; শ দুই টাকা হ'লেই কাজ মিটে যায়। এখন কোন্‌টায় মত দিই বল দেখি?"

একটুও না ভাবিয়া অন্নপূর্ণা উত্তর করিল, "কোন্‌টায় আবার ? যাতে টাকায় কম, তাতেই মত দেবে।"

"কিন্তু এ যে একে দোজবর, তায় বুড়ো।"

"তেমন টাকায় কম। অত সাত আটশো টাকা কোথায় পাবে এখন ?"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নরহরি বলিলেন, "তাইতো ভাবছি বৌমা, এতগুলো টাকা কোথায় পাই। নগদ সাতশো, দু'একখানা গয়না, তার ওপর খরচপত্র, হাজারের কম নয়।"

ডান হাতে হুঁকা ধরিয়া নরহরি চিন্তিতভাবে বাঁ হাতটা মাথায় বুলাইতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা বলিল, "না না, অত ভাবতে হবে না। আমি বলছি বাবা, তুমি দোজপক্ষেই মত কর। পঁয়ত্রিশ বছর—কি এমন বুড়ো।"

চিন্তামলিন মুখে নরহরি বলিলেন, "নেহাৎ ছোক্‌রাও তো নয় বৌমা ? লোকেই বা বলবে কি ? ওঃ, পতিতপাবনই আমার সর্ব্বনাশ করলে। তা নৈলে গৌরীর বিয়ের তরে কি আজ এত ভাবতে হয় ? আজ যে দু'হাজার টাকা খরচ ক'রে গৌরীর বিয়ে দিতাম।"

একটা চাপা নিশ্বাসে নরহরির বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি মৃদুভাবে হুঁকায় টান দিতে দিতে বলিলেন, "এক কাজ করি বৌমা।"

"কি কাজ বাবা ?"

"বিয়ে পাঁচুক জমি বিক্রী ক'রে ফেলি। কি হবে আর

জমি জায়গায়, ভোগ ক'রবে কে? আমি—আমার তো চোখ বুজলেই হ'লো। তোমার এক বেলা এক মুঠো—তা বাকী যা থাকবে, তোমার বেশ চ'লে যাবে। তবে থাকলে পরে মেয়েটা পেতো। কিন্তু পরে না পেয়ে এখনই তার কাজে লাগুক্।"

বিষাদগম্ভীর স্বরে অন্নপূর্ণা বলিল, "তুমি মহামহিম পাঠ লিখে জমি বিক্রী কত্তে যাবে বাবা?"

শুষ্কহাসি হাসিয়া নরহরি বলিলেন, "করলেই বা বৌমা, আমার এখন আর মান অপমান কি? চিত্রগুপ্ত আখিরী-খাতায় হাত দিয়েছে, তলব এলেই হ'লো। তখন তো মান অপমান কিছুই সঙ্গে যাবে না? তবে ওগুলোর ভয়ে মেয়েটাকে জলে ফেলি কেন?"

অনেক দুঃখেই যে শ্বশুরের মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হইয়াছে, ইহা বুঝিতে বধূর বিলম্ব হইল না। তাহার চোখে জল আসিল; আঁচলে চোখ মুছিয়া অন্নপূর্ণা যেন ঈষৎ তিরস্কারের স্বরে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা আচ্ছা, সে যা হয় হবে, তুমি এত ব্যস্ত হচ্চো কেন বাবা। বেলা দুপুর হ'তে যায়, এখনো তোমার স্নান আহ্নিক কিছু হয় নি।"

সহাস্যে নরহরি বলিলেন, "আমার এখন আহ্নিক তপ জপ সবই হ'য়েছে গৌরী। তুমি বুঝবে না বৌমা, ওর গতি কত্তে না পারলে আমার মরণেও সোয়াস্তি নাই। আমি এখন যদি আজ ওর বিয়েটা দিতে পারি, তবে কাল যেতে চাই না।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তুমি আজ বললেই তো আজ হবে না বাবা, বিধাতার যে দিন ইচ্ছা হবে সেই দিন হ'য়ে যাবে।"

নরহরি বলিলেন, "বিধাতার ইচ্ছা যে কবে হবে তা তো বুঝতে পারি না। এ দিকে শুনছি, পতিতপাবন নাকি আবার কি একটা মামলা রুজু কর্‌বার যোগাড় কচ্চে।"

সভয়ে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কিসের মামলা?"

বিকৃত মুখে নরহরি বলিলেন, "ভগবান্ জানেন কিসের মামলা। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। দূর হোক, তেল একটু দাও, স্নানটা ক'রে আসি। আমি ভেবে কি করবো, তাঁর মনে যা আছে তাই হবে।"

অন্নপূর্ণা তেলের বাটী আগাইয়া দিলে নরহরি বিরক্তভাবে হুঁকাটা এক পাশে রাখিয়া তেল মাখিতে বসিলেন এবং তেল মাখিতে মাখিতে বুড়া বয়সে তাঁহাকে যে আরও কত ভোগ ভুগিতে হইবে, তাহাই চিন্তা করিয়া স্বীয় অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। স্ত্রী গেল, উপযুক্ত পুত্র গেল, কন্যা জামাতা সব গেল, রহিল শুধু এই বিধবা বৌ আর নাতনীটা। সুখ শান্তি সব চলিয়া গেল, রহিল তাহাদের স্মৃতির কাঁটাটুকু। সেই কাঁটাটুকু যে পরিশেষে শেলের আকারে তাঁহার শোকজীর্ণ বুকখানাকে অহোরাত্র বিদ্ধ করিতে থাকিবে, ইহা কি তিনি জানিতেন? জানিলে কবে এই দুটোকে ফেলিয়া আপনার শোকতাপ জীর্ণ হৃদয়টাকে বিশ্বনাথের পায়ে আছাড়িয়া দিবার জন্য ছুটিয়া যাইতেন। দুঃখের উপর এত দুঃখ, জ্বালার উপর

এমন তীব্র জ্বালা কি সহ্য হয়! অসহ্য হইলেও এই প্রচণ্ড জ্বালা সহ্য করিয়াই থাকিতে হইল; সংসারের শেষ অবলম্বন গৌরীর স্নেহ-আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া গৌরীকান্তের কাছে ছুটিয়া যাইতে পারিলেন না।

খুব বড় একটা নদীর জল যতক্ষণ বিস্তৃত খাতের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ তাহার বেগের প্রাবল্য অনুভূত হয় না; কিন্তু সেই বড় নদীর জলটা ছোট একটা খাতের মধ্যে আসিয়া পড়িলে সেই ক্ষীণ-বেগ জলরাশিই এমন প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে যে, তাহা উচ্ছ্বাসে সেই ক্ষুদ্র খাতের উভয় কূল প্লাবিত করিয়া দেয়। বৃদ্ধ নরহরির অবস্থাও অনেকটা এই রকম হইল; তাঁহার শত ধারায় প্রবাহিত স্নেহ-স্রোত যখন আর সকল ধারা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া একমাত্র পৌত্রীটুকুর উপর আসিয়া পড়িল, তখন সে স্রোতের প্রবল বেগে আপনাকে পর্য্যন্ত স্থির রাখা নরহরির পক্ষে যেন দুষ্কর হইয়া উঠিল। ক্ষুদ্র গৌরী তাঁহার সমগ্র অন্তর জুড়িয়া বসিয়া যেন বিশাল শূন্যতাকে পূর্ণ করিয়া দিল। শুধু গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া, শোকতাপ সব বিস্মৃত হইয়া নরহরি ছিন্নপ্রায় বন্ধনের মধ্যে আপনাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। ভাবিলেন, গৌরীকে পাত্রস্থ করিয়া তারপর ভববন্ধনহারীর চরণপ্রান্তে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত হইবেন।

গৌরী এগার বৎসরে পা দিতেই নরহরি তাহার জন্য পাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত শীঘ্র গৌরীকে পর করিয়া দিয়া পুনরায় সংসারের বিশাল শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপাইয়া

পড়িতে তাঁহার মনটা যেন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সুতরাং তিনি পাত্র খুঁজিয়া পাইয়াও পাইলেন না; তুচ্ছ এক আধটু খুঁৎ ধরিয়া অনেক প্রার্থনীয় সম্বন্ধও ভাঙ্গিয়া দিতে থাকিলেন। কিন্তু চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, আবার দিন কতক পরেই কর্ত্তব্যের কঠোর আবরণে মমতাকে আবৃত করিয়া পুনরায় নূতন সম্বন্ধ দেখিতে লাগিলেন। এমনই করিয়া কত সম্বন্ধ আসিল, ভাঙ্গিল, কিন্তু গৌরীর বিবাহ হইল না। সে বারো বছরে পা দিয়া, দাদামশায়ের পাকা চুল তুলিয়া, তামাক সাজিয়া, সঙ্গিনী-দের সহিত পুকুরে সাঁতার কাটিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

এমনই সময়ে সহসা পতিতপাবন দত্তের সহিত মামলা বাধিল। গৌরীর বিবাহের চিন্তা ত্যাগ করিয়া নরহরি মোক-দ্দমার ভাবনায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তারপর মামলায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যখন দেখিলেন, গৌরী বাল্য অতিক্রম করিয়া যৌবনের দ্বারে পদার্পণ করিতেছে, বসন্তানিল স্পর্শে তাহার দেহলতা পুষ্পে পল্লবে সমৃদ্ধ হইয়া মুকুলিত হইয়া উঠিতেছে, তখন তাহার বিবাহের চিন্তায় নরহরি অস্থির হইয়া পড়িলেন, এবং যেখানে পাত্রের সন্ধান পাইলেন, সেইখানেই ছুটাছুটি করিয়া পূর্ব্বকৃত আলস্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভাবিতে ভাবিতে নরহরি স্নান করিয়া আহ্নিকে বসিলেন, কিন্তু আহ্নিকে আদৌ মন দিতে পারিলেন না; ইষ্টদেবতার ধ্যান করিতে গিয়া, চাঁইপাশার কুঞ্জ মিত্তির সাত শত টাকার স্থলে পাঁচ শত—অন্ততঃ সাড়ে পাঁচ শত লইয়াও রাজি হইতে পারে কি না তাহাই ভাবিতে লাগিলেন. এবং সেই ভাবনার মধ্য দিয়াই পূজা জপ সব শেষ করিয়া উঠিলেন। অন্নপূর্ণা ভাত বাড়িয়া দিল। আহারে বসিয়াও নরহরি এই চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। তবে এবার চিন্তাটা শুধু মনোমধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিল না, বাক্যের আকারে পরিব্যক্ত হইয়া অন্নপূর্ণাকে পর্য্যন্ত চিন্তিত করিয়া তুলিল, এবং বিনোদ মিত্তিরের মত লোক দেড় শত দুই শত টাকার মায়া ছাড়িতে পারিবে কি না, যদিই ছাড়ে তবে যে কোন্ উপায়ে টাকাটার যোগাড় করিয়া এই পাত্রের হাতেই গৌরীকে দেওয়া উচিত কি না এ সম্বন্ধেও মতামত প্রকাশ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইল। যাহা হউক, বধূর নিকট কতকটা অনুকূল, কতকটা প্রতিকূল মত পাইয়া নরহরি স্থির করিয়া ফেলিলেন, বিনোদ মিত্তির যদি ছয়শো টাকাতেও রাজি হয়, তবে আর কোথাও তিনি চেষ্টা দেখিবেন না, 'যাঁহা রায়ান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন'

করিয়া কাজ শেষ করিয়া দিবেন, এজন্য মহামহিম পাঠ লিখিতে হইলেও তুচ্ছ সম্মানের ভয়ে তাহাতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

এইরূপ স্থির সঙ্কল্প লইয়া নরহরি আহার শেষ করিয়া উঠিলেন এবং আচমনান্তে পান ও হুঁকা কলিকা লইয়া কাল সকালে এক-বার চাঁইপাশায় যাইবেন কি না ইহা ভাবিতে ভাবিতে বাহিরে চলিলেন। কিন্তু উঠানের অর্দ্ধেক পার না হইতেই থমকিয়া দাঁড়াইলেন; এক দিব্যকান্তি যুবক সম্মুখে আসিয়া উপুড় হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল। নরহরি সহর্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আরে কেও? হরনাথ যে! কখন্ এলে ভায়া?"

হরনাথ সহাস্যে উত্তর দিল, "আজ সকালে এসেছি। কেমন আছেন দাদামশায়?"

"আমার আর থাকাথাকি কি ভায়া, পাকা আম, বোঁটা খস্‌লেই হ'লো। তোমার খবর কি বল দেখি?"

হরনাথ বলিল, "খবর সব ভাল, এবার 'ল' দিয়েছিলাম, পরশু খবর পেয়েছি, পাশটা হ'য়ে গিয়েছে।"

নরহরি আহ্লাদে যেন লাফাইয়া উঠিলেন; হর্ষ বিস্ময় জড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এঁ্যা, পাশ হ'য়েছ? একেবারে ওকালতি পাশ। তা হ'লে তোমাকে এখন আর পায় কে?"

লজ্জিতভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে হরনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "মামীমা কোথায়? গৌরী কেমন আছে?"

"মামীমা বুঝি রান্নাঘরে" বলিয়া নরহরি সেই দিকে ফিরিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, "ও বৌমা, হরনাথ এয়েচে গো, সে

হয়া নয়, উকীল হরনাথবাবু—শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ মিত্র বি এ, বি এল।"

বলিয়া তিনি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেই হরনাথ লজ্জারক্ত মুখখানা ফিরাইয়া লইয়া রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হইল। অন্নপূর্ণা মাথার কাপড়টা কপাল পর্য্যন্ত টানিয়া বাহিরে আসিলে হরনাথ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গৌরী কোথায় মামীমা?"

মৃদুস্বরে অন্নপূর্ণা বলিলেন, "পাশের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছে।" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি গিয়া ঘরের দাবায় মাদুর পাতিয়া দিল। নরহরি এক হাতে হুঁকা, অন্য হাতে হরনাথের হাত ধরিয়া মাদুরে গিয়া বসিলেন।

এইখানে হরনাথের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। পতিতপাবনের জ্যেষ্ঠা ভাগিনেয়ী মারা যাইবার সময় যখন বুঝিতে পারিল যে, তাহার মৃত্যুর পরই স্বামী পুনরায় বিবাহ না করিয়া ছাড়িবেন না তখন সে চার বছরের ছেলে হরনাথকে মাতুলটীর হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পরলোক যাত্রা করিল। নিঃসন্তানা মাতুলানীও এই মাতৃহীন শিশুকে অপত্যনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বছর কয়েক প্রতিপালন করিবার পর মাতৃস্থানীয়া দিদিমা স্বর্গারোহণ করিলেন এবং দাদামশায়ের পুনরায় দার পরিগ্রহের কোন উদ্যোগই দেখা গেল না, তখন হরনাথকে অগত্যা বাপের কাছেই ফিরিয়া যাইতে হইল এবং বিমাতার

স্নেহসম্পর্কশূন্য আশ্রয়ে থাকিয়াই তাহাকে সুখময় বাল্যজীবন কষ্টে অতিবাহিত করিতে হইল।

কিন্তু জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে কষ্টটা যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত, তখন সে পাঁচুগঞ্জে দাদামশায়ের কাছে পলাইয়া আসিত, এবং দিনকতক সেখানে থাকিবার পর ক্রোধ হইলে আবার ফিরিয়া যাইত। তারপর মাতৃস্বসা ভবরাণী বিধবা হইয়া যখন মাতুল-গৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হইল, তখন হরনাথের পক্ষে সে স্থানটা নিতান্ত লোভনীয় হইয়া উঠিল; একবার সেখানে আসিলে মাসীমার স্নেহাঞ্চল ত্যাগ করিয়া সহজে যাইতে পারিত না। পতিতপাবন তাহার লেখাপড়ার ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া অনেক বুঝাইয়া শুঝাইয়া পুনরায় তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। হরনাথ কখন বুঝিত, কখন বুঝিত না; এক এক সময়ে দাদামশায়ের তাড়নায় ক্ষুব্ধ হইয়া অভিমানে তাঁহার গৃহত্যাগ করিত বটে, কিন্তু বাপের কাছে চলিয়া যাইত না, নরহরির ঘরে আসিয়া লুকাইয়া থাকিত। পতিতপাবন শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিতেন, এবং মিষ্ট কথায় তাহাকে শান্ত করিয়া বাপের কাছে দিয়া আসিতেন।

এমনি করিয়া হরনাথ কখন পিত্রালয়ে কখন বা দাদামশায়ের কাছে থাকিয়া অনেক কষ্টে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, এবং পাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণে একটা নূতন আশা—নূতন উৎসাহ জাগিয়া উঠিল। যে লেখাপড়াকে সে হিংস্র ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ করিত, সেই লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবার জন্য

তাহার মনে প্রবল আগ্রহ জন্মিল। পিতা কিন্তু তাহার এই আগ্রহ নিবারণে কিছুমাত্র সহায়তা করিলেন না; গ্রাম্য স্কুলে পড়িবার খরচ তিনি কোনরূপে যোগাইয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িবার মোটা খরচ যোগাইবার সামর্থ্য যে তাঁহার নাই ইহা পুত্রকে স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন।

পিতার নিকট হতাশ হইয়া হরনাথ দাদামশায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। উচ্চশিক্ষার জন্য তাহার এই ব্যাকুলতা দর্শনে পতিতপাবন তাহাকে নিরাশ করিতে পারিলেন না, কলেজের খরচ যোগাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। হরনাথ সানন্দে গিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইল এবং দাদামশায়ের সাহায্যে পড়াশোনা করিতে লাগিল। বৎসরান্তে গ্রীষ্মের ছুটীর সময় একবার করিয়া পাঁচুগঞ্জে আসিত, এবং এক মাসেই সকলের কাছ হইতে এক বৎসরের প্রাপ্য স্নেহ আদায় করিয়া লইয়া আবার চলিয়া যাইত।

কিন্তু যেবার হরনাথ বি. এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া দাদামশায়ের কাছ হইতে একখানা কড়া চিঠী পাইল, সেইবার হইতে সে ছুটীতে দেশে আসা বন্ধ করিয়া দিল, এবং দিনরাত করিয়া পড়িয়া বি, এ পাশ করিল। তারপর আইন পড়িয়া, পরীক্ষায় কৃতাকার্য্যতার শুভ সংবাদ লইয়া তিন বৎসর পরে দাদামশায়ের কাছে উপস্থিত হইল।

এই তিন বৎসরের মধ্যে পতিতপাবন ও নরহরির মধ্যে কি ভীষণ বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা হরনাথ জানিত না। উভয়ের

মধ্যে বিবাদের কিছু কিছু সংবাদ পাইলেও সেই সামান্য বিবাদ যে মর্ম্মান্তিক শত্রুতায় পরিণত হইয়াছে এ সংবাদ সে পায় নাই। সুতরাং দাদামশায়ের ন্যায় চৌধুরী দাদাকেও স্বীয় সাফল্যের সংবাদটা জানাইবার জন্য ছুটিয়া না গিয়া থাকিতে পারিল না।

পতিতপাবনের সহিত শত্রুতা থাকিলেও হরনাথের সাফল্যের সংবাদ শ্রবণে নরহরি যেরূপ আহ্লাদিত হইলেন, তাহা পতিত-পাবনের আহ্লাদ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। তিনি যে অন্তরের আনন্দবেগটা কিরূপে প্রকাশ করিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না; হর্ষগদগদকণ্ঠে হরনাথের প্রশংসা করিয়া, তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া, কখন উচ্চ কখন অনুচ্চ হাসি হাসিয়া, এবং হাসির সঙ্গে হুঁকায় টান দিয়া কাশিতে কাশিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া নিজের সহিত হরনাথকেও যেন অস্থির করিয়া তুলিলেন। এই অস্থিরতার মধ্যে হরনাথ বৃদ্ধের যে আন্তরিক নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রমাণ প্রাপ্ত হইল, তাহাতে সে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না, আনন্দে তাহারও চোখ দুইটা জলে টল্ টল্ করিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাসটা এইরূপ অস্থিরতার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিবার পর নরহরি কতকটা স্থির হইয়া বসিলেন, এবং হরনাথ অতঃপর কি করিবে স্থির করিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। হরনাথ কিন্তু তাঁহার এই আগ্রহ নিবারণ করিতে পারিল না ; সে বিনীতভাবে জ্ঞাপন করিল যে, ভবিষ্যৎ এখন তাহার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই রহিয়াছে ; সে পাশ করিয়াছে মাত্র ; পাশের কৃতকার্য্যতা তাহার জীবনকে কোন্ পথে লইয়া যাইবে সে সম্বন্ধে এখনো সে চিন্তা মাত্র করে নাই।

নরহরি ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় তাহাকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট আশা দিলেন এবং কালে সে যে একজন প্রতিপত্তিশালী উকীল হইয়া এখনকার সকল উকীলকেই যশে ও অর্থে পরাভূত করিতে পারিবে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। হরনাথ তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণীকে আশীর্ব্বাদস্বরূপে গ্রহণ করিয়া নিজের প্রসঙ্গটাকে চাপা দিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদামশায়ের সঙ্গে না আপনার মামলা বেধেছিল ?"

নরহরি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ, বেধেছিল, মিটেও গিয়েছে। ঘর কত্তে গেলে এমন মামলা মোকদ্দমা হ'য়েই থাকে।

তবে একটু আক্ষেপ এই যে, সেই তুমি উকীল হ'লে কিন্তু দিনকতক আগে যদি পাশটা কত্তে পারতে, তবে দু'জনারি কতকগুলো টাকা জলে যেতো না।"

হরনাথ হাসিয়া বলিল, "দুই পক্ষ থেকেই ওকালতনামা দিতেন নাকি?"

নরহরি বলিলেন, "নিশ্চয় দিতাম। ওপক্ষ থেকে না হোক, এপক্ষ থেকে তো তুমি নিশ্চয়ই ওকালতনামা পেতে। তা হ'লে কি আজ আমাকে গৌরীর বিয়ের ভাবনা ভাবতে হয়, না বুড়ো বর দেখে বেড়াতে হয়।"

কথা শেষ করিয়া নরহরি হাসিতে থাকিলেও তাঁহার সে হাসিটা ঠোঁটের কোল ছাড়িয়া বাহিরে ফুটিয়া উঠিল না। হরনাথ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "গৌরীর জন্যে তা হ'লে বুড়ো বর দেখবেন নাকি?"

মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক নরহরি উত্তর করিলেন, "কাজেই। ছোকরারা তো একেই বিয়েটাকে মস্ত ঝকমারি মনে করে, অবশ্য মনের ভাব ঠিক তা না হ'লেও মুখে তো এই রকমই ব'লে থাকে। তারপর উপরোধ অনুরোধে প'ড়ে যদিও ঝকমারিটা স্বীকার ক'রে নেয়, কিন্তু এমনি তার মাশুল চেয়ে বসে যে, সেটা মেয়ের বাপেরি ঝকমারির মাশুল হ'য়ে ওঠে।"

হরনাথ বলিল, "মেয়ের বাপ হওয়া আজকাল ঝকমারিই হ'য়ে উঠেছে বটে দাদামশায়, কিন্তু এর তরে ছোকরারা দায়ী নয়, দায়ী তাদের বাপ খুড়োরা—যাঁরা কন্যাদায় কি ভীষণ

ব্যাপার এটা জেনেও যেন কিছু জানেন না এমনি ভাবে মাশুলের চাপ দিতে থাকেন।"

নরহরিও ইহা অস্বীকার করিলেন না, এবং পুত্রের বিবাহের সময় তিনিও যে বৈবাহিকের উপর এইরূপ একটা চাপ দিয়াছিলেন, আর প্রকৃতির ঘাত প্রতিঘাত নিয়মের বশে আজ যে তাঁহাকেও বেশ একটা গুরুতর চাপ পাইতে হইতেছে, ইহা সক্ষোভে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। হরনাথও চিন্তিতভাবে কি উপায়ে গৌরীকে সৎপাত্রের হস্তে সমর্পণ করা যায় নরহরির সহিত তাহার পরামর্শ করিতে থাকিল।

এমন সময় গৌরী ধীরে ধীরে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই নরহরি বলিয়া উঠিলেন, "এই নাও, তোমার গৌরী এসেছে। কে এসেছে তা দেখেছিস্ গৌরি!"

গৌরী দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। হরনাথকে সে খুব ভাল রকমেই চিনিত, এবং এক সময়ে তাহার উপরে আবদার উপদ্রবও কম করে নাই। ধূলা খেলা হইতে পড়াশোনা, পুকুরে সাঁতার কাটা প্রভৃতি সকল কাজেই হরনাথ তাহার গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং অনেক সময়ে হরনাথ গুরুগিরির অধিকার ছাড়িয়া দিতে উদ্যত হইলেও গৌরী জোর করিয়া তাহাকে সে অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিল।

আজ কিন্তু সেই হরনাথকে দেখিয়া গৌরী লজ্জায় যেন জড়সড় হইয়া পড়িল। তাহার কাছে যাওয়া দূরের কথা, মুখ

তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতে পর্য্যন্ত পারিল না। সঙ্কোচ-জড়িত ভাবে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার এই অস্বাভাবিক লজ্জা দেখিয়া নরহরি হাসিয়া বলিলেন, "তুই যে লজ্জায় একেবারে জড়সড় হ'য়ে পড়লি গৌরি! চিন্‌তে পাচ্চিস্ না, এ হরনাথ—তোর বর নয়।"

গৌরীর লজ্জারক্ত মুখখানা প্রগাঢ় রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। রন্ধনশালা হইতে অন্নপূর্ণা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মৃদু তর্জ্জন সহকারে বলিল, "মেয়ের রকম দেখ! হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলি যে? এগিয়ে গিয়ে নমস্কার কর্।"

মাতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে গৌরীর সাহস হইল না; সে সঙ্কোচবিজড়িত পা দুইটাকে কোনরূপে টানিয়া লইয়া হরনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং কোনরূপে একবার মাথাটা নোয়াইয়াই দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

লজ্জার তাড়না একা গৌরীই যে অনুভব করিতেছিল তাহা নহে, হরনাথও বড় কম লজ্জা অনুভব করে নাই। শুধু লজ্জা নহে, লজ্জার সঙ্গে সে অনেকটা বিস্ময়ও অনুভব করিতেছিল। একি সেই গৌরী—যাহাকে সে দশ বছরের চঞ্চলা বালিকা দেখিয়া গিয়াছে? সেই প্রভাতের কোরকটী ইহারই মধ্যে কিরূপে এমন স্ফুটনোন্মুখ হইয়া উঠিল? ইহার সেই বালিকাসুলভ চাঞ্চল্য, সেই হাসি, সেই রাগ অভিমান কাহার শাসনে এমন স্থির গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইল? হরনাথ সলজ্জ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গৌরীর মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিতে পারিল না;

একবার মুখ তুলিয়া চাহিতেই দৃষ্টি আপনা হইতেই নত হইয়া আসিল।

কিছুক্ষণ পরে হরনাথ বিদায় গ্রহণ করিল। যাইবার সময় নরহরি বলিলেন, "একদিন হরনাথকে নিমন্ত্রণ করবে না গা বৌমা ?"

হরনাথ হাসিয়া বলিল, "বিনা নিমন্ত্রণে ক'দিন খাই তাই আগে দেখুন, তারপর নিমন্ত্রণ করবেন।"

নরহরি হাসিয়া উঠিলেন। হরনাথও হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

হরনাথ চলিয়া গেলে অন্নপূর্ণা শ্বশুরের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "হাঁ বাবা !"

বধূর বক্তব্য শুনিবার জন্য নরহরি তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অন্নপূর্ণা কিন্তু কিছুই বলিল না, শুধু মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলছো বৌমা ?"

অন্নপূর্ণা নিরুত্তর। নরহরি দেখিলেন, সে যেন কি বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছে না। দেখিয়া তিনি যেন তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া লইয়া সহাস্যে বলিলেন, "বুঝেছি বৌমা; সেটা হ'লে খুব ভালই হ'তো, কিন্তু তা যে হ'বার নয়।"

"কেন নয় বাবা ?"

"এ হরগৌরীর মিলনে অনেক বাধা আছে।"

"এমন কি বেশী বাধা আছে?"

"খুব মস্ত বাধাই আছে বৌমা। তুমি কি মনে কর, পতিতপাবনের অমতে হরনাথ এ কাজ কত্তে পারবে?"

চিন্তিতভাবে অন্নপূর্ণা বলিল, "তা পারবে না বোধ হয়।"

নরহরি বলিলেন, "আর পতিতপাবনও গৌরীর সঙ্গে নাতির বিয়ে দিতে রাজি হবে না নিশ্চয়।"

একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অন্নপূর্ণা বলিল, "হ'লে কিন্তু ভাল হ'তো বাবা।"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া নরহরি বলিলেন, "এই না খানিক আগে বললে বৌমা, এত ভাল মন্দ দেখে আর কাজ নাই।"

ম্লানমুখে অন্নপূর্ণা বলিল, "মন্দই বা হ'চ্চে কই বাবা?"

নরহরি বলিলেন, "মন্দ যদি তোমার পছন্দ হয় তবে তার জন্য ভাবনা কি? আর কোথাও না জোটে, আমি তো আছি; আমার চাইতে মন্দ বর আর খুঁজে পাবে কি?"

বধূও ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল, "মন্দ তোমার চাইতে অনেক পাব বাবা, ভাল পাওয়াই শক্ত।"

উচ্চ হাসি হাসিয়া নরহরি বলিলেন, "তবে আমার দ্বারা আর হ'লো না বাছা।"

বলিয়া তিনি হুঁকা কলিকা লইয়া হাসিতে হাসিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বাহিরে আসিতেই নরহরি দেখিলেন, পতিতপাবন বৈঠক-

থানায় বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে ব্যাগ হাতে একজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। পতিতপাবনকে সম্বোধন করিয়া নরহরি বলিলেন, "ভায়া যে, কি মনে ক'রে ?"

পতিতপাবন বলিলেন, "নিমন্ত্রণ কত্তে এসেছি দাদা।"

অতঃপর তিনি পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্রলোককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এঁরি নাম নরহরি চৌধুরী। নিমন্ত্রণপত্রটা দিন।"

ভদ্রলোকটী আদালতের একজন পেয়াদা। তিনি ব্যাগ খুলিয়া আদালতের সহি মোহরযুক্ত একখানা কাগজ নরহরির হাতে দিলেন। নরহরি কাগজখানা হাতে লইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এ যে মস্ত বড় নিমন্ত্রণ ভায়া।"

পতিতপাবন উত্তর করিলেন, "পতিতপাবন দত্ত ছোটখাট নিমন্ত্রণ করে না দাদা।"

পেয়াদা দ্বিতীয় একখানা কাগজে নরহরির সহি লইলে পতিতপাবন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিলেন, "নিমন্ত্রণ রাখতে যাচ্চো তো দাদা ?"

নরহরি বলিলেন, "যাব বৈকি ভায়া, তুমি যখন আমার নিমন্ত্রণ রেখেছ, তখন আমি কি তোমার নিমন্ত্রণ না রেখে থাকতে পারি ?"

বলিয়া তিনি উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

হরনাথের সম্মুখে একতাড়া কাগজ ফেলিয়া দিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "দেখ তো ভায়া, কাগজগুলো, মামলাটার হাইকোর্টে আপীল চলতে পারে কিনা।"

কাগজগুলার দিকে শঙ্কাব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হরনাথ বলিল, "কোন্ মামলার কাগজ এগুলা ?"

পতিতপাবন বলিলেন, বেণেপুকুরের মামলার কাগজ। সাক্ষীর জবানবন্দী, জজের রায়ের নকল সব ওর মধ্যেই আছে। বেশ মন দিয়ে রায়ের নকলটা প'ড়ে দেখ দেখি, কোন রকমে খড়ে বড়ে বাড়িয়ে হাইকোর্টে আপীল করা চলে কিনা।"

ওকালতি পাশ করিলেও এবং ভবিষ্যতে এই রকম কাগজ-পত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হইবে জানিলেও উপস্থিত এতগুলা আইনের কূট তর্কে ভরা কাগজ পড়িয়া মতামত প্রকাশ করিতে হইবে শুনিয়া হরনাথের মুখ শুকাইয়া গেল ; সে শুষ্কমুখে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত কাগজের তাড়া খুলিয়া তাহার একখানা কাগজে চোখ বুলাইতে লাগিল। পতিতপাবন বলিলেন, "জজের রায়টা খুব ভাল ক'রে দেখবে। আমিও দেখেছি, কিন্তু গলদ তেমন কিছু পাইনি। জজ বেটা একেবারে গোড়া কেটে দিয়ে রায় লিখেছে, ওর উপর নির্ভর দিয়ে আপীল করা শক্ত কথা। তবে

হাজার হোক আমরা মুখ্যসুখ্যু মানুষ, আমাদের দেখায় তোমাদের দেখায় অনেক তফাৎ। তোমাদের হচ্চে পড়া বিদ্যে।"

বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন। এই প্রশংসায় হরনাথের মুখে কিন্তু একটুও হাসি আসিল না, বরং গভীর বিরক্তিতে মুখ-খানা বিকৃত হইয়া আসিল। তাহার সে বিরক্তির ভাবটুকু পতিতপাবনের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। তিনি সহাস্যে অথচ যেন একটু তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "যখন এই ব্যবসায়ে ঢুকেছ ভায়া, তখন এর পর দিনে এমন দশ বিশ তাড়া কাগজ হাঁটকাতে হবে। কাগজপত্র যত ভাল দেখতে পারবে, ততই বড় উকীল হবে। বড় উকীলরা করে কি? তাদের তো হাত পা দু'টো বেশী নাই, লেজও গজায় না, তারা বাহাদুরী দেখায় শুধু এই কাগজ দেখে। মামলা যায় যায়, কোথাও কোন সূত্র নাই, কিন্তু এই কাগজের ভিতর থেকেই কোথায় একটু কথার গলদ, কোথায় মুন্সেফের রায়ের একটু আঁচড় এমন টেনে বা'র করে যে, নেহাৎ ডুবো মামলাকে ডিগ্ ডিগ্ বাজিয়ে জিতিয়ে দেয়।"

বড় উকীল হইবার আশা রাখিলেও এইরূপ নিতান্ত নীরস দশ বিশ তাড়া কাগজ প্রত্যহ পড়িতে হইবে শুনিয়া ভয়ে হরনাথের প্রাণটা যেন আঁৎকাইয়া উঠিল, এবং সেরূপ বড় উকীল হওয়া অপেক্ষা দুই শত টাকা মাহিনায় তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ বা সব ডেপুটীর চাকরীতে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষাকৃত শ্রেয়ঃ কিনা তাহাই ভাবিতে লাগিল। পতিতপাবন আর কতকগুলা কাগজ

হাঁটকাইতে হাঁটকাইতে তাহার ভিতর হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এই কাগজ খানা দেখ দেখি, এটা হচ্চে সাক্ষীর জবানবন্দী। ধনা জেলে বলছে—সে বেণে-পুকুরে মাছ ধরে বরাবর চৌধুরীমশায়কে মাছের ভাগ দিয়ে আসছে। কিন্তু এখানে আবার জেরায় বলেছে—মাছ বেচে সে টাকা দিয়ে এসেছে, তবে সে টাকা চৌধুরীমশায় একা নিয়েছে, কি অপর কাউকে ভাগ দিয়েছে তা সে জানে না। দত্তমশায় একবার টাকার তাগাদা করেছিল বটে, কিন্তু সে তাঁকে টাকা দেয়নি। কিন্তু জজসাহেব তো রায়ে কোথাও এ কথাটুকু ধরেনি ?"

রায়ের আধখানা পড়া না হইলেও হরনাথ বলিয়া উঠিল, "হাঁ, ধরেনি বটে।"

পতিতপাবন বলিলেন, "কিন্তু প্রধান সাক্ষীর এত বড় একটা গলদ ধরা তো উচিত ছিল। এ তো একটা কম পয়েণ্ট নয়। এমন সব পয়েণ্ট কৌঁচুলীদের হাতে পড়লে রক্ষা আছে কি ?

হরনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি হাইকোর্ট করবেন নাকি ?"

গম্ভীরভাবে পতিতপাবন বলিলেন, "ইচ্ছে তো আছে, তবে একটা বড় উকীল বা কৌঁচুলীকে না দেখিয়ে হাত দিচ্চি না। এখানকার উকীলগুলো কোন কাজের নয়। দেখ না, এমন একটা পয়েণ্ট, জজ্‌কে ধরিয়ে দিতে পারেনি।"

বলিয়া তিনি যেন অবজ্ঞার সহিত ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন।

তারপর কাগজগুলা গুছাইতে গুছাইতে বলিলেন, "তুমি তো এর মধ্যে একবার কলকাতায় যাচ্চো ?"

হরনাথ বলিল, "হাঁ, সার্টিফিকেট নিতে, মেসের বাসাটা তুলে দিতে একবার যেতে হবে বৈকি।"

পতিতপাবন বলিলেন, "তা হ'লে সেই সময়ে তোমার হাতেই কাগজপত্র দেব। ভবানীপুরে রামগোপাল বোসকে দেখাবে। আমি চিঠী লিখে দেব। রামগোপাল বোসকে জান না ? ভবর ভাসুরপোর মামাশ্বশুর। হাইকোর্টের উকীল, মস্ত নামডাক।"

"তা হবে" বলিয়া হরনাথ রায়ের নকলখানা ভাঁজ করিতে লাগিল। পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল কথা, বুড়োর কাছে গিয়েছিলে না ?"

হরনাথ উত্তর করিল, "হাঁ, দেখা কত্তে গিয়েছিলাম।"

পতিত। তা বেশ ক'রেছিলে। মামলা মোকদ্দমার কথা কিছু হ'লো নাকি ?

হর। এমন কিছু কথা হয়নি। আমি জিজ্ঞাসা করায় বললেন, ঘর কত্তে গেলে এমন হ'য়েই থাকে।

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক পতিতপাবন বলিলেন, "বটে ! আচ্ছা, বাছাধনকে একবার হাইকোর্টের জল খাওয়াই, তারপর বোঝাব—ঘর কত্তে গেলে কেমন মামলা মোকদ্দমা হয়। সেখানে তো আর ঘটী বাঁধা দিয়ে মামলা করা চলবে না। সে হাইকোর্ট ! একদিন কৌচুলীর ফি দিতে হ'লে বাছাধনকে ভিটে বিক্রী কত্তে হবে।"

বলিয়া পতিতপাবন যেন একটু আহ্লাদের হাসি হাসিলেন। হরনাথ কিন্তু হাসিল না বা দাদামশায়ের কথার উত্তরে একটী কথাও বলিল না; সে গম্ভীরভাবে বসিয়া একখানা কাগজ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। পতিতপাবন তাহার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাতনীর বিয়ের কথা বুড়ো কিছু বললে?"

হরনাথ বলিল, "হাঁ, চেষ্টা দেখছে।"

উপহাসের সহিত পতিতপাবন বলিলেন, "সে তো আজ বার বছর দেখে আসছে। চেষ্টা দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেয়ে তো ছেলের মা হ'য়ে উঠলো। এর পর ধেড়ে মেয়ে বা'র করবে কোন্ লজ্জায়?"

হরনাথ বলিল, "কন্যাদায় হ'লে মানুষের লজ্জা সম্ভ্রম থাকে কি দাদামশায়? বৈষ্ণবধর্ম্মে একটা প্রবাদ আছে—"লজ্জা মান ভয়, তিন থাকতে নয়।" এখন এই প্রবাদটা আমাদের ঘরে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হ'তে পারে।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে পতিতপাবন বলিলেন "কিছুই হ'তো না ভায়া, কিছুই হ'তো না। আমার কথা শুনলে আজ কোন্ দিন গৌরীর বিয়ে হ'য়ে যেতো। কিন্তু তখন আমি হয়েছিলাম বুড়ো, পাগলা। আচ্ছা এখন বুঝুক, পাগল কে। টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটী যা ছিল, সব তো গিয়েছে, এবার আছে ভিটে। আমারও এবার ছ'শো টাকার দাবী। মোকদ্দমার ভাবনায় বুড়োকে যদি পাগল না করি, তবে আমার নাম পতিতপাবন দত্তই নয়।"

প্রতিহিংসার জ্বালায় পতিতপাবনের মুখখানা যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। হরনাথ বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ভব সম্মুখে আসিয়া বলিল, "হাঁ মামা, এবার তো হরার বিয়ের চেষ্টা দেখলে হয়।"

সচকিতে কাগজের স্তূপ হইতে মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "ওর বিয়ের চেষ্টা আমাদের দেখতে হবে কেন ভব, কত মেয়ের বাপ ওকে মেয়ে দেবার তরে হাত ধরে ব'সে আছে। এই তো মাসখানেক আগেও সাতপুকুরের উমেশ সিং আমার হাতে ধ'রে অনুরোধ; দু'হাজার নগদ দিতে রাজী। আমি কিন্তু বলে দিয়েছি, চার হাজারের এক পয়সা কম হবে না।"

ভব বলিল, "তার কমে কি উকীল জামাই পাওয়া যায়? আমি কিন্তু একটী কথা ব'লে রাখি বাবু, হাজার লাখ আমি জানি না, মেয়েটী কিন্তু দেখতে শুনতে ভাল হওয়া চাই।"

মৃদু হাস্যসহকারে পতিতপাবন বলিলেন, "তাতো চাই-ই;—তোকে কি সে কথা ব'লে দিতে হবে ভব, আমারও যে নিজের গরজ আছে। হরনাথের বৌ এলে তাতে যে আমার আধা আধি ভাগ। (হরনাথের দিকে চাহিয়া) হাস্‌চো কি ভায়া, কলেজের খরচ জুগিয়েছি, চুল চিরে অর্দ্ধেক ভাগ না নিয়ে ছাড়ব নাকি।"

সহাস্যে ভব বলিল, "তা বৌ এসে তোমার মাথার পাকা চুল তুলে তার শোধ দেবে মামা।"

পতিতপাবন বলিলেন, "শুধু তাই? তামাক সাজিয়ে, পা টিপিয়ে সুদ আসল সব শোধ নেব। তবে বুড়োর ভয়েও ছোকরা আবার বৌ নিয়ে না স'রে যায়।"

বলিয়া তিনি হরনাথের মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলে হরনাথ সলজ্জভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভব তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "উঠলি যে! বেরুবি নাকি?"

হরনাথ বলিল, "একটু ঘুরে আসি।"

ভব। তবে একটু জল খাবি আয়।

হর। এখন আর কি জল খাব?

ভব। তুই পিঠে ভালবাসিস্, খানকতক খাবি চল্।

উৎসাহিত ভাবে হরনাথ বলিল, "পিঠে করেছ নাকি মাসী মা? তা হ'লে খানকতক হ'লে তো চলবে না, পেট ভরেই খেতে হবে।"

বলিয়া সে ভবর আগে আগেই গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল। পতিতপাবন কাগজপত্র গুছাইয়া বাঁধিয়া তুলিলেন। তারপর কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিয়া ডাকিলেন, "ভবি!"

ভব উত্তর দিল, "কেন মামা?"

পতিতপাবন বলিলেন, "তোর আক্কেলটা কি রকম বল্ দেখি?"

ভব শঙ্কিতভাবে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল। পতিতপাবন

তাহার দিকে চাহিয়া কৃত্রিম রোষগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ও ছোকরা উকীল হ'য়েছে ব'লে ওকে তাড়াতাড়ি ডেকে খেতে দিলি, কিন্তু এই বুড়ো বেটা কি কেউ নয়? বুড়ো হ'লে কি তার আর আদর যত্নের দরকার হয় না?"

ভব একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, "সর্ব্বরক্ষে! তুমি কি এখন খাবে মামা?"

মাথা নাড়িয়া পতিতপাবন বলিলেন, "খাই না খাই, একবার জিগ্যেস্ করাও তো উচিত ছিল। নাঃ, বুড়ো হ'য়েছি ব'লে এতটা হেনস্তা করা উচিত হয়নি ভবি।"

মৃদু হাসিয়া ভব বলিল, "ঘরের ছেলে চেয়ে খাবে, তার আবার মান অভিমান কি মামা?"

সহাস্যে পতিতপাবন বলিলেন, "ইঃ, বোয়ে গেছে আমার চেয়ে খেতে। কেন, ঘরের ছেলে ব'লে তার মান অভিমান কিছু নাই নাকি? এই আমি ব'লে যাচ্চি ভবি, খাও খাও ব'লে অন্ততঃ পঞ্চাশবার না সাধলে আমি কখনো খাচ্চি না।"

বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং হাসিতে হাসিতেই বাহির হইয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

বাহিরে আসিয়া পতিতপাবন ডাকিলেন, "গোবরা, ওরে বেটা গোবরা !"

গোবর্দ্ধন তখন গোসেবায় নিযুক্ত ছিল, এবং অসভ্য গরু-গুলাকে সভ্যতাবিরুদ্ধ ভাষায় সম্বোধন করিয়া তাহাদিগকে ভদ্রভাবে চলিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেছিল। এমন সময়ে প্রভুর নিতান্ত অভদ্রোচিত সম্বোধনে বিরক্ত হইয়া গোশালার বাহিরে আসিল, এবং বিরক্তি সহকারেই প্রভুর আহ্বানে উত্তর দিল, "কেনে গা ? গোবরা গোবরা ক'রে চেল্লতে লেগেচো কিসের লেগে ? গোবরা কি ঠ্যাংএর ওপর ঠ্যাং দিয়ে ব'সে আছে ?"

হাস্যগম্ভীরস্বরে পতিতপাবন বলিলেন, "না না, গোবরা লম্বা লম্বা ঠ্যাং বাড়িয়ে আমার চোদ্দপুরুষের পিণ্ডী চট্‌কাচ্চে। তুই বেটা ব'সে থাকিস্ না তো করিস্ কি রে ? আমার ঘরে কাজটা কি ? ঐ তো তিনটে গরু।"

ক্রোধগম্ভীর মুখে গোবরা বলিল, "হাঁ গো, দেখতে তিনটে গরু, কিন্তু ও শালার গরু তিনটেতেই তিন গণ্ডা।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "মর্, বেটা বাগ্দীর পুত, শালার গরু কা'কে বলে রে ?"

ভারী মুখে গোবরা বলিল, "কা'কে বলে, কেনে বলে, অত শত জানিনে, কিন্তু সাধে বলি কি কত্তা, গরু তো নয়; যেন রাক্কোস ; এই দিচ্চি এই নাই। তবু তুমি বলবে খেতে না পেয়ে গরুগুলো রোগা হ'য়ে যাচ্চে। যেমন তোমার গরু, তুমিও তেমনি হ'য়েছ কত্তা।"

তাহার এই নিতান্ত অস্তোচিত উক্তিতে পতিতপাবন ক্রুদ্ধ হইলেন না, বরং হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "না, বেটা বাগ্দীর ছেলের বুদ্ধি আর হ'লো না।"

গোবরা বলিল, "সে একেবারে কাঠে খড়ে হবে। বুদ্ধিশুদ্ধি হ'লে কি গতর খাটিয়ে তোমার গাল শুন্‌বো ?"

পতিত। তা না শুনিস্ না শুন্‌বি। এখন যা বলি শোন্ দেখি।

গোবরা। কি বল।

পতিত। একবার ছুটে গিয়ে রঘুঠাকুরকে ডেকে আন্ দেখি।

গোবরা। তা যাচ্চি, কিন্তু ছুটে যেতে পারবো না কত্তা। ছেলেবেলায় এক দমে এক কোশ রাস্তা ছুটে গিয়েছি, এখন বুড়ো মিন্‌সে কি ছুটতে পারি ? দশ পা ছুটলেই হাঁপিয়ে পড়ি।"

হাসিতে হাসিতে পতিতপাবন বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, তোকে ছুট্‌তে হবে না, তুই যেমন ক'রে পারিস্ যা।"

গোবরা। এক্ষুণি যেতে হবে ?

পতিত। হাঁ এক্ষুণি। একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবি, বুঝলি।

গোবরা। বুঝেছি কত্তা বুঝেছি। মুখ্যু সুখ্যু গরীব মানুষ ব'লে কি কথাটা পড়লেও বুঝতে পারি না? তা পারি। বলে—'পড়লে কথা বুঝতে নারে সেই বা কেমন পড়ুশী, ছিপ ফেললে মাছ খায় না সেই বা কেমন বড়্শী।'

আপন মনে গজ্ গজ্ করিতে করিতে গোবরা প্রস্থান করিল এবং যাইতে যাইতে ভদ্র লোকেরা যে ছোট লোকগুলাকে একেবারেই নির্ব্বোধ মনে করিয়া তাহাদের উপর নিতান্ত অন্যায় অবিচার করে ইহাই ব্যক্ত করিতে লাগিল। পতিতপাবন বৈঠকখানার ভিতর হইতে জলচৌকীটা আনিয়া রোয়াকের একপাশে পাতিয়া বসিলেন। সেখান হইতে অস্তগামী সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণধারায় রঞ্জিত পশ্চিমাকাশের কিয়দংশ গাছের ফাঁক দিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, এবং সেই রক্তিমামণ্ডিত আকাশতলে যে একখণ্ড ক্ষুদ্র কৃষ্ণ মেঘ আশার মধ্যে নৈরাশ্যের মত, সুখস্ব... মাঝে দুঃস্বপ্নের ছায়ার মত ভাসিয়া উঠিয়াছিল তাহার... চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

নরহরির নামে বন্ধকী কোবালার ... আসিয়া পতিতপাবন মনে করিয়াছিলেন যে... প্রতিশোধস্পৃহা চরম সার্থকতা লাভ করিবে... চেষ্টার সার্থকতা অনুভব করিয়া এইবার ... পারিবেন বলিয়া ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু ...

ফিরিয়া আসিবার সময় বহির্দ্বারের উপর দণ্ডায়মান গৌরীকে দেখিবামাত্র তাঁহার সে ধারণা যেন সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া গেল। যে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য তিনি দয়া ধর্ম্ম মনুষ্যত্বকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, সেই চরিতার্থতার মধ্যে বিন্দুমাত্র সার্থকতা—কণামাত্র তৃপ্তি দেখিতে পাইলেন না; একটা কঠোর নিষ্ফলতা—বিষম অতৃপ্তি আসিয়া তাঁহার সকল আশা—সকল উৎসাহকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল। মনের ভিতর তীব্র নৈরাশ্য লইয়া পতিতপাবন ফিরিয়া আসিলেন।

ওঃ, কি ফল হইল তাঁহার এত চেষ্টায়, এত পরিশ্রমে! জীবনটা তো সেই মরুভূমিই রহিয়া গেল, বরং নৈরাশ্যের তীব্র জ্বালা আসিয়া তাহার কঠোরতাকে আরও প্রচণ্ড—আরও দুঃসহ করিয়া তুলিল। আর সংসারের সুখশান্তি উপহাসের অট্টহাসি হাসিয়া মরীচিকার মত যে দূরে সেই দূরেই রহিয়া গেল। লাভের মধ্যে দগ্ধ মরুভূমির মধ্য দিয়া ছুটাছুটিই সার হইল। এই অসার উদ্যম—নিষ্ফল চেষ্টা পতিতপাবনের মনে এমনই একটা অবসাদ
[illegible]নিয়া দিল যে, মামলা মোকদ্দমা, জয় পরাজয় সকল জলাঞ্জলি
[illegible]গনি ছুটিয়া কোন চেষ্টাশূন্য প্রতিশোধস্পৃহাবিহীন নির্জ্জন
[illegible]পাইয়া যান। আর কেন এই সংসারবন্ধন! আর কেন
[illegible]হলনা—আশা নিরাশার প্রবল দ্বন্দ্ব! স্থির দৃষ্টিতে
[illegible]আলোকমণ্ডিত আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া
[illegible]ন সেই নিরাপদ স্থানের অন্বেষণ করিতে

আকাশের রক্তিমচ্ছটা অন্ধকারের আবরণে মিলাইয়া আসিল; ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া পশ্চিম আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল; দিবসের তপ্ত বাতাস মেঘের শৈত্য লইয়া অপেক্ষা অধীরগতিতে প্রবাহিত হইল। পতিতপাবনের কিন্তু কোন দিকেই লক্ষ্য রহিল না; তিনি অন্ধকার আকাশপ্রান্তে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

রঘুরাম আসিয়া বলিল, "এই যে দত্তমশাই, বুঝেছেন কিনা আপনি নাকি ডেকেছেন?"

আকাশপ্রান্ত হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া গম্ভীর স্বরে পতিতপাবন বলিলেন, "হাঁ, ব'সো।"

কাছেই একখানা মাদুর পড়িয়াছিল; তাহার উপর বসিয়া রঘুরাম বলিল, "আমিও বুঝেছেন কিনা, আজ দু'বার আপনাকে খুঁজে গিয়েছি।"

পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রঘুরাম বলিল, "সুবি আজ বুঝেছেন কিনা, চৌধুরীদের বাড়ী গিয়েছিল। তা চৌধুরীমশায় বুঝেছেন কিনা, তাকে নাকি বলেছে—আমাকে বুঝেছেন কিনা, আদালতে দাঁড় করাবে।"

পতিতপাবন বলিলেন, "আদালতে তো তোমাকে দাঁড়াতেই হবে। চৌধুরী না করুক, আমি তো তোমাকে আদালতে দাঁড়াবার জন্যেই ডেকেছি।"

ভীতিপূর্ণ স্বরে রঘুরাম বলিয়া উঠিল, "এ্যাঁ, আমাকে বুঝেছেন কিনা, আমাকে আদালতে দাঁড়াতে হবে?"

পতিত। শুধু দাঁড়ালেই হবে না, সাক্ষী দিতে হবে। তুমি হচ্চো এই মামলার প্রধান সাক্ষী।

রঘু। আমি কিন্তু বুঝেছেন কিনা, সাক্ষী টাক্ষী দিতে পারবো না। আমি বামুনের ছেলে হ'য়ে বুঝেছেন কিনা, আদালতে দাঁড়িয়ে হলপ নিয়ে বুঝেছেন কিনা—"

ক্রুদ্ধভাবে পতিতপাবন বলিলেন, "বুঝেছি। বামুনের ছেলে গাঁজায় দম দিয়ে বেড়াতে পার, একবার সুদ আসল বুঝে পেয়ে আবার টাকার লোভে কওলা বেচে ফেলতে পার, আর আদালতে গিয়ে সাক্ষী দিতে পার না?"

ভীতিবিবর্ণ মুখে রঘুরাম বলিল, "টাকা বুঝেছেন কিনা, সুবি বলেছে, ঘটী বাটী বেচে আপনার তের টাকা ফেলে দেব।"

ধমক দিয়া পতিতপাবন বলিলেন,"তের টাকা কিসের? সুদে আসলে সাড়ে চারশো টাকা বুঝে পেয়ে কওলা বেচেছ, সে টাকা ফেরৎ দিতে পারবে? আর টাকা ফেরৎ দিলেও তো লেখা ফিরবে না। সাক্ষী তোমাকে দিতেই হবে।"

একটু ভাবিয়া মুখে কতকটা সাহসের ভাব আনিয়া রঘুরাম বলিল "যদি সাক্ষী না দিই?"

"একবার টাকা সব পেয়েও ফাঁকি দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছ—প্রবঞ্চনার অপরাধে তোমাকে জেলে যেতে হবে।"

ভয়ে রঘুরামের মুখ শুকাইয়া গেল। ভ্রূকুটী ভঙ্গীতে তাহার ভীতিকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "আমাকে

চেন তো? আমার নাম পতিতপাবন দত্ত। আমি দিনকে রাত—রাতকে দিন কত্তে পারি।"

রঘুরাম বসিয়াছিল, কাঁদ কাঁদ মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং পতিতপাবনের একটা হাত ধরিয়া কাতরতার সহিত বলিল, "দোহাই দত্তমশাই, বুঝেছেন কিনা, গরীব বামুন আমি—"

হাতটা সজোরে ছিনাইয়া লইয়া রোষ বিকৃত কণ্ঠে পতিতপাবন বলিলেন, "ও সব বামনাই আমার কাছে খাটবে না। সাক্ষী দেবে কিনা তাই বল।"

রঘুরাম কাঁদিয়া ফেলিল। পতিতপাবন তখন অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বলিলেন, "আমি যা বলি শোনো, তাতে তোমার ভালই হবে। শুধু মেয়েমানুষের মত কাঁদলে কোন ফল হবে না।"

অগত্যা রঘুরামকে বসিতে এবং স্থির হইয়া পতিতপাবনের আদেশ স্বরূপ উপদেশ শুনিতে হইল। পতিতপাবন তাহাকে, বুঝাইয়া দিলেন যে, সাক্ষী দেওয়ায় তাহার লাভ ভিন্ন ক্ষতি কিছুই নাই। পতিতপাবনের স্কন্ধে ভর দিয়া চব্য চোষ্য খাইবে, অথচ খোরাকীর পয়সা এবং যাতায়াতের ন্যায্য খরচ পাইবে। তা ছাড়া দত্তজা খুসী হইয়া তাহাকে টাকাটা সিকিটা দিতেও পারেন। ইহার প্রতিদানে সে শুধু আদালতে দাঁড়াইয়া তাঁহার সপক্ষে দুই চারিটা কথা বলিয়া আসিবে মাত্র এবং তাহা বলিলেই যে তাহার ব্রহ্মত্ব লোপ পাইবে এরূপ কোন সম্ভাবনাই নাই।

রঘুরাম বলিল, "কিন্তু হলপ নিয়ে মিছে কথা বলতে হবে তো ?"

পতিতপাবন বলিলেন, "মিছে কেন, টাকা নিয়ে তুমি আমাকে দলীল বেচেছ এ তো সত্য কথা। এই কথাই বলবে।"

রঘু। কিন্তু চৌধুরীমশায় তো বুঝেছেন কিনা, টাকা সব মিটিয়ে দিয়েছে।

পতিত। সে তো তোমার হাতে দেয় নি, তোমার বাপের হাতে দিয়েছে। আর দিয়েছে কিনা তুমি তার কি জান ? তুমি টাকা দিতে দেখেছ ?

রঘু। না।

পতিত। ব্যস্, তবে তোমার মিথ্যা কথা হ'লো কিসে ? তুমি তো নিজে টাকা নিয়ে পাই না ব'লছো না।

রঘুরামও বুঝিল, কথাটা ঠিক। সুতরাং সে সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। তাহাকে বিদায় দিয়া পতিত-পাবন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ধরণী ক্রমে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল ; গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইয়া পল্লী মুখরিত করিতে লাগিল। পতিতপাবন চমকিত ভাবে উঠিয়া পড়িলেন, এবং বৈঠকখানার ভিতর হইতে হরিনামের মালা আনিয়া পুনরায় চৌকীর উপর বসিলেন।

এমন সময় হরনাথ জামা কাপড় পরিয়া বাহির হইল। পতিত-পাবন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন সময় কোথায় চলেছ ?"

হরনাথ বলিল, "চৌধুরীদের বাড়ীতে।"

"এমন সময়?"

"গৌরীকে দেখতে জনকতক ভদ্রলোকের আসবার কথা আছে। তাই দাদামশায় যেতে বলেছেন।"

পতিতপাবন আর কিছু বলিলেন না দেখিয়া হরনাথ ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল। পতিতপাবন ক্ষিপ্রহস্তে মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে মুখে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

দশম পরিচ্ছেদ

সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হইয়া রঘুরাম বাড়ী ফিরিল বটে, কিন্তু তাহার মনটা যেন কেমন কেমন করিতে লাগিল। সে গাঁজা খাইয়া বেড়াইত বটে, এবং গাঁজার পয়সার টানাটানি হইলে ব্রাহ্মণত্বের দোহাই দিয়া লোকের কাছে দুইটা পয়সা ভিক্ষা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না; কিন্তু ধর্ম্মাধিকরণে তাঁমা তুলসী গঙ্গা-জল হাতে হলপ লইয়া সাক্ষ্য দিতে তাহার মনটা যেন নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, এবং ইহাতে শুধু চতুর্দ্দশ পুরুষের নরকস্থ হইবার আশঙ্কায় ভীত হইল না, যে ব্রাহ্মণত্বের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া ভিক্ষা-বৃত্তির মধ্যেও গৌরব বোধ করিত, সেই ব্রাহ্মণত্বের মর্য্যাদাও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া সে অন্তরে যেন নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

বাড়ী ফিরিয়া সে প্রথমতঃ ভগ্নীর উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। কেন না সুভদ্রাই তো যত নষ্টের মূল। রঘুনাথ তো প্রথমে লিখিতে অস্বীকারই করিয়াছিল, শেষে সুভদ্রার জোর জবরদস্তিতেই লিখিতে বাধ্য হইয়াছিল। এমন কি সুভদ্রা পরের বাড়ী হইতে দোয়াত কলম পর্য্যন্ত চাহিয়া আনিয়াছিল। কাজেই সুভদ্রার ঘাড়ে দোষের ভার সম্পূর্ণ চাপাইয়া দিয়া যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া ভগ্নীকে তিরস্কার করিতে লাগিল। সুভদ্রাও চুপ করিয়া থাকিল না; সেও পিতার সর্ব্বস্ব নষ্টকারী নির্ব্বোধ ভাইকে বেশ দশ কথা শুনাইয়া দিল এবং তাহাতেও

যখন ভ্রাতার তিরস্কারের প্রত্যুত্তর যথেষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না, তখন চোখের জল ঢালিয়া স্বর্গীয় মাতাপিতা ও হতভাগ্য স্বামীকে স্মরণপূর্ব্বক আক্ষেপ প্রকাশ করিতে থাকিল।

রঘুরাম কিন্তু তাহার এই সকরুণ আক্ষেপে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, সে ক্রন্দননিরতা ভগ্নীকে চুলো নামক এক অজ্ঞাত স্থানে যাইবার জন্য আদেশ দিয়া, গাঁজা এক ছিলিম ট্যাঁকে গুঁজিয়া নফর নন্দীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল, এবং গাঁজায় জোর দম দিয়া মনঃক্ষোভ নিবারণে চেষ্টিত হইল।

মনের ক্ষোভ কিন্তু দূর হইল না। রাত্রে ঘুমাইতে ঘুমাইতেও উকীল মোক্তার পরিবৃত আদালতের ভীষণ দৃশ্য স্বপ্নে দর্শন করিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিল। তারপর সকালে উঠিয়াই নরহরি চৌধুরীর নিকট উপস্থিত হইল। সে জানিত, একদিকে যেমন পতিতপাবন দত্ত অন্যদিকে তেমনই নরহরি চৌধুরী। মামলা বাজিতে চৌধুরীমশায় পতিতপাবন দত্তের সমকক্ষ না হইলেও মামলা মোকদ্দমার সলা পরামর্শে তিনিও বড় কম নহেন। সুতরাং তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া সত্য স্বীকার পূর্ব্বক এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি জানিয়া লওয়া রঘুরাম শ্রেয়ঃ বোধ করিল।

বিচারকের সম্মুখে অপরাধীর মত স্বীয় অপরাধের কথা ব্যক্ত করিয়া রঘুরাম পরামর্শ চাহিল। নরহরি সকল শুনিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন, "যখন নিজের হাতে লিখে দিয়েছ, তখন তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে।"

রঘুরাম বলিল, “কিন্তু আদালতে হলপ নিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিলে চোদ্দপুরুষ নরকে যাবে যে।”

নরহরি বলিলেন, “কিন্তু সত্য কথা বললে তোমার সাজা হবে তা জান?”

রঘু। ঐ তো একটা মস্ত ভয়।

নর। কাজেই মিথ্যা সাক্ষী না দিলে তোমার গতি নাই।

রঘু। আপনি কি তাই কত্তে যুক্তি দেন?

নর। কাজেই।

রঘু। কিন্তু তাতে তো আপনার সর্ব্বনাশ।

নর। আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েই আছে, কিন্তু সে জন্য নিরীহ ব্রাহ্মণ তুমি পতিতপাবনের কোপে পড়ো না।

রঘুরাম বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, “কিন্তু আমি যদি সাক্ষী না দিই?”

নর। সে তোমার খুসী, কিন্তু পতিতপাবন তোমাকে ছাড়বে কি?

মাথা নাড়িয়া রঘুরাম বলিল, “সহজে ছাড়বে না। তবে আমিও সহজে যাচ্চি না চৌধুরীমশায়।”

সাক্ষ্যদানে রঘুরামের একান্ত অনিচ্ছা দেখিয়া নরহরি চিন্তিত হইলেন। চিন্তা নিজের জন্য নয়, এই নিরীহ ব্রাহ্মণের জন্য। রঘুরাম যে না বুঝিয়াই এবং পতিতপাবনের প্রলোভনে ভুলিয়াই কাজটা করিয়া ফেলিয়াছে সে বিষয়ে নরহরির বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কেন না, যে খত তমশুক পোড়াইয়া ফেলিয়া নিজের প্রাপ্য

গণ্ডা আদায়ের পথ রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে, তাহার মনে যে কূটবুদ্ধি স্থান পাইতে পারে এমন বিশ্বাস অতি বড় নির্ব্বোধেও করিতে পারে না। সুতরাং যাহা কিছু হইয়াছে, সেটা পতিত-পাবনেরই কৌশলে ঘটিয়াছে। এখন রঘুরাম যদি তাহার সপক্ষে সাক্ষ্য না দেয়, তাহা হইলে পতিতপাবন তাহাকে উদ্বাস্ত না করিয়াই ছাড়িবে না। ব্রাহ্মণ বলিয়া যে তাহাকে ক্ষমা করিবে, পতিতপাবন দত্ত সে পাত্রই নয়। ব্রাহ্মণের পরিণাম চিন্তা করিয়া নরহরি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

নরহরি তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক ভয় দেখাইলেন, অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার কথায় রঘুরাম বুঝিতে পারিল যে, সাক্ষ্য দিলে বাস্তবিক কোন দোষ হইতে পারে না, বরং না দিলেই তাহার গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা। তখন সে আদালতে উপস্থিতির ভীতি পরিহার করিয়া সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইল এবং দাঁও বুঝিয়া পতিতপাবনের নিকট হইতে অন্ততঃ এক মাসের গাঁজার খরচটা আদায় করিয়া লইয়া তবে সম্মতি দিবে ইহা মনে মনে স্থির করিয়া লইল।

কথা কহিতে কহিতে বেলা অনেকটা হইয়া গিয়াছিল। নর-হরি স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। রঘুরামও উঠিয়া চিন্তিত মনে গৃহাভিমুখে চলিল। কিন্তু চৌধুরীদের বাড়ীর সীমানা পার না হইতেই সহসা কে ডাকিল, "ও ঠাকুর!"

পাশেই একটা ছোট ফুলবাগান। সেই ফুলবাগান হইতেই মৃদু কোমল কণ্ঠের আহ্বানটা আসিয়াছিল। রঘুরাম কিন্তু তাহা

ঠিক করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বাগান হইতে অনুচ্চ হাস্যধ্বনি উত্থিত হইতেই রঘুরাম অপ্রতিভ ভাবে চাহিয়া দেখিল, আহ্বানকারিণী আর কেহ নহে, নরহরির পৌত্রী গৌরী। গৌরী স্নানান্তে শুদ্ধ বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া দাদামশায়ের পূজার জন্য পুষ্প চয়ন করিতেছিল; ভিজা চুলের রাশিতে পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়া গিয়াছিল; সেই কৃষ্ণকেশরাশির পাশে স্নানশুদ্ধ মুখখানা পল্লবপার্শ্বে ফুটন্ত ফুলের স্নিগ্ধসৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছিল। সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত মুখের দিকে চাহিয়া রঘুরাম মুগ্ধ দৃষ্টি সহসা ফিরাইয়া লইতে পারিল না।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, "দলীল বেচে কত টাকা পেয়েছ ঠাকুর?"

নতমুখে রঘুরাম উত্তর দিল, "বেশী নয়, তেরো টাকা।"

তীব্র কণ্ঠে গৌরী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আর ক' টাকা বেশী পেলে মানুষের গলায় ছুরী দিতে পার?"

লজ্জায় রঘুরাম মাথা তুলিতে পারিল না; সে নত মস্তকে দাঁড়াইয়া হাতে হাত ঘষিতে লাগিল। গৌরী তীব্র কণ্ঠটাকে আরও একটু তীব্র করিয়া বলিল, "একবার দলীলের সব টাকা বুঝে পেয়ে আবার সেটাকে বেচতে তোমার লজ্জা হ'লো না? বামুনের ছেলে—ধর্ম্মভয়ও কি একটু নাই?"

লজ্জাবিজড়িত স্বরে রঘুরাম বলিল, "আমি তখন বুঝতে পারি নাই।"

"এখন বুঝেছ কি?"

"বুঝেছি।"

"এখন কি করবে তা হ'লে?"

"তাই জানতেই চৌধুরী মশায়ের কাছে এসেছিলাম।"

বলিয়া সে ধীরে ধীরে চৌধুরী মহাশয়ের নিকট আসিবার কারণ বিবৃত করিল। শুনিয়া গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা-মশায় কি বললেন?"

রঘু। উনি তো মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে আসতেই পরামর্শ দিলেন।

গৌরী। এমন অন্যায় পরামর্শ দিলেন উনি?

রঘু। হাঁ, কাজেই ওঁকে অন্যায় পরামর্শ দিতে হ'লো। নয় তো দত্ত মশায় আমাকে বিপদে ফেলবে।

চিন্তামলিন মুখে গৌরী বলিল, "কিন্তু দাদামশায় এতে কি রকম বিপদে পড়বে জান? দেনার দায়ে ওঁর মাথা গুঁজে দাঁড়াবার ঠাঁইটুকুও থাকবে না।"

রঘুরাম বলিল, "তা জেনেও শুধু আমাকে বাঁচাবার তরে উনি এই রকম পরামর্শ দিয়েছেন।"

দাদামহাশয়ের স্বার্থত্যাগের মাহাত্ম্যস্মরণে গৌরীর চিন্তামলিন মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমার দাদামশায় দেবতা।"

রঘুরাম তাহার হর্ষপ্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গৌরী বলিল, "তাঁর কর্ত্তব্য তিনি করেছেন। এখন তোমার কর্ত্তব্য যা, তুমি তাই করবে।"

চিন্তিতভাবে রঘুরাম বলিল, "আমি আর কি করবো ?"

গৌরী তিরস্কার-কঠোর স্বরে বলিল, "তুমি কি ক'রবে তা তুমিই জান। তুমি ব্রাহ্মণ উনি শূদ্র ; শূদ্র হ'য়ে উনি যে রকম স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, ব্রাহ্মণ হ'য়ে তুমি তার চেয়ে বেশী না হোক, অন্ততঃ সেই রকম দৃষ্টান্তও কি দেখাতে পার না ?"

কথাটা বেশ বুঝিতে না পারিয়া রঘুরাম তাহার মুখের দিকে আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে চাহিয়া রহিল। গৌরী বলিল, "দাদামশায় ভেবেছেন, একজন ব্রাহ্মণকে বাঁচাতে গিয়ে যদি গাছতলায় দাঁড়াতে হয় সেও ভাল। কিন্তু তুমি কি মনে কর, এই বয়সে ওঁর শোকে তাপে জর জর বুকখানা এত বড় আঘাত আর সইতে পারবে ? বুড়ো বয়সে বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হ'লে উনি কি আর এক দণ্ডও বাঁচবেন ?"

গৌরীর স্বর গাঢ়—চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া আসিল। তাহার সেই অশ্রুকাতর স্বরে রঘুরামের অন্তরটা যেন বিচলিত হইয়া আসিল। গৌরীর এই কথাগুলা যে তাহার উপর প্রযুক্ত তিরস্কার ইহা তাহার মনে হইল না, সংসারের একমাত্র অবলম্বন বৃদ্ধ দাদামশায়কে বাঁচাইবার জন্য যেন সকাতর প্রার্থনা বলিয়াই বোধ হইল। এই সকরুণ প্রার্থনার উত্তরে সে কি বলিবে তাহা সহসা স্থির করিতে পারিল না। বলিবার অবসরও হইল না ; সহসা মেঘমন্দ্রকণ্ঠে কে ডাকিল, "গৌরি !"

উভয়েই চমকিত ভাবে ফিরিয়া চাহিল, এবং অদূরে পতিত-

পাবনকে দণ্ডায়মান দেখিয়া রঘুরাম শিহরিয়া উঠিল। সে আর ক্ষণমাত্র সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না; পাশের রাস্তা দিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে পলায়ন করিল।

পতিতপাবন ধীরে ধীরে বাগানের বেড়ার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফুল তুলচো গৌরি?"

গৌরী নিরুত্তরে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। পতিতপাবন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "গাঁজাখোর বামুনটার সঙ্গে কি এত কথা হচ্ছিল তোমার?"

ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিয়া সদর্প কণ্ঠে গৌরী বলিল, "তুমি শত্রু, তোমাকে সে কথা বল্‌তে যাব কেন?"

সহাস্যে পতিতপাবন বলিলেন, "তুমি না বললেও আমি বুঝেছি। বামুন যাতে মোকদ্দমায় সাক্ষী না দেয়, সেই জন্য অনুরোধ কচ্ছিলে। কেমন, ঠিক কি না?"

জোর গলায় গৌরী উত্তর দিল, "হাঁ।"

পতিতপাবন বলিলেন, "কিন্তু মিছে অনুরোধ কত্তে গিয়েছ গৌরি, বামুন সাক্ষী না দিলেও মামলায় আমি নিশ্চয়ই ডিক্রী পাব।"

শ্লেষকঠোর স্বরে গৌরী বলিল, "ডিক্রী পেয়ে বুঝি আমাদের ঘর ভেঙে তাড়িয়ে দেবে?"

সহাস্যে পতিতপাবন বলিলেন, "ঘর ভেঙ্গে তাড়াতে পারি, কিন্তু তা আমি করবো না।"

ব্যগ্রস্বরে গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি করবে?"

পতিতপাবন বলিলেন, "ডিক্রীজারি ক'রে নীলামে তোমাকে ডেকে নেব।"

বলিয়া তিনি উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। গৌরী তাঁহার মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে বাগান হইতে বাহির হইয়া গেল। পতিতপাবনও ফিরিয়া নিজের গন্তব্য পথ ধরিলেন।

অল্প দূর যাইতেই নরহরির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নরহরি স্নান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শতনাম গান করিতে করিতে আসিতেছিলেন। পতিতপাবনকে দেখিয়া তিনি দাঁড়াইলেন; সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গিয়েছিলে ভায়া?"

পতিতপাবন বলিলেন, "গিয়েছিলাম মামলার দু'একটা সাক্ষীর যোগাড় কত্তে।"

নর। যোগাড় হ'লো?

পতিত। কতকটা হ'লো বৈকি। মিথ্যা সাক্ষী দিতে সহজে কি কেউ চায় দাদা?

"তা তো বটেই" বলিয়া নরহরি একটু হাসিলেন। পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল না গৌরীকে দেখতে এয়েছিল?"

নর। হাঁ।

পতিত। ঠিক হ'য়ে গেল?

নর। অনেকটা। তবে যতক্ষণ না চার হাত এক হয় ততক্ষণ বলা যায় না। কাল পাত্র আশীর্ব্বাদ কত্তে যাব।

পতিত। বিয়েটা তা হ'লে এই মাসের ভিতরেই হচ্চে ?

নর। ইচ্ছা তো তাই, তারপর বিধাতার ভবিতব্য।

"সে কথা যথার্থ" বলিয়া পতিতপাবন তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া হাতের ছড়িটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেলেন। নরহরি পুনরায় "ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী" উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

বিধাতার ভবিতব্যতা স্বীকার করিলেও নরহরি কিন্তু বিধাতার অলক্ষ্য চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন না, নিজেও রীতিমত চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার সেই চেষ্টাটা এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, তদ্দর্শনে অনেকেই বিস্ময়াপন্ন না হইয়া থাকিতে পারিল না। অন্নপূর্ণা কিন্তু ইহাতে একটুও বিস্ময় অনুভব করিল না; সে বুঝিতে পারিল যে, বৃদ্ধ এত দিনের নিশ্চেষ্টতার প্রায়শ্চিত্ত এই কয় দিনে করিয়া ফেলিবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িয়াছে।

নরহরি কিন্তু নিশ্চেষ্টতার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আদৌ উৎকণ্ঠিত ছিলেন না, পতিতপাবন যে বন্ধকী কোবালার মামলা রুজু করিয়াছিলেন সেই মামলার আশঙ্কাই তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। মামলা যখন রুজু হইয়াছে, তখন সহজে তাহার নিষ্পত্তির সম্ভাবনা নাই, এবং মিথ্যা হইলেও তাহার মিথ্যাত্ব প্রমাণ করা সহজসাধ্য হইবে না। হয় তো এই মিথ্যাই শেষে সত্যরূপে প্রমাণিত হইয়া ডিক্রীর দায়ে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দিবে। তখন গৌরীর বিবাহ দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠিবে; সুতরাং তাহার আগেই গৌরীকে পাত্রস্থ করিয়া একটা দিকে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য যেন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন।

অনেক চেষ্টার পর একটী পাত্র জুটিয়াছিল। দ্বিতীয় পক্ষ হইলেও পাত্রের বয়স বেশী নয়, ত্রিশের এদিকে; লেখাপড়ায় ধুরন্ধর না হইলেও মূর্খ নয়, জমিজমাও কিছু আছে। টাকাতেও কম—নগদ তিন শত, আর গহনা-পত্র কিছু কিছু দিতে হইবে। মোটের উপর ছয় শত টাকা খরচ পড়িবে। নরহরি স্থির করিলেন, তিন বিঘা জমি বিক্রয় করিয়া এই টাকা সংগ্রহ করিবেন, এবং যত শীঘ্র পারেন কাজটা শেষ করিয়া তারপর পতিতপাবনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন।

এই সঙ্কল্প লইয়া নরহরি বিবাহের উদ্যোগে ব্যস্ত হইলেন। পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষে আশীর্ব্বাদের পর বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। নরহরি জমির ক্রেতা খুঁজিতে লাগিলেন। ক্রেতার অভাব হইল না, অনেকেই তাঁহাকে আশা দিল। কিন্তু কার্য্য-কালে যখন সকলেই একে একে পিছাইয়া পড়িতে লাগিল, তখন নরহরি বিপন্ন হইয়া যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

ক্রেতাদের এইরূপ পিছাইয়া পড়িবার কারণ ছিল। পতিত-পাবন যখন শুনিলেন যে, নরহরি গৌরীর বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির করিয়া জমি বিক্রয় দ্বারা অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন, তখন তিনি ক্রেতাদিগকে সাবধান করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, নরহরি চৌধুরী দশ বৎসর আগে এই সকল জমি বন্ধক দিয়া যে টাকা লইয়াছিলেন, সেই বন্ধকী কোবালার মামলা রুজু হইয়াছে, সুতরাং সকলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া জমি খরিদ করিবে। নতুবা শেষে বিবাদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

ঘরের পয়সা দিয়া জমি কিনিয়া কেহই পতিতপাবন দত্তের সহিত সম্ভাবিত বিবাদে অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। সকলেই স্পষ্ট বাক্যে নরহরিকে জানাইয়া দিল যে,"আগে বন্ধকী কোবালার একটা হেস্ত নেস্ত না হ'লে ঘরের কড়ি দিয়ে কে রাস্তার ঝগড়া টেনে আনবে।" নরহরি প্রমাদ গণিলেন। তাঁহার কথায় বন্ধকী কোবালাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অপ্রামাণিক বলিয়া বুঝিলেও বিবাদটা যে সুনিশ্চিত সত্য সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ মাত্র রহিল না। কাজেই নরহরি সহজে খরিদদার পাইলেন না।

কিন্তু সস্তায় পাইলে বিবাদী জিনিষের কথা দূরে থাক, চোরাই মাল পর্য্যন্ত খরিদ করিতে কুণ্ঠিত হয় না এমন লোকও অনেক আছে। তেমনই একজন ক্রেতা পাঁচ বিঘা জমি লইয়া তিন বিঘা জমির দাম দিতে সম্মত হইল। নরহরিকেও অগত্যা তাহাতেই রাজি হইতে হইল। দরদস্তুর ঠিক হইয়া গেল, ষ্ট্যাম্প কাগজে লেখাপড়া হইল; বাকী রহিল কেবল রেজেষ্টারী। রেজেষ্টারী করিয়া দিয়া নরহরি টাকা লইবেন স্থির হইল। পতিত-পাবন ইহা শুনিলেন; শুনিয়া তিনি মোকদ্দমার আগেই বিবাদীয় সম্পত্তি হস্তান্তর হইবার আশঙ্কা জানাইয়া ক্রোকী পরোয়ানার জন্য হাকিমের নিকট প্রার্থনা করিলেন। নরহরি কিন্তু এ সংবাদ পাইলেন না; তিনি গৌরীর বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

বিবাহের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, পতিতপাবনের উদ্যোগ ততই যেন বাড়িয়া উঠিতে থাকিল। বিবাহটা তিনি

কি কিছুতেই বন্ধ করিতে পারিবেন না? হাকিম কি তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন না? প্রার্থনা যদি মঞ্জুর হয়, তাহা হইলে সত্তঃ সত্তঃ ক্রোকের পরোয়ানা বাহির করিয়া জমি-গুলার উপর ক্রোক দিতে—নরহরির টাকা পাইবার পথ রুদ্ধ করিতে হইবে। টাকা না পাইলে বিবাহও বন্ধ হইয়া যাইবে। আর এইবার বিবাহটা বন্ধ করিতে পারিলেই নরহরি আর যে গৌরীর বিবাহ দিতে পারিবে এমন বোধ হয় না। তাহা হইলেই উহার অহঙ্কারের রীতিমত প্রতিশোধ হইবে। ওঃ এত বড় অহঙ্কার! নাতনীর গলায় কলসী বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিবে, তথাপি পতিতপাবন দত্তের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবে না। পতিত-পাবন এতই হীন—এমনই অপদার্থ! এত মামলা মোকদ্দমাতেও কিছু হইল না, কিন্তু এবার সে বুঝিতে পারিবে, পতিতপাবন দত্ত কে—তাহার ক্ষমতা কত। এবার তাহাকে সত্য সত্যই তাহাকে নাতনীর গলায় কলসী বাঁধিয়া জলে ফেলিতে হয় কি না তাহাই দেখা যাইবে। এখন একবার ক্রোকের হুকুমটা পাইলে হয়। তখন শুধু জমি নয়, ঢোল পিটিয়া গ্রামশুদ্ধ লোককে জানাইয়া উহার বাড়ীখানার উপরেও ক্রোক দিতে হইবে। তাহা হইলেই দলাদলির প্রতিশোধ, শশীর ঘরে আগুন দেওয়ার প্রতিশোধ, বিবাহের প্রার্থনায় প্রত্যাখ্যান করিবার প্রতিশোধ, মামলায় জিতিয়া ভোজ দিয়া সেই ভোজে খাওয়াইবার প্রতি-শোধ—সব প্রতিশোধগুলা এক সঙ্গেই শেষ হইয়া যাইবে।

কিন্তু প্রার্থনা যদি নামঞ্জুর হয়? পতিতপাবনের ললাট কুঞ্চিত

হইল। তাহা হইলে অন্য উপায়ে কি বিবাহে বাধা দেওয়া যায় না? যদি গৌরীর বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে কি হইবে এই সব মোকদ্দমায়, কি হইবে ডিক্রী ডিস্‌মিসে? তাহা হইলে এত চেষ্টা—এত পরিশ্রম সবই নিষ্ফল! অন্য উপায় কি কিছুই নাই? হরা ছোঁড়া এ সময়ে কলিকাতায় চলিয়া গেল; কাছে থাকিলে একটা না একটা আইনের পরামর্শ দিতে পারিত।

বিরক্তভাবে পতিতপাবন ডাকিলেন, "গোবরা, ওরে বেটা গোবরা!" গোবর্দ্ধন তখন কার্য্যান্তরে গিয়াছিল, সুতরাং তাহার সাড়া না পাইয়া পতিতপাবন রাগে আগুন হইয়া আপন মনে গোবরা বেটার চতুর্দ্দশ পুরুষের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন এবং দাঁতে দাঁত চাপিয়া অস্থির ভাবে বৈঠকখানার সম্মুখে পদ-চারণা করিতে থাকিলেন।

এমন সময় নরহরি তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং পতিত-পাবনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওহে ভায়া, পরশু গৌরীর বিয়ে।"

পতিতপাবনের বিস্ময়স্তব্ধ কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "পরশু!"

নরহরি বলিলেন, "হাঁ পরশু। সাতাশে দিন ঠিক হ'য়েছিল, কিন্তু বর পক্ষের তাড়া—তাদের নাকি শুভ্র অশৌচের সম্ভাবনা আছে। তা আমিও বলি শুভস্য শীঘ্রং। তবে বড্ড তাড়াতাড়ি হ'লো। হোক্, ওর যদি বিয়ের ফুল ফুটে থাকে, আমি তাতে ক্ষুধে বাধা দিই কেন। জাঁকজমক তো হবেই না, তবু মনে

করেছিলাম, পাঁচজনকে নিয়ে একটু আমোদ-প্রমোদও তো কত্তে হবে। তা নাই হোক, আমোদ-আহ্লাদ, এখন আপনা আপনি ক'জনকে নিয়ে কোন রকমে চার হাত এক ক'রে দিতে পারলে হয়। তুমি কি বল?"

পতিতপাবন বলিবে কি, যেন একটা ভয়ানক দুঃসংবাদ শ্রবণে তাঁহার বাক্‌শক্তি পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং সৌজন্যের অনুরোধেও একটা হাঁ না বলিয়া কথায় সায় দিতে পারিলেন না, শুধু উদ্বেগ-ব্যাকুল দৃষ্টিতে নরহরির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নরহরি কিন্তু তাঁহার সে উদ্বেগটুকু লক্ষ্য করিতে না পারিয়া প্রীতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "তা হ'লে যেন ভুলো না ভায়া। আর ভুলবেই বা কি ক'রে, গৌরী তো একা আমার নাতনী নয়। হাজার ঝগড়া বিবাদ কর, ভালবাসার টান যাবার নয়।"

বলিয়া তিনি একটু স্নিগ্ধ হাস্য করিলেন। পতিতপাবন মাথা নীচু করিয়া লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "তা বটে।"

নরহরি বলিলেন, "নাতনীর বিয়ে, দেখা শোনা সব ভার তোমার। আমি আর বেশী কি বলবো। এখন হরনাথ এসে পড়লে হয়। সে জান্‌তো সাতাশে বিয়ে, সেই মতই আসবে ব'লে গিয়েছিল। আজ তো তাকে টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছি।"

"টেলিগ্রাম করেছ?"

"হাঁ, এগারটার সময় নিজে গিয়ে টেলিগ্রাম ক'রে এসেছি।"

"কিন্তু টাকা কড়ির যোগাড় সব হ'য়েছে?"

"সে এক রকম হওয়াই। নব ঘোষ জমি কিনছে কি না, কাল রেজেষ্টারী হ'য়ে গেলেই—"

তীব্র কণ্ঠে পতিতপাবন বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু কার জমি তুমি বেচতে যাচ্চো তা জান ?"

নরহরি হাসিয়া বলিলেন, "জমি আমার, তবে এখন তোমার হবে কি আমারি থাকবে, মামলা শেষ না হ'লে তার মীমাংসা হবে না। তা হোক্ না ভায়া, গৌরীর বিয়েটা তো হ'য়ে যাক্, তারপর মামলায় যদি ডিক্রীই পাও, টাকা আদায়ের তরে তোমাকে ভাবতে হবে না। জমি জায়গায় আদায় না হয়, আমি তো আছি। আমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে জেলে দিও। বুড়ো বয়সে জেলে ব'সে দিব্যি হরিনাম করবো, আর দু'বেলা দু'মুঠো খাব।"

বলিয়া তিনি উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিলেন, এবং হাসিতে হাসিতেই পতিতপাবনের মুখের উপর একটা উজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। পতিতপাবন দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া হাত দুইটাকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গোবর্দ্ধন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বুড়ো আজ আবার এয়েছিল কেন কত্তা? আবার নেমন্তন্ন নাকি ?"

ক্রোধগম্ভীর কণ্ঠে "হুঁ" বলিয়া পতিতপাবন ধীরে ধীরে গিয়া বৈঠকখানায় উঠিলেন, এবং চৌকীখানার উপর অবসন্নভাবে

বসিয়া পড়িয়া তামাক দিবার জন্য গোবর্দ্ধনকে আদেশ দিলেন। গোবর্দ্ধন তামাক সাজিয়া আনিল। তাহার হাত হইতে হুঁকা লইয়া পতিতপাবন বলিলেন, "সকাল সকাল কাজকর্ম্ম সেরে খেয়ে নিবি। আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

গোবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যেতে হবে কর্ত্তা ?"

পতিত। চুলোয়।

গোব। এই রাত্তিরে ?

পতিত। হাঁ।

"আচ্ছা" বলিয়া গোবর্দ্ধন কাজ সারিতে চলিয়া গেল। পতিতপাবন চিন্তিতভাবে হুঁকায় মৃদু মৃদু টান দিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

"সুবি !"

"কেন দাদা ?"

"টাকাগুলো ফেরৎ দে তো।"

"কোন্ টাকাগুলো দাদা ?"

বিরক্তভাবে রঘুরাম বলিল, "কোন্ টাকা আবার ! একেবারে যে নেকী সেজে বস্‌লি।"

সুভদ্রা চুপ করিয়া রহিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া রঘুরাম ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "দত্তমশাই সেদিন টাকা দিয়ে গিয়েছিল না ?"

সুভদ্রা বলিল, "হাঁ, তেরো টাকা দিয়ে গিয়েছিল বৈকি।"

মুখভঙ্গী করিয়া রঘুরাম বলিল, "দিয়ে গিয়েছিল বৈকি ! সে টাকা কি হলো ?"

সুভ। খরচ হ'য়ে গিয়েছে।

রঘু। কিসে খরচ হ'লো ? আমার শ্রাদ্ধে ?

সুভ। কতক তোমার শ্রাদ্ধে, কতক আমার শ্রাদ্ধে।

রঘু। তোমার শ্রাদ্ধেই বেশী খরচ হ'য়েছে। খাওয়া তো নয়—যেন রাহুর আহার। ভাতের কাঁড়ি দেখলে ভয় পায়। মেয়ে মানুষগুলো বিধবা হ'লে মনে করে, সংসারটা শুদ্ধ খেয়ে ফেলি।

সুভ। তবু একবেলা খাওয়া।

রঘু। ঐ এক বেলাতেই তিন বেলার শোধ হ'য়ে যায়।

অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে সুভদ্রা বলিল, "আমি কি এতই খাই দাদা?"

তাহার স্বরে অভিমানের কাতরতা লক্ষ্য করিয়া রঘুরাম কর্কশ কণ্ঠটাকে অপেক্ষাকৃত কোমল করিয়া বলিল, "আমি কি শুধু তোর কথাই বল্‌চি সুবি, মেয়েমানুষ জাতটাই এই রকম, শুধু খাই খাই। তবে বিধবারা সব চেয়ে একটু বেশী।"

ম্লানমুখে সুভদ্রা বলিল, "হাঁ, কেন না [illegible] হয় কি না।"

তাহার কথায় সুভদ্রা আঘাত পাইয়াছে দেখিয়া রঘুরাম আর কিছু বলিল না, নীরবে বসিয়া তামাক সাজিতে লাগিল। সুভদ্রা কিন্তু চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; আঘাতের প্রতিঘাত দিবার উদ্দেশ্যে বেদনাগম্ভীর স্বরে বলিল, "মার পেটের বোন কম খায় কি বেশী খায়, খুব নজরে পড়ে দাদা, কিন্তু বৌ এসে যদি দু'বেলা দু'পাথর খেতো, তাতে একটা কথাও হ'তো না।"

রঘুরাম ঈষৎ হাসিল; বলিল, "হ'তো কি না হ'তো—বৌ এলে দেখতিস্ সুবি।"

সুভদ্রা বলিল, "সে আমার অনেক দেখা আছে দাদা।"

রঘুরাম বলিল, "ঐ দেখা আছে ব'লেই ও চেষ্টাও করি না সুবি।"

রাগে ঠোঁট ফুলাইয়া সুভদ্রা বলিল, "তা বল্‌বে বৈকি দাদা,

আমার ভয়েই তুমি বিয়ে কর না ? তোমার বৌ আসবে, তাকে নিয়ে তুমি সংসারী হবে, তাতে আমার বড্ড অনিচ্ছে, না ?”

রঘুরাম বলিল, “এখন ইচ্ছে আছে সুবি, কিন্তু বৌ এলে এর পর ভিটে তো ভিটে, গাঁয়ে পর্য্যন্ত কাক বসতে পারতো না।”

সুভ। আমার ঝগড়ার চোটে নাকি ?

রঘু। একার নয়, দু'জনের ঝগড়ার চোটে। এই দেখ্ না, কোথায় বৌ তার ঠিক নাই, এরি মধ্যে তার দু'বেলা দু'পাথর খাওয়া দেখছিস্; সত্যি সত্যি বৌ এলে কি তুই বাঁচতিস্ ? হিংসেয় ফেটে ম'রে যেতিস্।”

রোষগম্ভীর মুখে সুভদ্রা বলিল, “তুমি সেই রকমই মনে কর দাদা। কিন্তু বৌ এনেই দেখ দেখি, আমি ফেটে ম'রে যাই কি বেঁচে থাকি।”

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক রঘুরাম বলিল, “দেখে আর কাজ নাই সুবি, না দেখে বরং বেশ আছি। ভাই বোনে দিব্যি রয়েছি; তুই গাল দিচ্চিস্, আমি শুনছি, আমি গাল দিচ্চি, তুই কাঁদচিস্; আমি ডাকচি সুবি, তুই ডাকচিস্ দাদা। এর ভেতর একটা পরের মেয়েকে আনলে তুই আমার পর হ'য়ে যাবি, আমিও তোর পর হ'য়ে যাব।”

ভায়ের কথায় সুভদ্রা না হাসিয়া থাকিতে পারিল না; বলিল, “তাই ব'লে কি তুমি বিয়ে করবে না দাদা ?”

রঘুরাম বলিল, “একেবারেই যে বিয়ে করবো না এমন কথা

বলতে পারি না। তবে বিয়ে ক'রবো বললেই তো বিয়ে হয় না, এক রাশ টাকা চাই।"

সুভদ্রা বলিল, "হাঁ, তোমাকে ব'লেছে এক রাশ টাকা চাই। বড় জোর শ'চারেক টাকা।"

রঘুরাম হাসিয়া বলিল, "চার টাকার সংস্থান নাই, চারশো টাকা আসবে কোথা হ'তে সুবি ?"

সুভদ্রা বলিল, "সে যেখান থেকে হোক আসবে। তুমি চেষ্টা দেখ দেখি।"

ভগ্নীর মুখের উপর সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রঘুরাম বলিল, "কোথা থেকে আসবে তাই বল্।"

সুভ। সে আমি যোগাড় ক'রে দেব।

রঘু। যোগাড় করবি ? না তোর নিজের পুঁজি ভাঙবি ?

সুভ। হাঁ, আমি মস্ত টাকার মানুষ কি না, আমার এত টাকা পুঁজি আছে।

রঘু। নিশ্চয় আছে। না থাকলে তুই ভরসা দিস্ কোথা থেকে ?

সুভ। সে আমি যেখানে থেকেই দিই, তুমি চেষ্টা ক'রেই দেখ না।

রঘু। আচ্ছা, তা দেখবো। এখন তোর পুঁজি থেকে তেরোটা টাকা দিয়ে তার নমুনা দেখা দেখি।

সুভ। কপাল আর কি! আমার আবার পুঁজি! আমার পুঁজি কোথা থেকে আসবে দাদা ?"

রঘুরামের মুখখানা বিরক্তিতে বিকৃত হইয়া আসিল; বলিল, "সে আমি জানি সুবি, বাইরে তুই মহাজনী করিস্, আর আমি চাইলেই তোর পুঁজি পাটা সব উড়ে পুড়ে যায়। আমাকে একেবারে কপাল দেখিয়ে দিস্।"

সুভদ্রা চুপ করিয়া রহিল। তাহার এই নীরবতায় ক্রুদ্ধ হইয়া রঘুরাম বলিল, "চুপ ক'রে রইলি যে? টাকা দিবি না?"

"টাকা থাকলে তো দেব।" ঝঙ্কারের সহিত কথাটা বলিয়া সুভদ্রা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, এবং প্রদীপ জ্বালিয়া সন্ধ্যা দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। রঘুরামের কলিকার আগুন তখন ধরিয়া উঠিয়াছিল; সে সুভদ্রার স্পষ্ট জবাবে চিন্তিত হইয়া গম্ভীর ভাবে হুঁকায় টান দিতে থাকিল।

এমন সময় বাহির হইতে পতিতপাবন ডাকিলেন, "রঘু-ঠাকুর!"

সে আহ্বানে রঘুরাম শিহরিয়া উঠিল, এবং দত্ত মহাশয়ের আহ্বানের উত্তর দিবে কি না তাহাই ভাবিতে লাগিল। পতিত-পাবন পুনরায় উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন। সুভদ্রা ঘরের বাহিরে আসিয়া ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মানুষ ডাকচে, শুনতে পাও না?"

বিরক্তির সহিত ভ্রূভঙ্গী করিয়া রঘুরাম বলিল, "না, আমি কি কিছু শুনতে পাই?"

সুভ। তবে সাড়া দাও না কেন?

রঘু। তুই তো সাড়া দিলেই পারিস্।

সুভ। তুমি থাকতে আমি সাড়া দেব? তুমি বল কি দাদা?

রঘু। কি এমন মন্দ বলছি! পাড়ায় পাড়ায় দালালী ক'রে ঘুরে বেড়াতে পারিস্, আর সাড়া দিতেই বুঝি যত দোষ।

সুভদ্রা ভ্রাতার মুখের উপর তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। এমন সময় পুনরায় ডাক আসিল, "শুনতে পাও না ঠাকুর?"

ভগ্নীর দিকে চাহিয়া রঘুরাম ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি যে, বল না বাড়ী নাই।"

সুভদ্রা বলিল, "ও মা, বাড়ী নাই বলবো কেমন ক'রে! ঠায় ব'সে রয়েছ যে।"

রাগে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া রঘুরাম বলিয়া উঠিল, "আমি ব'সে থাকি, শুয়ে থাকি, তাতে তোর বাবার কি? তুই শুধু বল্‌বি যে বাড়ীতে নাই।"

সুভদ্রাকে কিছুই বলিতে হইল না; তৎপূর্ব্বেই পতিতপাবন বাড়ীর ভিতর আসিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সে কথা তুমি নিজেই এতক্ষণ বললে পারতে তো ঠাকুর, তা হ'লে আমাকে এত ডাকাডাকি কত্তে হ'তো না।"

হুঁকা ফেলিয়া ত্রস্তে উঠিয়া রঘুরাম লজ্জিতভাবে বলিল, "দেখুন তো দত্তমশাই, কখন থেকে আবাগীকে বল্‌ছি, তা বুঝেছেন কি না—"

ঈষৎ হাসিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "বুঝেছি বৈ কি কিন্তু

আজ চৌধুরীদের বাড়ীতে কেন গিয়েছিলে, সেইটাই বুঝতে পাচ্ছি না।”

সুভদ্রা তাড়াতাড়ি আসন আনিয়া দিল। পতিতপাবন কিন্তু বসিলেন না ; বলিলেন, “আমার ব’সবার সময় নাই। তোমারও ব’সে থাকলে চলবে না রঘুঠাকুর, এখুনি আমার সঙ্গে যেতে হবে।”

রঘুরাম ভীত ভাবে কোথায় যাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলে পতিতপাবন তাহাকে জানাইলেন যে, রাতারাতি তিনি মহকুমায় যাইবেন, তাঁহার সঙ্গে রঘুরামকেও যাইতে হইবে। এবং যদি প্রয়োজন হয়, তাঁহার সপক্ষে দুইটা কথা বলিয়া আসিবে। রঘুরাম ভীতিবিহ্বল ভাবে বলিল, “কাল থেকে আমার মাথা ধ’রে আছে।”

পতিতপাবন বলিলেন, “গাঁজা টেনে ঘরের ভিতর ব’সে থাকলে মাথা ধ’রেই থাকে। রাত্রে পথ হাঁটলে মাঠের ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথা ছেড়ে যাবে। যদি তাতেও না ছাড়ে, তবে এক ভরি গাঁজা কিনে দেব।”

এক ভরি গাঁজার লোভে রঘুরামের চোখ দুইটা মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্তেই লোভটাকে দমন করিয়া পতিতপাবনকে বলিল যে, এক ভরি কেন, তিন ভরি গাঁজা পাইলেও সে যাইতে পারিবে না। কেন না তাহার শরীর বড়ই অসুস্থ। পতিতপাবন ভ্রূকুটী করিয়া তাহার মুখের উপর স্থির গম্ভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন, “চৌধুরী বুঝি এর চাইতেও বেশী দিতে চেয়েছে রঘুঠাকুর ?”

রঘুরাম নতমস্তকে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। পতিতপাবন তখন পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিলেন, এবং নোটখানা রঘুরামের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "চৌধুরী এর চাইতে বেশী বোধ হয় দিতে পারবে না। খেয়ে দেয়ে ঠিক হ'য়ে থাক, যাবার সময় তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব। যদি ঠিকমত বল্‌তে পার, আমার কাজ যদি সিদ্ধ হয়, তবে ফিরে এসে আর একখানা পাবে।"

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই পতিতপাবন দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। রঘুরাম স্তব্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে নোটখানার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

সুভদ্রা বলিল, "তা হ'লে উঠে খেয়ে নেবে চল।"

রঘুরাম উত্তর দিল না। সুভদ্রা ক্ষিপ্রহস্তে নোটখানা তুলিয়া লইয়া আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে ভাত বাড়িতে চলিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"ও গৌরি, তোর নাকি বিয়ে ?"

পতিতপাবনকে দেখিয়া গৌরী যেন একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল, এবং হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রের মধ্যে হস্তস্থিত কাজলপাতাখানা লুকাইবার চেষ্টা করিল। পতিতপাবন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কাজলপাতাখানা ঢেকে ফেললেই কি লজ্জাটাকে ঢাকতে পারবি গৌরী ?"

গৌরী নতমুখে লজ্জার মৃদু হাসি হাসিল। পতিতপাবন ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চৌধুরী কোথায় ?"

গৌরী উত্তর করিল, "কোথায় গিয়েছেন।"

পতিত। গিয়েছেন কখন্ ?

গৌরী। সকালে।

পতিত। এখনো ফেরেন নি ?

গৌরী। না।

পতিত। কখন্ ফিরবেন ?

গৌরী। জানি না।

একটু ভাবিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "তা হ'লে বোধ হয় জমি রেজেষ্টারী ক'রে দিতে গিয়েছে ?"

গৌরী বলিল, "তা হবে।"

মাথা নাড়িয়া পতিতপাবন বলিলেন, "তা হবে নয়, নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু রেজেষ্টারী আর হচ্চে না।"

"কেন হবে না ?"

"সে পথ বন্ধ ক'রে তবে ঘরে এয়েচি। এ আর কেউ নয় গৌরী, পতিতপাবন দত্ত। পতিতপাবন যা ধরে তা সহজে ছাড়ে না।"

গৌরী তাঁহার উক্তির মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না, সুতরাং সে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পতিতপাবন সহাস্যে বলিলেন, "বুড়ো এতক্ষণ হতাশ হ'য়ে মুখখানাকে অন্ধকার ক'রে ফিরে আসছে নিশ্চয়। সেই সঙ্গে অভিশাপে আমাকে ভস্ম ক'রে দিচ্চে, কিন্তু আমি যে এখানে দিব্যি দাঁড়িয়ে তোর সঙ্গে গল্প কচ্চি, তা তো জানছে না।"

বলিয়া তিনি হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার সে হাস্যধ্বনি যেন কঠোর বজ্রধ্বনির ন্যায় গৌরীর কর্ণে প্রতিহত হইয়া তাহার মুখখানাকে বিকৃত করিয়া দিল। তাহার সেই বিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "আমার কথায় তোর রাগ হচ্চে, না গৌরী ?"

গম্ভীর কণ্ঠে গৌরী উত্তর দিল, "রাগের কথা শুনলেই রাগ হয়।"

পতিতপাবন বলিলেন, "তোর আরও বেশী রাগ হবে গৌরী, যদি শুনিস্ বিয়ে আজ আর হবে না।"

বলিয়া তিনি গৌরীর মুখের উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই গৌরী মুখ নীচু করিল। পতিতপাবন বলিলেন, "সত্যিই বলছি গৌরী, আজ তো বিয়ে কিছুতেই হচ্চে না।"

ঠোঁট ফুলাইয়া রোষবিকৃত কণ্ঠে গৌরী বলিয়া উঠিল, "তবে আর কি!"

পতিতপাবন বলিলেন, "তবে আর কি নয় গৌরী, আজ বিয়ে না হ'লে কি হ'বে জানিস্?"

"কি হবে?"

"বুড়োর মুখে চুণকালি পড়বে, জাত কুল মান ইজ্জৎ সব যাবে।"

গৌরীর চোখমুখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল; মুখ তুলিয়া রোষক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "তাতে তোমার লাভ?"

তীব্র হাস্যস্ফুরিত কণ্ঠে পতিতপাবন উত্তর করিলেন, "আমার লাভ—আমাকে অপমান ক'রবার প্রতিশোধ।"

তাঁহার উপহাস কঠোর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অশ্রুগাঢ় স্বরে গৌরী বলিল, "আচ্ছা, দাদামশায়কে না খুন করলে কি তোমার আশা পূর্ণ হবে না?"

মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে পতিতপাবন বলিলেন, "ঠিক তাই গৌরী। খুন করলে যদি ফাঁসীর ভয় না থাকতো, তবে এদ্দিন নিজের হাতেই বুড়োর বুকে ছুরী বসিয়ে দিতাম।

কিন্তু তার জন্য আমার আক্ষেপ নাই। এবার যে ছুরী তুলেছি, তাতে বুড়োর বুকের হাড়গুলো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটবে; মরবে না, অথচ জ্বালায় ছট্‌ফট্ করবে।"

পতিতপাবনের মুখখানা ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, চোখ দুইটা ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের মত জ্বলিতে লাগিল। গৌরী ভয়ে তাঁহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। পতিতপাবন চাদরের খুঁটে কপালের ঘাম মুছিয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "বুড়ো ফিরে এলে বলিস্, আমি এসেছিলাম। সন্ধ্যার পর বিয়ের লগ্নের সময় আর একবার আসবো। এখনো যদি সে বাঁচতে চায়, এই পতিতপাবন দত্তের হাতে পায়ে ধরে তার হাতে তোকে সম্প্রদান করবে।"

কথা শেষ করিয়াই পতিতপাবন ঠিক ঘূর্ণী ঝড়ের মত ছুটিয়া চলিয়া গেল। গৌরী নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার সঙ্গে কথা কইছিলি, গৌরী? ও বাড়ীর ঠাকুর না?"

বিরক্তির সহিত মুখ মচ্‌কাইয়া গৌরী উত্তর দিল, "হাঁ, তিনিই।"

"কি এত বলছিলেন?"

"কত কথা।"

"কিসের কত কথা?"

"আমি জানি না।"

"তোর কাছে বল্‌ছিলেন, আর তুই জানিস্‌ না? কি বিয়ের কথা, পায়ে ধরার কথা হচ্ছিল।"

ঝঙ্কার দিয়া গৌরী বলিল, "শুন্‌তে পেয়েছ তো আবার জিগ্যেস্‌ ক'চ্চো কেন?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "দু' চারটে কথাই কাণে এয়েচে; আমি কি সব শুনতে পেয়েছি।"

"না পেয়ে থাক, না পেয়েছ; আমি এখন এত বকতে পারবো না।"

বলিয়া গৌরী মায়ের মুখের উপর একটা বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মাতার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতে উদ্যত হইতেছিল, এমন সময় নরহরি বাড়ী ঢুকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিলেন, "বৌমা!"

আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পতনোন্মুখ দেহটাকে ধরিয়া ফেলিল এবং মায়ে ঝিয়ে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে দাবার উপর বসাইয়া দিল। গৌরী পাখা আনিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে আরম্ভ করিল, অন্নপূর্ণা তাঁহার চোখে মুখে জলের ছিটা দিতে দিতে ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, "বাবা! বাবা!"

কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলিয়া চাহিয়া নরহরি ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে বধূকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "কেঁদো না বৌমা, গৌরীর বিয়ে না দিয়ে আমি মত্তে পারবো না!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গভীর দুশ্চিন্তা ও নিদারুণ লজ্জার ভার লইয়া সন্ধ্যার অন্ধকার যতই পৃথিবীর বুকের উপর চাপিয়া বসিতে থাকিল, নরহরি ততই উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল দৃষ্টিতে ঘন ঘন পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পুরোহিত রামবল্লভ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "আটটার পরেই লগ্ন, কিন্তু কৈ, বর বা বরযাত্রী কারো দেখা নাই যে ?"

উমেশ ঘোষ মুখের কাছ হইতে হুঁকাটা একটু সরাইয়া বলিলেন, "একটু এগিয়ে দেখলে না কেন হে নরহরি ? পথ ভুলে মাঠে ঘুরে বেড়ায় নি তো ?"

নরহরি চিন্তিতভাবে উত্তর করিলেন, "এই সন্ধ্যার সময় পথ ভুলে ঘুরে বেড়াবে ?"

ঘোষজা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, এই মুখ-আঁধারের সময়েই দিশা লাগিয়া পথ হারাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বলিয়া তিনি স্বীয় উক্তির প্রমাণ স্বরূপে, কবে মদীয় কনিষ্ঠ শ্যালকের বিবাহ দিতে গিয়া দিশাহারা হইয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একটা মাঠকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত

গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। সে গল্পের শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার মত ধৈর্য্য তখন নরহরির ছিল না, তিনি পাড়ার দুইজন যুবককে মাঠ পর্য্যন্ত আগাইয়া দেখিতে পাঠাইলেন।

অনেকক্ষণ পরে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, মাঠের অর্দ্ধেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াও তাহারা কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। অনেক ডাকাডাকি করিয়াও কাহারও কোন সাড়াশব্দ পায় নাই। তাহাদের কথায় সকলেই হতাশ হইয়া নীরবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল।

সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সকলকে আশ্বাস দিয়া পুরোহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "ঠিক হ'য়েছে, শেষ রাত্রে একটা লগ্ন আছে; বোধ হয় সেই লগ্ন ধরেই আসবে।"

"কোন লগ্ন ধরেই তারা আসবে না চক্কোত্তি মশাই, তাদের বদলে আমরাই এসেছি।"

লাঠির ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতে করিতে পতিতপাবন হরনাথের সহিত উপস্থিত হইলেন এবং সকলের বিস্ময়চকিত দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সহাস্য কণ্ঠে বলিলেন, "টাকার যোগাড় যখন হ'লো না, তখন ভদ্রলোকেরা অনর্থক এসে ফিরে যাবে, একটা কেলেঙ্কারী হবে, গাঁয়ে হৈ চৈ পড়ে যাবে, এই সব সাত পাঁচ ভেবে চিঠী একখানা লিখে গোবরাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সন্ধ্যার আগে গোবরা ফিরে এসেছে।"

শুনিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিল। বিষাদগম্ভীর কণ্ঠে নরহরি বলিলেন, "আমার এমন সর্ব্বনাশ করলে পতিতপাবন?"

পতিতপাবন হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তোমার সর্ব্বনাশে আমার পৌষ মাস, চৌধুরী।"

ব্যর্থরোষে নরহরির ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। পতিতপাবন বসিয়া ঘোষজার হাত হইতে হুঁকা লইলেন, এবং তাহাতে মৃদু টান দিতে দিতে বলিলেন, "এখন কি করবে চৌধুরী?"

নরহরি নিরুত্তর। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "এখন করা করি আর কি, যেমন তেমন একটা পাত্র পাওয়া গেলে জাত কুল মান রক্ষা হ'তো, কিন্তু তেমন তো কেউ নাই?"

"থাকবার মধ্যে এক আমি আছি" বলিয়া পতিতপাবন উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার সে হাসি কাহারও ভাল লাগিল না, সকলেই ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিল। তাহাদের সে অবজ্ঞা পতিতপাবনের দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। কিন্তু তিনি তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না; নরহরির দিকে ফিরিয়া সহাস্য মুখে বলিলেন, "আর উপায় নাই চৌধুরী, মেয়ের হাতে সূতো বাঁধা হ'য়েছে। এখন আমার হাতে তাকে দিয়ে জাত কুল মান রক্ষা কর।"

ক্রোধগম্ভীর স্বরে নরহরি বলিলেন, "তার চাইতে জাত কুল মান সব যাওয়া আমি ভাল মনে করি।"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "সবই যাবে চৌধুরী। ডিক্রীজারি করলে ভিটেটুকু পর্য্যন্ত থাকবে না।"

শান্তগম্ভীর স্বরে নরহরি বলিলেন, "আবার চোখ বুজলে

মামলা মোকদ্দমা, ডিক্রী ডিসমিস্ কিছু থাকবে না, এটা মনে রেখো পতিতপাবন।"

"কিন্তু পতিতপাবন দত্ত সহজে চোখ বুজছে না চৌধুরী। অন্ততঃ তোমার উপর ডিক্রীজারি না ক'রে।"

বাহিরে কে গাহিল—

"তুমি কোন্ বিচারে আমার উপর কল্লে দুঃখের ডিক্রীজারি,
মাগো তারা ও শঙ্করি।"

রঘুরাম ধীরে ধীরে আসিয়া ব্রাহ্মণের আসনের এক পাশে বসিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় নরহরিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এখন চুপ ক'রে ব'সে থাকলে চলবে না, আজ বিয়ে না হ'লে মেয়ে অন্যপূর্ব্বা হ'য়ে পড়বে। যা হয় একটা উপায় দেখ।"

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নরহরি বলিলেন, "উপায় আর কি দেখবো বলুন।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "কি উপায় দেখবো বললে চলে কি? মেয়েটার যে পরকাল নষ্ট হবে। এর পর কেউ কি আর তাকে গ্রহণ করবে?"

দুঃখগম্ভীর স্বরে নরহরি বলিলেন, "সে তার কপাল।"

চক্র। চেষ্টা আগে, কপাল পরে। কাছাকাছি তেমন ছেলে নাই।

নর। ছেলে অনেক আছে, নাই আমার টাকা।

চক্র। কিন্তু দেশে কি এমন ভদ্র লোক কেউ নাই যে টাকার চাইতে ভদ্রলোকের জাত কুল মানকে বড় মনে করে?

পতিতপাবন বলিয়া উঠিলেন, "তেমন ভদ্রলোক আমি ছাড়া আর একজনও নাই চক্কোত্তি মশাই। কিন্তু চৌধুরীর প্রতিজ্ঞা শুনলেন তো?"

রঘুরাম এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল; এক্ষণে সে মুখ বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "কেন দত্তমশাই, হরনাথ বাবু তো রয়েচেন।"

পতিতপাবন হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ও অনেক উঁচু ডালের ফুল রঘুঠাকুর, ওখানে হাত বাড়ানো পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়।"

নরহরি বসিয়াছিলেন, হঠাৎ উঠিয়া পড়িলেন; এবং পতিতপাবনের কাছে গিয়া তাঁহার হাত দুইটা বাড়াইয়া ধরিয়া সকাতর কণ্ঠে বলিলেন, "আমি আজ সত্যিই পাগল হ'য়েছি পতিতপাবন, তাই যা কখন মনে করি নাই আজ তা কাজে কচ্চি। এই বছরে অনেক শত্রুতা করেছ পতিতপাবন, কিন্তু আজ একবার বন্ধুর কাজ কর। হরনাথকে ভিক্ষা দিয়ে আমার জাত কুল মান রাখ।"

পতিতপাবন নিরুত্তরে ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। নরহরি তাহার মুখের উপর অশ্রুসজল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে তোমাকে দয়া কত্তে বল্‌ছি না, গৌরীর মুখের দিকে চেয়ে একটু দয়া কর। গৌরী শুধু একা আমার নাতনী নয়, সে তোমারও স্নেহের গৌরী। কিন্তু আজকার রাতটা পোয়ালে

তার জীবনটা নিষ্ফল হ'য়ে যাবে, আর কেউ তাকে গ্রহণ করবে না।"

তাঁহার দরবিগলিত অশ্রুধারায় পতিতপাবনের হাত দুইটা ভিজিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার প্রাণটা বোধ হয় ভিজিল না। তিনি নরহরির হস্তবেষ্টন হইতে নিজের হাত টানিয়া লইয়া ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি ভুল ব'কচো চৌধুরী, মরুভূমির মাঝে বরং জলের প্রত্যাশা কত্তে পার, কিন্তু পতিতপাবন দত্তের কাছে দয়া এক ফোঁটাও পেতে পার না। তার প্রাণটা মরুভূমির চাইতে বেশী শুক্‌নো তা জান না কি ?"

নরহরি নতমস্তকে দাঁড়াইয়া কাপড়ে চোখের জল মুছিতে লাগিলেন। পতিতপাবন কণ্ঠটাকে আর একটু তীব্র করিয়া বলিলেন, "একদিন আমি বড় প্রাণের জ্বালায় বুকভরা তৃষ্ণা নিয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছিলাম, কিন্তু সেদিন তুমি আমাকে কি ব'লেছিলে, তা কি তোমার মনে আছে চৌধুরী ? তোমার মনে না থাকলেও আমার কিন্তু বেশ মনে আছে ; কেন না সেই দিন থেকে আমার প্রাণের যেখানে যেটুকু রস ছিল, সব জ্বলে পুড়ে জীবনটাকে একেবারে শুক্‌নো ক'রে দিয়েছে। আজ তোমার এই কয় ফোঁটা চোখের জলে সে শুক্‌নো প্রাণ সহজে ভিজবে না।"

পতিতপাবনের চোখ দুইটার ভিতর দিয়া পুঞ্জীভূত ক্রোধটা যেন আগুনের শিখার মত ছুটিতে লাগিল। সেই আগুনে নরহরিকে যেন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া জোরে জোরে নিশ্বাস

ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, "যে গৌরীর দোহাই দিয়ে আজ আমার দয়া ভিক্ষা কচ্চো, সেই গৌরীকে আমিও একদিন তোমার কাছে ভিক্ষা চেয়েছি। কিন্তু সেদিন তুমি ভিক্ষা দিয়েছিলে কি? তুমি না দিলেও আমি কিন্তু ভিক্ষা দেব, তবে আজ নয়। যে দিন ডিক্রীজারির পরোয়ানা নিয়ে আসবো, সেই দিন গৌরীরও উপায় ক'রে দেব।"

পতিতপাবনের এই সক্রোধ দম্ভোক্তিতে নরহরির মাথা যেন মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইবার উপক্রম হইল; কিন্তু উপস্থিত আর সকলের মুখ ঘৃণায় ও বিরক্তিতে কুঞ্চিত হইয়া আসিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রঘুরাম ধীরে ধীরে বলিল, "ডিক্রীজারি ডিক্রীজারি কচ্চো দত্তমশায়, কিন্তু বুঝেছেন কি না, ডিক্রী যদি না হয়।"

মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক দৃঢ়স্বরে পতিতপাবন বলিলেন, "হ'তেই হবে। এ মোকদ্দমায় ডিক্রী না হ'য়েই যায় না।"

রঘুরাম বলিল, "তা তো যায় না, কিন্তু বুঝেছেন কি না, মনে করুন যদিই না হয়।"

পতিত। হবে না কেন?

রঘু। ধরুন, আমি যদি বুঝেছেন কি না, থাক্ সত্যি কথা-গুলি ব'লে ফেলি।

পতিত। বেশ তো,—ব'লো না। ব'লে মজাটা কি তা দেখবে।

রঘু। মজা তো বুঝেছেন কি না, টাকা ক'টা আমাকে ফেরৎ দিতে হবে?

পতিত। টাকা ফেরৎ দাও না দাও, প্রবঞ্চনার কেসে জেলে ঢুকতে হবে।

রঘু। তা বেটা ছেলে তো, দিন কতক বুঝেছেন কি না জেলের ভাত জলই খেয়ে এলাম।

ক্রুদ্ধভাবে পতিতপাবন বলিলেন, '"বেশ, তাই খেয়ে দেখবে সে ভাত জলের ভিতর মজা কত। জেলটা বাইরে থেকে দেখতে যেমন, ভিতরে ঠিক তেমন নয় এটা জেনো ঠাকুর।"

রঘুরাম বলিল, "জেলের ভিতর বা'র কোথাও বুঝেছেন কিনা ভাল নয় দত্তমশায়। তবে বুঝেছেন কি না, বামুনের ছেলেকে কি আপনি জেলে দিতে পারবেন ?"

রোষদীপ্ত কণ্ঠে পতিতপাবন বলিলেন, "তোমার মত দু'শো বামুনকে আমি জেলে দিতে পারি।"

রঘুরাম হাসিয়া উঠিল ; বলিল, "তা যদি পার দত্তমশায় তবে আমিও বুঝেছেন কি না, খুব জেলে যেতে পারবো। বামুনের ছেলে—মিছে দলিল লিখে দিয়ে যে পাপ করেছি, জেল খেটে বুঝেছেন কি না, তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আসবো।"

রোষক্ষুব্ধ কণ্ঠে পতিতপাবন বলিলেন, "সে সাহস তোমার আছে ?"

রঘুরাম বলিল, "আছে কি না তা মামলার দিনেই দেখে নেবেন। জেল কি, যদি ফাঁসি যেতে হয়, তা হ'লেও বুঝেছেন কি না, সত্যি কথা আমি বলবো, নয় তো আমি বামুনের ছেলেই নই।"

পতিতপাবন বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "বটে ! আজ ক'ছিলিম গাঁজা টেনে এসেছ ঠাকুর ?"

শান্তস্বরে রঘুরাম বলিল, "গাঁজাই টানি আর যাই করি, বামুনের ছেলে আমি। চৌধুরী মশায়ের চোখের জলে বুঝেছেন

কি না, গাঁজার নেশা ছুটে গিয়েছে, বামুনের প্রাণটা সাড়া দিয়ে উঠেছে।"

পতিতপাবন দেখিলেন, সকলেই প্রশংসাসমুজ্জল দৃষ্টি রঘুরামের উপর নিপতিত হইয়াছে, আর তাঁহার দিকে এক একবার ঘৃণাপূর্ণ তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। ক্রোধে ক্ষোভে পতিতপাবনের চোখ দুটো যেন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি রঘুরামের মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "গাঁজার ঝোঁকে খুব বাহাদুরী দেখিয়েছ ঠাকুর। কিন্তু মনে ক'রো না, পতিতপাবন দত্ত তোমার চাইতে ছোট লোক। তাই তাকে ছোট ক'রে দিয়ে সকলের সামনে তুমি উঁচু হ'য়ে উঠবে।"

বলিয়া তিনি নরহরির দিকে ফিরিয়া ডাকিলেন, "চৌধুরী!"

নরহরি এতক্ষণ নতমুখে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন, পতিতপাবনের আহ্বানে তিনি মুখ তুলিলেন। পতিতপাবন বলিলেন, "আমাকে কিছুতেই তোমার পছন্দ হবে না?"

দৃঢ়স্বরে নরহরি উত্তর করিলেন, "না।"

পতিতপাবনের চোখে মুখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া পুরোহিতের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনো লগ্ন আছে?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "খুব আছে। এগারোটা পর্য্যন্ত লগ্ন; এখন বোধ হয় ন'টা বাজে।"

পতিতপাবন ভ্রূকুটী করিলেন। নিকটেই হরনাথ নীরবে বসিয়াছিল। পতিতপাবন খাঁ করিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া

ফেলিলেন এবং অন্য হাতে নরহরির একটা হাত ধরিয়া উচ্চহাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়। এ ছোঁড়া সন্ধ্যার আগেই এসেছিল, আর বাড়ীতে পা দিয়ে অবধি এখানে আসবার জন্য ছটফট কচ্ছিল। কিন্তু পাছে এই রকমটা ঘটে, সেই ভয়ে আসতে দিই নাই, নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি। কিন্তু যে ভয় করেছিলাম তাই ঘটে গেল। আমি এত জাল জালিয়াতি ক'রে কত্তে গেলাম ডিক্রীজারি, আর তার ফলটা ভোগ করলে হরা ছোঁড়া। তা করুক, আমি কিন্তু দেখবো, ঐ গাঁজাখোর বামুনটা কি ক'রে জেলে যায়।"

সকলে সমস্বরে সাধু সাধু বলিয়া উঠিল। পতিতপাবন দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া নরহরি ও হরনাথকে টানিতে টানিতে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন।

* * * *

বিষাদময় অন্ধকার গৃহে আলোকমালায় সমুজ্জ্বল—মঙ্গল-শঙ্খে মুখরিত হইয়া উঠিল। বধূবেশে সজ্জিতা গৌরীর লজ্জারক্ত নবীন-আশার জ্যোতিতে প্রদীপ্ত মুখের দিকে হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পতিতপাবন হাস্যতরল কণ্ঠে বলিলেন, "হাস্‌চিস্ কি গৌরী, আমার প্রতিজ্ঞা আমি ঠিক বজায় করেছি। ডিক্রীজারি ক'রে না হয়, বুড়োর ঘর ভিটে বা দু'খানা পেতল-কাঁসা নীলামে ডেকে নিতাম। কিন্তু ডিক্রীর আগেই বুড়োর সব চেয়ে যা সেরা জিনিস, যা ওর পাঁজরার হাড়ের মত, তাই নীলাম ক'রে নিয়ে চল্‌লাম। কেমন চৌধুরী হার হ'ল কার? তোমার না আমার?"

হর্ষ গদগদ কণ্ঠে নরহরি বলিলেন, "আমিই হেরেছি পতিত-পাবন। ঝগড়া বিবাদে তোমার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার কাজ নয়।"

কৃত্রিম বিষাদে মুখখানা ভারী করিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "তবু তো তুমি মামলায় জিতে আমাকে ভোজ খাইয়ে দিয়েছ। আমি কিন্তু—"

নরহরি বলিয়া উঠিলেন, "তার চাইতে ভাল ভোজ বৌ ভাতের দিনে তুমি খাইয়ে দেবে।"

কৌতুক কলহাস্যে বিবাহসভা শব্দিত হইয়া উঠিল।

সম্পূর্ণ